পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 122 Thursday, 3 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১২২ সংখ্যা ✱ ২০ চৈত্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘জুমলা পার্টিকে মানব না’

রাজ্য জুড়ে রামনবমীর প্রস্তুতির আবহেই ওষুধ নিয়ে পথে নামার ডাক মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ রাজ্যে রামনবমী নিয়ে শুরু হয়েছে তোড়জোড়। আগামী রবিবার রামনবমীতে কোথায় কার নেতৃত্বে মিছিল হবে, তা ঠিক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। পুলিশের সব ছুটি বাতিল করে দিয়েছে রাজ্য। এই আবহেই বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। প্রতিবাদে পথে নামার ডাকও দিয়েছেন। প্রায় ৯০০টি ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে গত ১ এপ্রিল থেকে। তারপরই এদিন মমতা বলেন, ‘‘আমি একটা ব্যাপারে খুব শঙ্কিত, দুঃখিত এবং আমি মর্মাহত। গরিব মানুষ যাতে নায্য মূল্যের জিনিস পায়, সেটা জরুরি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান হল মূল ভিত্তি।’’ এরপরই ওষুধের দাম কতটা বেড়েছে, সে কথা উল্লেখ করেন মমতা। মমতা উল্লেখ করেন, কোলেস্টেরলের ট্যাবলেট প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষকে খেতে হয়। তার দাম ৩১ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। হার্টের অসুখ নিয়ন্ত্রণ করতে যে ওষুধ খেতে হয়, তার দাম বেড়েছে ৫৭.৯ শতাংশ বা ২৮.৩ শতাংশ। কোনও ওষুধের দাম বেড়েছে ৪৫.৫ শতাংশ। প্রেসারের ওষুধের দাম ১৯ শতাংশ বেড়েছে। মমতা বলেন, ‘‘সাধারণ মধ্যবিত্তের কথা ভাবছে না কেন্দ্র। তীব্র প্রতিবাদ করছি। মূল্যবৃদ্ধি তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।’’ সেই ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী ৪ ও ৫ এপ্রিল পথে নামার ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লকে ব্লকে মিছিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘রামনবমীর দিন আমরা কোনও মিছিল করতে চাই না। তাই শনিবার ও রবিবার মিছিল হবে।’’ স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি নিয়েও এদিন সরব হন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, ‘‘স্বাস্থ্যবিমা থেকে জিএসটি তুলে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বারবার বলেছি।’’ ওষুধের দাম প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে এখন সাধারণ মানুষের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য। তাই তাঁর সরকার স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প এনেছে সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ জেনেরিক মেডিসিনের দাম বৃদ্ধি করা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যবিমাতেও জিএসটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, স্বাস্থ্যই হচ্ছে মানুষের সম্পদ। তার ওপর এভাবে টাকার চাপ দিয়ে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, যা উচিত নয়। ওষুধের এই দাম বৃদ্ধির খবরে তিনি স্তম্ভিত বলেও

জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পাথরপ্রতিমার ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে নবান্নর সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি তুললেন সচেতনতার প্রসঙ্গ। এক জায়গায় কেন রান্নার গ্যাস আর বাজি থাকবে, সেই প্রশ্ন করেন তিনি। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে বলা হয়েছিল, আদতে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। আগে বাজি থেকে আগুন লেগেছে, তারপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে, নাকি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগে তারপর মজুত রাখা বাজিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেটাই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘‘ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের এই সময়টায় আগুন লাগার প্রবণতা বাড়ে। তাঁর খারাপ লাগছে এইভাবে একটা গোটা পরিবার শেষ হয়ে গেল।’’ এই বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘গ্যাস সিলিন্ডার আর বাজি কি এক সঙ্গে থাকা উচিত?’’ মমতা মনে করেন, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত সকলের। বাজি কারখানায় যাতে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেই আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘‘এক জায়গায় দাহ্য পদার্থ রাখলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’’ এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যম ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া মারফ সতর্কবার্তা ছড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ‘‘সরকার সবরকমভাবে প্রস্তুত এই ধরনের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে।’’ এদিন রামনবমীর মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, নিয়ম মেনে মিছিল করলে কোনও আপত্তি নেই, অস্ত্র নিয়ে মিছিলেও আপত্তি নেই। আগামী রবিবার রাজ্যে রামনবমীর মিছিল বেরবে। প্রস্তুতি তুঙ্গে। নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই কারণে পুলিশকেও তৎপর থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এই আহবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল হলে কোনও সমস্যা নেই। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা প্রশ্ন তোলেন, শরতে যে দুর্গা পূজা হয়, যা রাম নিজে করেছিলেন বলে কথিত আছে, সেই সময় কেন রামনবমী পালন করা হয় না? মমতা বললেন, ‘‘ইতিহাসটা ভাল করে জানুন।’’ মমতার প্রশ্ন, ‘‘রাবণকে বধ করার জন্য রাম যে দুর্গাপুজো করেছিলেন, এখন আমরা সেই দুর্গাপুজোই করি। সেই পুজো তো রামচন্দ্র করেছিলেন, আমরা করিনি। সেটা কী রামনবমী নয়?’’ নাম না করে বিজেপিকে বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘অশান্তি করা চেষ্টা করবেন না। বাংলা সম্প্রীতির রাজ্য। আমরা রামকৃষ্ণকে মানব, বেদ-বেদান্ত মানব, কোনও ‘জুমলা পার্টি’-কে মানব না। সবাইকে শ্রদ্ধা করে এমন ধর্ম আমরা মেনে নেব।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘ভাল কাজ করুন। মানবিক কাজ করুন। বাংলার মানুষ সম্প্রীতির জন্ম দেয়। আমরা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকে মানব। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। যার যার মতো প্রোগ্রাম করতে দিন।’’

মোথাবাড়ি-কাণ্ডের প্রতিবাদ, কাঁথিতে মিছিল করতে পারবে বিজেপি, অনুমতি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ মোথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদে কাঁথিতে বিজেপির মিছিলে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, মালদহের মোথাবাড়িতে অশান্তির প্রতিবাদে কাঁথিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মিছিল করতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে ১লা এপ্রিল মিছিল করতে চেয়ে

আবেদন জানায় তারা। কিন্তু তাতে ‘না’ বলা হয় প্রশাসনের তরফে। বিকল্প তারিখে মিছিল করার জন্য বিজেপিকে পুলিশের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল মিছিল করতে চেয়ে আবেদন জানায় বিজেপি। তাতে যদিও অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। এরপর বুধবার আদালতে রাজ্য জানায়, বৃহস্পতিবার মিছিলের অনুমতি পুলিশ দিয়েছে। বিজেপি চেয়েছিল, দুপুর ১টা থেকে ৮টা পর্যন্ত মিছিল করতে। কিন্তু পুলিশ দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। সেই সময়ের পরিবর্তন করে মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কাঁথিতে বড় মাপের প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। কাঁথির খড়্গাপুর বাইপাস থেকে পদযাত্রার করার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর। তা শেষ হওয়ার কথা ছিল বড় ডাকঘরের সামনে। সেখানে পথসভা করে শুভেন্দু বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই মিছিলেই অনুমতি দিল বিজেপি।

২ দিনের ব্যবধানে এপিক ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে ফের চিঠি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ একাধিক ভোটার কার্ডের একই এপিক নম্বর ইস্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এই নিয়ে নিজেদের অভিযোগও জানিয়েছিল। এবার আধার-এপিক ইস্যুতে ফের নির্বাচন কমিশনের উপর ‘চাপ’ বাড়ানোর কৌশল নিল বাংলার শাসকদল। জাতীয় নির্বাচনের কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে সময় চেয়ে চিঠি দিল। ২ দিন আগেও একটি চিঠি লিখেছিল তৃণমূল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনে এপিক ইস্যুতে সরব হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভোটার কার্ডের একই এপিক নম্বর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন তিনি। তারপরই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশন তখন জানায়, একই এপিক নম্বর থাকলেও একজন ভোটদাতা একটি কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, দেশের সব ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর যাতে ইউনিক হয়, সেই পদক্ষেপ করছে তারা। এমনকি, এপিক নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ড যোগ করার কথাও জানানো হয়। আধার কার্ডের সঙ্গে এপিক নম্বর যোগ নিয়ে সংসদে আলোচনা চেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু, সেই সম্ভাবনা অনিশ্চিত হওয়ার পর ফের নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নেয় তৃণমূল। গত ৩১ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছিলেন তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির সদস্যারা। বুধবার (২ এপ্রিল) দুপুরে দেখা করতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু, এদিন দুপুর পর্যন্ত চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেনি কমিশন। তারপরই ফের চিঠি লিখল তৃণমূল। আধার-এপিক লিঙ্ক ইস্যুতে আলোচনা এবং আগের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার চেয়ে এবার চিঠি পাঠাল বাংলার শাসকদল। নির্বাচন কমিশন এবার কী জবাব দেয়, সেটাই দেখার।

‘গরিব মুসলমানদের টাকা চুরি হবে কেন!’, সেটা ধরতেই ওয়াকফ বিল, বললেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ বিরোধীদের হট্টগোলের মাঝেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুঝিয়ে দিলেন ওয়াকফ বিল আসলে মুসলিমদের ভালর জন্যই। ওয়াকফের জমি চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করে অমিত শাহ বলেন, মুসলিমদের দান করা সেই জমি যাতে সঠিক কাজে ব্যবহার হয়, জমির টাকা যাতে গরিব মুসলিমদের কাজে লাগে, তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। বিলে যে অমুসলিম সদস্যের কথা বলা হয়েছে, শুরুতেই সেই প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, ‘‘একজন মুসলিম তো চ্যারিটি কমিশনার হতেই পারেন। তাঁকে ট্রাস্ট দেখতে হবে না, আইন অনুযায়ী ট্রাস্ট কীভাবে চলবে, সেটা দেখতে হবে। এটা ধর্মের কাজ নয়। এটা প্রশাসনিক কাজ। সব ট্রাস্টের জন্য কি আলাদা আলাদা কমিশনার

থাকবে? আপনারা তো দেশ ভাগ করে দিচ্ছেন। আমি মুসলিম ভাই-বোনদের স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনাদের ওয়াকফ বোর্ডে কোনও অমুসলিম থাকবে না। এই আইনে এমন কিছু নেই।’’ ব্যাখ্যা করে অমিত শাহ বলেন, ‘‘ওয়াকফ পরিষদের কাজ কী হবে জানেন? ওয়াকফের জমি যারা বেচে দিচ্ছে, তাদের ধরে বের করে দেওয়া। ওয়াকফের নামে যারা বছরের পর বছর জমি ভাড়ায় খাটাচ্ছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে।’’ শাহের বক্তব্য, ‘‘ওয়াকফের টাকা, যা দিয়ে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করা দরকার, সেই টাকা যারা চুরি করছে, তাদের ধরার কাজ করবে ওয়াকফ পরিষদ।’’ একই সঙ্গে কংগ্রেসের দিকেও এদিন আঙুল তোলেন তিনি। মনমোহন সিং সরকারের আমলে যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল, সেই কথা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, ‘‘২০১৩-তে যে সংশোধনী হয়েছিল, সেটা যদি না করা হত, তাহলে এই বিল আনতে হত না। সব ঠিকই চলছিল। ২০১৪-তে ভোট ছিল। তার আগে রাতারাতি তোষণের জন্য ওয়াকফ আইন চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’’ অমিত শাহ এদিন তথ্য তুলে ধরে বলেন, ‘‘২০১৩-র পর ১২৩টি ভিভিআইপি সম্পত্তি কংগ্রেস সরকার ওয়াকফের নামে করে দিয়েছিল। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড রেলের জায়গা ওয়াকফকে দিয়ে দেয়, হিমাচলে মসজিদ তৈরি করে দেয়, তামিলনাড়ুর ১৫০০ বছরের পুরনো মন্দিরের ৪০০ একর জমি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দেয়।’’ ২০০১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি লিজে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন শাহ। তিনি জানান, ৫০০ কোটির সম্পত্তিতে পাঁচতারা হোটেল তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে মাসে মাসে ১২ হাজার টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।’’ শাহের বক্তব্য, ‘‘এই টাকা গরিব মুসলিমদের। এটা চুরির নয়। এটা বন্ধ করতে চাই।’’ অনেক চার্চও ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিরোধীদের কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, ‘‘মুসলিমদের সমবেদনা নিয়ে যারা ভোটে জিততে চাইছে, তাদের বলতে চাই, কোনও লাভ নেই। চার বছরে মুসলিমরা বুঝে যাবে, যে এই বিল ওদের সুবিধার জন্যই। দক্ষিণের সাংসদরা জেনে রাখুন, চার্চগুলোও আপনাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে।’’ ওয়াকফ নিয়ে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, ‘‘স্পষ্ট করে দিচ্ছি, মুসলিমদের ধর্মকর্ম, তাদের যে দানের ট্রাস্ট, তাতে সরকার কোনও দখলদারি চায় না। ওয়াকফ আপনাদেরই থাকবে। কিন্তু ওয়াকফ আইন অনুযায়ী চলছে কি না, সেটাই দেখতে হবে। কারও দান করা জমিতে ১২০০০ টাকা ভাড়ায় পাঁচতারা হোটেল কেন করতে দেওয়া হবে? গরিব মুসলিম, অনাথ শিশু, তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য দিন ওই টাকা খরচ করতে হবে।’’ শাহের বক্তব্য, ‘‘মন্দির তৈরি করতে গেলে জমি দেখে কালেকটর, তাহলে ওয়াকফের জমি কালেকটর দেখলে অসুবিধা কোথায়!’’

হাইকোর্টে স্বস্তি, রক্ষাকবচ পেলেন বিজেপি নেতা অর্জুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ হাইকোর্ট রক্ষাকবচ পেলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। ২৬ মার্চ গুলি-বোমাবাজির মামলায় হাইকোর্টের স্বস্তি পেলেন তিনি। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন, আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার শুনানির আগে পর্যন্ত অর্জুনের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না।

অর্জুন হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাড়িতে বোমাবাজি হয়েছে, অথচ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ মার্চ রাতে অর্জুনের বাড়ির সামনে গুলি-বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জগদ্দলে মেঘনা মোড়ে মজদুর ভবনের সামনের এলাকা। ওই ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন নামে এক জন জখম হন। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, জখম হওয়া যুবক তাদের দলের কর্মী। অর্জুনই তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পরের দিন সকালে অর্জুনকে তলব করে জগদ্দল থানার পুলিশ। পাল্টা অর্জুনের দাবি, তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ করছে। পুলিশ অর্জুনের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করে। বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আর্জি নিয়ে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে যায়। মঙ্গলবার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। তারপরই অর্জুন স্পষ্ট করে দেন, তিনি নিম্ন আদালতের রায়ের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। হাইকোর্টে যাবেন বলে জানিয়ে দেন। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত স্পষ্ট দেন, আপাতত অর্জুনের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না।

মদন তামাং হত্যা মামলায় ‘সুপ্রিম’ ধাক্কা বিমল গুরুংয়ের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ মদন তামাং হত্যা মামলায় বিমল গুরুংয়ের আবেদনে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আপনি তো এখন জামিনেই আছেন। আগে ট্রায়াল কোর্টের মামলা শেষ হোক। সেক্ষেত্রে মদন তামাং হত্যা মামলায় বিমল গুরুংকে অন্তর্ভুক্ত করার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ

বহাল থাকল। প্রসঙ্গত, গোর্খা লিগ সভাপতি মদন তামাংয়ের খুনের মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই। এর আগে বিমল গুরুংকে সিবিআই-র মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টর বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, বিমল গুরুংয়ের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠনের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন বিমল গুরুং। বুধবার সেই মামলারই শুনানি ছিল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং বিচারপি পিবি ভারালেন বেঞ্চ জানায়, শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করবে না। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আপনি তো জামিনেই মুক্ত রয়েছেন। তাহলে চার্জ গঠন নিয়ে সমস্যা কোথায়? প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের মে মাসে দার্জিলিঙে সভা করতে গিয়ে সকালে রাস্তার ওপরে কুপিয়ে খুন করা হয় মদন তামাংকে। এই খুনে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে নিকল তামাংকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে নিকল পিনটেল ভিলেজে পুলিশি হেফাজত থেকে পালিয়ে যান। সিবিআই-এর হাতে যায় মামলা। সিবিআই-এর চার্জশিটে বিমল গুরুং, রোশন গিরি, আশা গুরুং, বিনয় তামাংয়ের মতো পাহাড়ের ৪৮ জন নেতার নাম ছিল।

২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের বাকি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ‘সুপ্রিম’ নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সি ভি আনন্দ বোসকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ডিসেম্বরের শেষে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। সে সময়ে আচার্যের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ

হয়ে যাবে। আচার্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৬ সপ্তাহ সময় চাওয়া হল। সুপ্রিম কোর্ট সে সময়ে রাজ্যপালকে তিন সপ্তাহ সময় দেয়। আগেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যপালের তরফে কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরমণি সওয়াল করেছিলেন, ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নামে রাজ্যপাল ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। আরও ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় বাকি। তার জন্য আরও কিছু সময় দেওয়া হোক। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, ‘‘১৭ সংখ্যাটা শুনতে ভাল। কিন্তু ৩৪টি-র মধ্যে মাত্র ১৯টি হয়েছে।’’ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। সুপ্রিম কোর্ট গত জুলাই মাসে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বে ‘সার্চ-কাম-সিলেকশন’ কমিটি গঠন করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট আগের নির্দেশে জানায়, ওই কমিটি উপাচার্যদের নানের বাছাই তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের পছন্দ অনুযায়ী নাম সাজিয়ে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবেন। রাজ্যপাল সিলমোহর দেবেন। মতান্তর হলে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে। ১৯টা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ইতিমধ্যেই হয়েছে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

ওয়াকফ বিলের বিতর্কে লোকসভায় কল্যাণের শায়েরি, জমি দখলই সরকারের অভীষ্ট, খোঁচা তৃণমূল এমপির

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ ‘ওয়াকফ সংশোধনী বিল মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের অধিকার লঙ্ঘন করবে।’ আজ সংসদে দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তৃণমূলের পক্ষ থেকে সরকারের উপস্থাপিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেন কল্যাণ। সেখানে তিনি ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে সংবিধান বিরোধী বলে দাবি করেন। লোকসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমি বলতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেস এই ওয়াকফ সংশোধী বিলের বিরোধিতা করছে। আমার বক্তব্যের মূল স্পিরিট হল- তু না হিন্দু বনেগা, না মুসলমান বনেগা, ইনসানকি অউলাদ হ্যায়, ইনসান বনেগা (না হিন্দু হবেন, না মুসলিম হবেন। মানুষের সন্তান, মানুষ হতে হবে)। বর্তমানের এই বিলটি ওয়াকফের দু'টি বিষয়ের ওপর নজর দেয়। ওয়াকফের একটি কাজ হল মুসলিমদের ধর্মীয় আচার-বিচারের পরিচালনা করা, এবং দ্বিতীয় হল রাজ্য সরকারকে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মেটানোর অধিকার দেওয়া।’’ এরপর সংবিধানের ২৬ নং ধারার উল্লেখ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ‘‘ওয়াকফ ধর্মীয় এবং দাতব্য এটি প্রতিষ্ঠান। এই আবহে মুসলিমদের নিজেদের ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। কারণ ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক আল্লাহ। এই বিল মুসলিমদের অধিকার খর্ব করছে। তাই এটা সংবিধানের ২৬ নং ধারাকে লঙ্ঘন করছে।’’ তিনি দাবি করেন, হিন্দু আইন ব্রিটিশ আইনকে অনুসরণ করে, এবং মুসলিম আইন

মহানবির আইন অনুসরণ করে। এদিকে কল্যাণ আজ বলেন, ‘‘ইসলাম অত্যন্ত আধুনিক ও উদারনৈতিক ধর্ম। নমাজের জন্য কাউকে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করা হয় না।’’ এদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ওয়াকফ আইনের ৪০ নং ধারা তুলে দিলে ওয়াকফ বোর্ড রাখারও দরকার নেই। উল্লেখ্য, ওয়াকফের ৪০ নং ধারা অনুযায়ী, বোর্ড যেকোনও জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করতে পারে। কল্যাণ বলেন, ‘‘এই বিলের উদ্দেশ্যই হল মুসলিমদের সেই অধিকার খর্ব করা, তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে হস্তক্ষেপ করা। এটা সংবিধানের ২৬ ধারার সরাসরি লঙ্ঘন। ২৪৬ ধারার সাব ১ নং উপধারার অধীনে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। উপধারা ৩-র অধীনে রাজ্যেরও ক্ষমতা রয়েছে আইন প্রণয়নের। রাজ্যের অধীনে থাকা ওয়াকফ জমি নিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র রাজ্যেরই রয়েছে। কেন্দ্র এই সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তিতে রাজ্যের অধিকার খর্ব করতে চাইছে। রাজ্যের অধিকার খর্ব করতে চাইছে। এটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। রাজ্যের ক্ষমতা এভাবে কেড়ে নেওয়া যায় না।’’ এদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, কোনও ব্যক্তি হিন্দু হোক কি মুসলিম হোক, তিনি যেন ওয়াকফ বা যেকোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিজের সম্পত্তি দান করতে পারেন। উল্লেখ্য, নায় বিলে বলা হয়েছে, ওয়াকফে দান করতে হলে একজন ব্যক্তিকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। এই আবহে কল্যাণ বলেন, ‘কেউ পাঁচবছর মুসলিম ধর্ম পালনের পরই ওয়াকফে দান করতে পারবেন, এই বিধান কেন থাকবে?’’ তাঁর অভিযোগ এই বিধান সংবিধান বিরোধী। তাঁর কথায়, ‘‘কেউ ধর্মীয় আচার পালন করছে কি না, তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার কীভাবে দেওয়া যেতে পারে? পুরী বা কোনও হিন্দু মন্দিরে কি এমন হয় যে পাঁচবছর হিন্দু থাকলে তবেই সম্পত্তি দান করা যাবে? আমি হিন্দু মন্দিরে দান করতে পারি, আমি সব জায়গায় দান করতে পারি। আমি মুসলিম সম্পত্তিতে দান করতে পারি, আমি খ্রিস্টান সম্পত্তিতে দান করতে পারি। আমি বৌদ্ধ সম্পত্তিতে দান করতে পারি। আমাকে কীভাবে কোনও আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?’’ তাঁর অভিযোগ, এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংবিধানের ১৪ নং ধারাকে লঙ্ঘন করে।

কুণালকে ফের সমন পাঠালো মুম্বই পুলিশ, এবার ৫ এপ্রিল হাজিরা নির্দেশ

মুম্বই, ২ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে নিয়ে 'মজা' করার অভিযোগে বেজায় অস্বস্তিতে রয়েছেন কৌতুক শিল্পী কুণাল কামরা। স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরাকে বুধবার ফের সমন পাঠালো মুম্বই পুলিশ। এবার পুলিশের পক্ষ থেকে সমনে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ এপ্রিল ''গদ্দার'' মন্তব্যের জন্য তাঁকে পুলিশের মুখোমুখি হতে হবে।এই নিয়ে কুণাল কামরাকে ৩টি নোটিশ পাঠালো মুম্বই পুলিশ। এর আগে বিবৃতি রেকর্ড করানোর জন্য কুণালকে দু'বার ডেকেছিল পুলিশ। কিন্তু, একবারও তিনি হাজিরা দেননি। তাই তৃতীয়বারের জন্য সমনের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এবার তাঁকে আগামী ৫ এপ্রিল ডাকা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কুণাল ২ এপ্রিল পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ তা প্রত্যাখ্যান করে, তাকে ৩১ মার্চ হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল।

দু'বার মহাজোটের সঙ্গে গিয়ে ভুল করেছি, স্বীকারোক্তি নীতীশের

পাটনা, ২এপ্রিলঃদু'বার মহাজোটের সঙ্গে গিয়ে ভুল করেছি, এমনটাই স্বীকারোক্তি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। গত রবিবার পাটনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, ''আমরা দু'বার সেখানে (মহাগঠবন্ধনে) গিয়ে ভুল করেছি। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমনটা আর কখনও ঘটবে না। এটা ভুল। আমাকে কে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে? অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা কীভাবে ভুলব?

মধ্যপ্রদেশে নিহত দুই মহিলা নকশাল

ভোপাল , ২ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের মন্ডলা জেলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মহিলা নকশাল নিহত। বুধবার সকালে কানহা জাতীয় উদ্যানে অভিযান চালানোর সময় গুলির ল।াই হয়। ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, ওয়াকিটকি উদ্ধার হয়।পুলিশ জানায়, এলাকায় আরও নকশাল লুকিয়ে থাকতে পারে, তল্লাশি চলছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব ও পুলিশ প্রধান এই অভিযানের প্রশংসা করেছেন।

বেলঘরিয়ায় খুন শাসক দলের এক কর্মী, তদন্তে পুলিশ

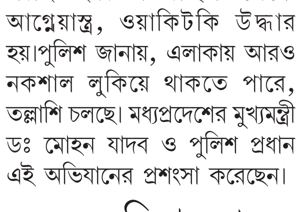

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ বেলঘরিয়ার ক্যানেল রোডের রাজীব নগরে খুন হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রেয়ান খান (৩৫)। রাতভর গুলিবিদ্ধ দেহ রাস্তার উপর পড়েছিল। স্থানীয়রা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে, পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন।মঙ্গলবার রাতে বেলঘরিয়ায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে বসেছিলেন ওই যুবক। অভিযোগ, সেই সময় একদল দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একটি গুলি লাগে রেহানের ঘাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। রাতভর সেখানেই পড়েছিলেন যুবক। পুলিশ ও স্থানীয়রা যুবককে উদ্ধার করে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

চিলিকে অ্যান্টার্কটিকার প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখে ভারত ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ চিলিকে অ্যান্টার্কটিকার প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখে ভারত। গত মঙ্গলবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্টের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, চিলিকে অ্যান্টার্কটিকার প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখে ভারত। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গত মঙ্গলবার উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে আমরা স্বাগত জানাই। চিলির স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারত একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার। আমরা এই সহযোগিতা আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে চিলির জনগণ যোগকে একটি সুস্থ জীবনধারা হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিলিতে ৪ নভেম্বরকে জাতীয় যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা। আমরা চিলিতে আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করেছি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা আমাদের গভীর পারস্পরিক আস্থার প্রতীক।

সমগ্র বিরোধী দল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধেঃকে সুরেশ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ সমগ্র বিরোধী দল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে সুরেশ বলেছেন, বিরোধী দল হিসেবে আমরা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করব। তিনি বলেছেন, সমগ্র বিরোধী দল এই বিলের বিরুদ্ধে। যৌথ সংসদীয় কমিটির আমাদের সদস্যরাও এই বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত মঙ্গলবার, ইন্ডি জোটের নেতারা

সর্বসম্মতিক্রমে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।উল্লেখ্য, লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বেলা ১২টায় বিলটি লোকসভায় পেশ হওয়ার কথা। রাজ্যসভায় এটি পেশ হতে পারে বৃহস্পতিবার। লোকসভায় দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পরে বিলটি ভোটাভুটির মাধ্যমে পাশ করাতে চাইছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। অন্য দিকে, এই বিলের বিরুদ্ধে এককাট্টা বিরোধী জোট 'ইন্ডি'ও ।অন্যদিকে এনডিএ জোটের সঙ্গী জনসেনা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলে নিজেদের সমর্থনের কথা জানালো। জনসেনার মতে, ওয়াকফ বিলে সংশোধনী মুসলিমদের উপকারী হবে। জনসেনার পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, দল মনে করে, এই সংশোধনী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী হবে। এই বিষয়ে, দলের সভাপতি পবন কল্যাণ লোকসভায় জনসেনা সাংসদদের নির্দেশিকা জারি করেছেন, তাঁদের ভোটে অংশগ্রহণ এবং বিলটিকে সমর্থন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আরএলডি সভাপতি জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, আমরা এনডিএ-র পাশে আছি। আমরা হুইপ জারি করেছি।

ভারত সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য বোকামি, ইউনূসকে এর ফল ভুগতে হতে পারেঃমণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

ইমফল,২ এপ্রিল ঃ ভারতের মতো একটি দেশ সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য করা কেবল বোকামিই নয়, বরং এর ফল তাঁকে ভুগতেও হতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভূ-রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বলেছেন মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উত্তরপূর্ব ভারত সম্পর্কে সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এ ধরনের মন্তব্যকে ' উস্কানিমূলক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।এক বিবৃতিতে প্রাক্তন

মুখ্যমন্ত্রী সিং বলেন, ' স্পষ্ট, মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একটি কৌশলগত ঘুঁটি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের উস্কানিমূলক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য একজন নেতার জন্য শোভনীয় নয়, আমি তাঁর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়ে বীরেন সিং বলেন, ' একেবারে স্পষ্ট করে বলা উচিত, ভারতের ঐক্য এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে কোনও আলোচনা করা যাবে না এবং কেউই তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। মুহাম্মদ ইউনূসকে সংযমী হতে হবে, ভারতের মতো একটি দেশ সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য করা কেবল বোকামিই নয়, বরং এর ফল তাঁকে ভুগতেও হতে পারে।'

ডিজিটাল গ্রেফতারির নামে ৪০ লাখ প্রতারণা, ধৃত মহিলা

ফরিদাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ ডিজিটাল গ্রেফতারির ভয় দেখিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত মহিলার কাছ থেকে ৪০ লাখ টাকা প্রতারণার অভিযোগে রাজস্থানের আজমের থেকে নীলম নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল হরিয়ানার ফরিদাবাদ সাইবার থানার এনআইটি শাখা।

অভিযোগ, প্রতারকরা অবসরপ্রাপ্ত মহিলাকে ' অ্যারেস্ট' বলে টাকা হাতিয়ে নেয়। ধৃত মহিলা কমিশনের লোভে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রতারকদের দিয়েছিল। এর আগে ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে এই ঘটনায়। ধৃত মহিলাকে আদালতে পেশ করে ৪ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। পুলিস দেখছে অন্য কেউ এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে কিনা ।

ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করবে না সপা, জানিয়ে দিলেন অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃওয়াকফ বিলকে সমর্থন করবে না সমাজবাদী পার্টি (সপা), জানিয়ে দিলেন দলের প্রধান অখিলেশ যাদব। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমাদের দল এই বিলের বিরোধিতা করবে, যাদের জন্য এই বিল আনা হচ্ছে তাদের কথার গুরুত্ব না দেওয়ার চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে?তিনি আরও বলেন, বিজেপি এমন একটি দল যারা জমি খুব ভালোবাসে, তারা রেলওয়ের জমি, প্রতিরক্ষা জমি বিক্রি করেছে এবং এখন ওয়াকফ জমি বিক্রি করা হবে। এটা তাদের ব্যর্থতা লুকানোর পরিকল্পনা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি তার পার্টটাইম কাজ, তাহলে দিল্লির মানুষ কেন এই ধরনের পার্টটাইম কাজের মানুষকে সরিয়ে দিচ্ছে না?

হুঁশ ফিরছে না রেলের, বিভিন্ন স্টেশনে আগুন জ্বালিয়েই চলছে খাবারের দোকান

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ কখনও ঘুটিয়ারি শরীফ, কখনও আবার মগরাহাট কিংবা সন্তোষপুর স্টেশন। একের পর এক স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের পরও হুঁশ ফিরছে না রেলের। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনে এখনও রমরমিয়েই চলছে খাবারের দোকান। স্টেশনের ওপর আগুন জ্বালিয়েই তৈরি হচ্ছে গরম গরম লুচি, কিংবা এগরোল। কোনও কোনও স্টেশনে তো আবার রীতিমতো বিরিয়ানির দোকান বসে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখা যাবে শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার তালদি স্টেশনে। সেদিকে অবশ্য কোনও নজর নেই রেল কর্তৃপক্ষের।রেল স্টেশনে আগুন জ্বালিয়ে খাবারের দোকান চালানোর বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে প্রচার

চালিয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরিস্থিতি একটুও বদলায়নি। খুব সম্প্রতি শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার ঘুটিয়ারি শরীফ স্টেশনে আগুন লাগে, এই স্টেশনে অবশ্য এর আগেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। তাছাড়াও সম্প্রতি শিয়ালদহ-বজবজ শাখার সন্তোষ স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ সংযোজন মগরাহাট স্টেশন। মগরাহাট স্টেশনে ঈদের দিন আগুন লাগে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে খাবারের দোকানের আগুন থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বন্ধ থাকছে রেল পরিষেবা, দুর্ভোগে পড়ছেন হাজার-হাজার যাত্রী। অথচ হুঁশ ফিরছে না রেলের।এতো গেল অগ্নিকাণ্ডের কথা, কোনও কোনও স্টেশনে তো হকারদের দাপট এতটাই বেশি যে, প্লাটফর্মে ট্রেন ঢুকে গেলে সেই ট্রেন ধরতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় যাত্রীদের। উদাহরণ স্বরূপ, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনের কথাই বলা যাক। ভারতের রেলের ইতিহাসে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং অন্যতম প্রাচীন স্টেশন। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত ক্যানিং স্টেশনকে ইতিপূর্বে ' মডেল স্টেশন' হিসেবে ঘোষণা করা হলেও, বাস্তবে এখনও তা পূরণ হয়নি। এই স্টেশনের ওপর দোকান এতটাই বেশি যে, ট্রেন ঢুকলে হাঁটাচলার জায়গায় পাওয়া যায় না।

নয়া ডিপিআইয়ে বিকাশ ভবনে 'নারীর ক্ষমতায়ণ', তবু প্রশ্ন

কলকাতা, ২এপ্রিলঃরাজ্যে পরবর্তী ডি পি আই (ডাইরেক্টোরেট অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন) নিযুক্ত হলেন ডঃ মধুমিতা মান্না। এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি নজির বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। ১৭০ বছরের ঐতিহ্যের শিক্ষা অধিকর্তার এই দায়িত্বে এসেছেন ৩৩ জন। এর আগে মহিলা হিসাবে পেয়েছেন মাত্র দু'জন।যদিও অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। অভিযোগ, ১ এপ্রিল এই পদে আসতে চলেছেন এমন ব্যক্তি যিনি প্রফেসর মর্যাদার নন। প্রথা ভেঙে তুলনামূলক জুনিয়র শিক্ষককে এই দায়িত্ব' দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে অধ্যাপকদের একাংশে শুরু হয়েছে কানাঘুষো।বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে পছন্দের অধ্যাপককে বসানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ্য কাজিয়া চলছে আচার্য তথা রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের। কয়েক বছর ধরে বিষয়টি হাইকোর্টে, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে রয়েছে। ডি পি আই নিয়ে সেই বিরোধের ব্যাপার নেই। কারণ কে ওই দায়িত্বে যাবেন, তা ঠিক করার এক্তিয়ার রাজ্যের। তাই ' সিনিয়র' প্রার্থীর বদলে তথাকথিত ' জুনিয়র' নিয়োগ করলে সবাইকে তা মেনে নিতে হয়।ডিপিআই হলেন সরকারী এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ

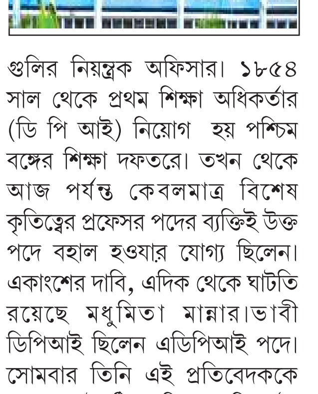

গুলির নিয়ন্ত্রক অফিসার। ১৮৫৪ সাল থেকে প্রথম শিক্ষা অধিকর্তার (ডি পি আই) নিয়োগ হয় পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা দফতরে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র বিশেষ কৃতিত্বের প্রফেসর পদের ব্যক্তিই উক্ত পদে বহাল হওয়ার যোগ্য ছিলেন। একাংশের দাবি, এদিক থেকে ঘাটতি রয়েছে মধুমিতা মান্নার।ভাবী ডিপিআই ছিলেন এডিপিআই পদে। সোমবার তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, এটা ঠিক, শিক্ষা অধিকর্তার পদে অনেক নামী শিক্ষাবিদ দাবিদার থাকেন। কিন্তু কারও আসীন হওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য আবশ্যিক, তাঁকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস' উত্তীর্ণ হতে হবে। ২০১৭ সালে ওই যোগ্যতামান অর্জন করে আমি বিধাননগর কলেজের অধ্যক্ষ হই। তার পর চার বছর এডিপিআই ছিলাম।বাম আমলের শেষদিকে এ রাজ্যে মোট সরকারি কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭। এখন হয়েছে ৪৯। সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজ মিলিয়ে এখন মোট কলেজের সংখ্যা ৫১৮। কাজের চাপ এবং বিভাগের কলেবর অনেক বেড়েছে। সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কলেজগুলোর সমন্বয় রাখার মূল দায়িত্ব ডিপিআই-এর। যদিও প্রকাশ্য আলোচনায় এই পদের কথা সেভাবে আসে কম।সোমবার পর্যন্ত ডিপিআই থাকা প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই চাঁদ সাহা। শিক্ষামহল সূত্রে পাওয়া ' প্রথা ভাঙার' অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে নিমাইবাবু বলেন, এ ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। সাধারনত যথেষ্ঠ সিনিয়র কাউকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁকে সরকার নিশ্চয়ই যোগ্য মনে করেছেন, তাই এই নিয়োগ হচ্ছে।প্রসঙ্গত, নিমাইবাবু ২০১৫-'১৬ সালেও ডিপিআইয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। এর পর তাঁকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়। ফের গত বছর ১ জুলাই তিনি ডিপিআইয়ের দায়িত্ব পান। ৬৫ বছর হয়ে যাওয়ায় তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ মার্চ ২০২৫, অর্থাৎ গত সোমবার। তবে রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও স্থায়ী উপাচার্য পদে কেউ নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিধান মেনে সেগুলোর সাক্ষাপর্ব হয়ে গিয়েছে কয়েক মাস আগেই। কিন্তু নবান্ন থেকে পাঠানো সুপারিশের তালিকা পছন্দ না হওয়ায় আচার্য নাম ঘোষণা করছেন না। ফের উপাচার্য হওয়ার আশা রয়েছে নিমাইবাবুর।যোগ্যতামানের অভিযোগ প্রসঙ্গে মধুমিতা বলেন, আমি হুগলির গ্রামের স্কুলের মেয়ে। মাধ্যমিক থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় বরাবর অত্যন্ত ভালো ফল করেছি। সেগুলোর উদাহরণ এবং এপিআই-তে (অ্যাকাডেমিক পারফর্মেন্স ইন্ডিকেটর) তাঁর অসাধারণ মূল্যায়ণের তথ্য দেন। বলেন, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে অন্তত দু'জন ডিপিআই ছিলেন যাঁরা ডক্টরেট নন। আর আমি পিএইচডি করেছি ' ইন্সটিট্যুট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি'-র মত প্রতিষ্ঠান থেকে। পরবর্তীকালে আমার অধীনে অন্তত ছ'জন ডক্টরেট করেছেন। বিদেশ থেকে সম্মানজনক ডাক পেয়েছিলাম। ইউজিসি-সহ দেশ-বিদেশের এমন নানা প্রকল্পে কাজ করেছি, বা উন্নত নানা দেশের গবেষণাপত্রে এমন সব বিষয় নিয়ে লিখেছি, যা রীতিমত গর্বের। বাবা-মা শিক্ষাক্ষেত্রে ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এর পরে কি যোগ্যতা প্রমাণে আমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে?

লোকসভায় পেশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল, বিশদ ব্যাখ্যা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃবিবেচনা ও পাসের জন্য বুধবার লোকসভায় পেশ হল ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। এদিন লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু এদিন বলেছেন, আমি বলতে চাই, উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে কখনও হয়নি। আমি যৌথ কমিটির সকল সদস্যকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। এখনও পর্যন্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজ্যধারীদের মোট ২৮৪ জন প্রতিনিধি কমিটির সামনে নিজেদের মতামত এবং পরামর্শ উপস্থাপন করেছেন। ২৫টি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ওয়াকফ বোর্ডগুলিও তাদের মতামত উপস্থাপন করেছে।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আমি কেবল আশা করি না, বরং আমি নিশ্চিত যে, যারা এই বিলের বিরোধিতা করছেন তাদের হৃদয়েও পরিবর্তন আসবে। সবাই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এই বিলকে সমর্থন করবেন। রিজিজু আরও বলেন, ২০১৩ সালে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যা আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলবে। ২০১৩ সালে, আইনটি পরিবর্তন করে শিখ, হিন্দু, পার্সি এবং অন্যান্যদের ওয়াকফ তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সকলেই জানেন যে, ওয়াকফ হল মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াকফ তৈরি করা। এই পরিবর্তনটি ২০১৩ সালে কংগ্রেস করেছিল। কংগ্রেস বোর্ডগুলিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, শিয়া বোর্ডগুলিতে কেবল শিয়াদের... একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল যে ওয়াকফের প্রভাব অন্য সকল আইনের উপর পড়বে। এই ধারাটি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?রিজিজুর কথায়, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা হল মুতাওয়াল্লি এবং ওয়াকফ বিষয়গুলি পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করা। এটি সম্পূর্ণরূপে শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বিধান। ওয়াকফ বোর্ড কোনওভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা করে না।

রাস্তা না থাকায় প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে বাধ্য গ্রামবাসীরা

রুদ্রপ্রয়াগ , ২ এপ্রিল ঃ উত্তরাখণ্ডের ত্রিযুগীনারায়ণ-তোষীর রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের প্রতিদিন ঘুরপথে যাতায়াত করতে প্রায় ১৪ কিমি হাঁটতে হচ্ছে।২০০৫-০৬ সালে রাস্তা তৈরির অনুমোদন পাওয়া গেলেও আইনি জটিলতায় ১৪ বছর কাজ শুরু হয়নি। ২০২০ সালে ছাড়পত্র পাওয়ার পর ২০২১-এ মাত্র ২ কিমি রাস্তা তৈরি হয়, এরপর বাজেট শেষ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।গ্রামের মানুষের অভিযোগ, রাস্তা না থাকায় স্কুলপড়ুয়াদের প্রতিদিন যাওয়া - আসাতে ঘুরপথে ১৪ কিমি হাঁটতে হচ্ছে, পাশাপাশি ভালুক ও বাঘের মতো বন্য পশুর আতঙ্কও রয়েছে। বিধায়ক আশা নৌটিয়াল আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন করতে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হবে।

এবার এপ্রিল থেকে জুন বেশিই গরম থাকবে ভারতে, পূর্বাভাস আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ এই বছর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই তাপমাত্রা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, এমনটাই পূর্বাভাস ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের। মধ্য ও পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম সমভূমিতে তাপপ্রবাহের দিনও অধিক থাকতে পারে। আইএমডি জানিয়েছে, দেশের বেশিরভাগ অংশেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে, আবার বেশিরভাগ অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে।পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত, উত্তর ও পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অংশ, মধ্য ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতে স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে চারটি বেশি তাপপ্রবাহের দিন অনুভব করার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ভারতে চার থেকে সাতটি

তাপপ্রবাহের দিন রেকর্ড করা হয়। প্রসঙ্গত, গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দ্বিগুণ তাপপ্রবাহের দিন দেখা দিতে পারে। যেসব রাজ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপপ্রবাহ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর উত্তরাঞ্চল।

উত্তর-মধ্য রেলের ক্রীড়াবিদদের সাফল্য

প্রয়াগরাজ, ২ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশে মার্চের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত আন্ত ঃ রেল প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে উত্তর মধ্য রেলের খেলোয়াড়রা। ক্রীড়াবিদদের সাফল্যে মহাপরিচালক উপেন্দ্র চন্দ্র জোশী অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের আশা প্রকাশ করেছেন।গত ২২-২৮ মার্চ রায়বেরেলির এমসিএফ-এ অনুষ্ঠিত আন্ত ঃরেল মহিলা হকি চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর মধ্য রেলের দল ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। কোচ নীলম ও ম্যানেজার রচনা চৌরাসিয়ার নেতৃত্বে দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে ৫-৩ ব্যবধানে পরাজিত করে পদক নিশ্চিত করে। এছাড়া, ২৮-৩০ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্ত ঃরেল জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় উত্তর মধ্য রেলের দল তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার আর্জি বিজেপি বিধায়কদেরও

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার দাবি নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু কিঞ্জারাপুর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি বিধায়কেরা।বুধবার বিজেপির বিধায়কেরা দিল্লিতে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের দাবি, রাজ্যের নানা প্রান্তে বিমানবন্দরের চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সরকারের কাছে আর্জি জানানো হলেও কোনও উদ্যোগী নেয়নি সরকার।বিধায়কদের দাবি, কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পরিষেবার চাহিদা বেশি। ফলে সেখানে কীভাবে যাত্রীসংখ্যা বাড়ানো যায়, কিংবা বড় বিমান চালানো যায়, সে সব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মালদা এবং বালুরঘাটেও বিমানবন্দরের চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে উদ্যোগী হয়নি সরকার।এর পরেই শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি বিধায়কেরা।

৮ জেলায় সভাপতিদের নাম ঘোষণা বিজেপি-র

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ গত ১৪ মার্চ ৪৩ সাংগাঠনিক জেলার মধ্যে ২৫টি জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি। বুধবার নতুন আট সাংগাঠনিক জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি।এদিন আলিপুরদুয়ার, বহরমপুর, ডায়মন্ড হারবার, হাওড়া গ্রামীণ, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বোলপুর এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়।জানা গেছে, বীরভূমের সভাপতি হয়েছেন ধ্রুব সাহা, বোলপুরে শ্যামাপদ মন্ডল, বিষ্ণুপুরে সুজিত আগস্তি, হাওড়া গ্রামীনে দেবাশিস সামন্ত, বহরমপুরে মলয় মহাজন, ডায়মন্ড হারবারে সোমা ঘোষ, মেদিনীপুরে সমিত মন্ডল আর আলিপুরদুয়ারে মিঠু দাস।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২০চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ৩ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৯ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহঃবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, উভয়ই ঊর্ধ্বমুখী। রোদের তেজ ও তীব্র গরমে অস্বস্তিকর আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে তাপমাত্রা। এদিন সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজ অনুভূত হয়েছে। গরমের কাহিল হয়ে পড়েছেন মানুষ। যদিও, বৃষ্টির এখন কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৩০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৮মনিট

কুলতলিতে সৎ বাবার বিরুদ্ধে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,২ এপ্রিল ঃ স্নান করার সময় মেয়ের

নগ্ন ভিডিও তুলে তাকে ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণ করার অভিযোগ এবার সৎ বাবার বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানা এলাকায়। মেয়েকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ। মাকে ও তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে তাকে বারবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ নির্যাতিতা নাবালিকার। আর এই ঘটনায় কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ।বিগত ছয় মাস ধরে এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ । কুলতলি থানা এলাকার বাসিন্দা শম্ভু দাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ । নির্যাতিতার বাবা মারা গেলে তাঁর মা শম্ভু দাসকে বিয়ে করে। তারপর থেকে মা ও মেয়ে শম্ভু দাসের বাড়িতেই থাকতো। নির্যাতিতার অভিযোগ তাঁর সৎ বাবা তাঁর গোপনে ভিডিও তুলে তাকে ব্ল্যাকমেল করে । তার মাকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি নির্যাতিতা প্রথমে তাঁর পিসিদের জানায়। তারাই গ্রাম বাসীদের বিষয়টি জানায় । গ্রাম বাসীদের পক্ষ থেকে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয় । অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। আর ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । এই ব্যাপারে নির্যাতিতার মা বলেন, তিনি বিষয়টি জানতেন না। তাছাড়া তাঁর বর্তমান স্বামীর আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে যে পঙ্গু। যাকে খাওয়াতে তাঁর দিনের অনেকটা সময় চলে যেত। তখনই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ । মেয়েও তাকে ভয়ে কিছু জানায় নি ।

সিঙ্গুর থানা এলাকারই বোড়াই পহলামপুর এলাকায় শুরু করা যায়নি 'জুয়েলারি হাব' তৈরির কাজ

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ২ এপ্রিল ঃ প্রথমে যে জমি পছন্দ হয়েছিল, সেখানে কাজে বাধা পেয়েছে প্রশাসন। সিঙ্গুরে সামান্য জুয়েলারি হাব করতেও এ বার কালঘাম ছুটছে প্রশাসনের! আলোচনার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় দু'বছর। কিন্তু সেই সিঙ্গুর, সেই জমির গেরো! আর সেখানে জুয়েলারি হাবের ভবিষ্যৎ আপাতত শিকেয়। তারপরে দু'বছর কেটে গিয়েছে। বর্তমানে অন্য জমি খুঁজে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা দাবি করছেন, সমস্যা হবে না। জুয়েলারি হাব হবেই। তবে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। টাটাদের ন্যানো প্রকল্পের জন্য জোর করে কৃষিজমি দখলের অভিযোগ ঘিরে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় উত্তাল হয়েছিল সিঙ্গুর। কারখানা শেষমেশ হয়নি। বঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পিছনে সিঙ্গুর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেও সেই সিঙ্গুরে সামান্য জমিতে জুয়েলারি হাব করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে এই জুয়েলারি হাব থেকে। আর্থিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাতে পারে এই উদ্যোগ- প্রথম আলোচনায় জুয়েলারি হাব নিয়ে এমনই

কথাবার্তা উঠে আসে। কিন্তু তারপরেও শুরু করা যায়নি ' হাব' তৈরির কাজ। ২০২৩-এর প্রথম দিকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। বছর দুয়েক গড়িয়ে গেলেও এই সমস্যা মিটল না। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, সিঙ্গুরের নসিবপুর পঞ্চায়েতে সরকারি খাস জমিতে ০.২৩ একর জমিতে সিঙ্গুর ইমিটেশন জুয়েলারি ক্লাস্টার গড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, সেখানে ৩৮টি ইউনিট থাকবে। এর মাধ্যমে হাজার পাঁচেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ পাবেন, মিলবে নানা ধরনের সুবিধা। ২০২৩ সালের মার্চ মাসেই সরকারি কর্তারা জমি মাপতে এলাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা বাধা পান। গ্রামবাসীদের আপত্তিতে ফিরে যেতে হয় তাঁদের। পরে সেখানে প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা পৌঁছলেও জট কাটেনি। গ্রামবাসীরা দাবি করেছিলেন, এই জমি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না। প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, সেই জমি থেকে পরিকল্পনা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আপাতত ঠিক হয়েছে, সিঙ্গুর থানা এলাকারই বোড়াই পহলামপুর এলাকায় তা হবে। তবে জমির পরিমাণ কমে হয়েছে ০.১৪ একর। সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টুম্পা ঘোষের কথায়, ' নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। যা বলার মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলবেন।' বেচারামকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ' একটা সমস্যা চলছে। দ্রুত তা মিটিয়ে জুয়েলারি হাবের কাজ শুরু হবে।' এ ব্যাপারে কথা বলতে চঃ দননগরের মহকুমা শাসক বিষ্ণু দাসকে ফোন করা হলে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

এ ব্যাপারে জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সুমনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্য এক কর্তা অবশ্য মানছেন, ' জুয়েলারি হাবের জন্য আগে যে জমি দেখা হয়েছিল, সেখানে কিছু সমস্যা আছে। প্রশাসন নতুন জমি খুঁজেছে। তা অনুমোদনের জন্য রাজ্যের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে। তা পাওয়া গেলেই কাজ শুরু করা হবে।'

নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রী করার অভিযোগ ওঠায় রাজ্য সরকার বিষয়টি দেখার জন্যে স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। ব্লাড প্রেসার, হাঁপানি, ক্যানসারের মত কিছু গুরূত্বপূর্ন ওষুধ গত মাসে শহরের প্রায় ৭০ টি দোকানে বেশি দামে বিক্রী করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি দেখার জন্যে ন্যাশানাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রী করার অভিযোগ সত্যি প্রমানিত হলে দোকানের লাইসেন্স বাতিল করার কথা বলে হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সাধারন মানুষের কথা মাথায় রেখে এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশকর্মীদের ছুটি বাতিল নিয়ে খোঁচা দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ রামনবমীর সতর্কতায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই আটদিন কোনও পুলিশকর্মী ছুটি নিতে পারবেন না। এ নিয়ে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বুধবার তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হিন্দুদের উসব হলে দুর্ঘটনার ভয় আসে কেন? যারা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, তাদের দেখা দরকার পুলিশের। হিন্দুদের সামলাতে হবে না। হিন্দুরা সুশৃঙ্খল। হিন্দুরা নিজের মতো করে উৎসব পালন করে। এত লক্ষ লক্ষ দুর্গাপুজো হয়, দুর্ঘটনা হয় না তো! তিনি বলেন, জোর করে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা চলছে। এই বদভ্যাস তৃণমূল ও পুলিশকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। হিন্দুরা নিজের উসব নিজের মতো করে পালন করবে।

অভিযুক্তকে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে উত্তমমধ্যম দিল জনতা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ কারখানা থেকে চুরির অভিযোগ, অভিযুক্তকে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে উত্তমমধ্যম দিল জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগবল্লভপুরের বড়গাছিয়া মানসিংহপুর এলাকায়। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে জগবল্লভপুরের মানসিংহপুর এলাকার একটি কারখানায চুরির ঘটনা ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে উত্তমমধ্যম দেওয়ার পর জগবল্লভপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। কারখানা মালিক সুমন মান্না বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কারখানায় চুরি হচ্ছিল। কিভাবে চুরি হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমার কারিগররা সকলেই বিস্বস্ত। সেই কারণে তাঁদের অবিশ্বাস করার প্রশ্ন নেই। অবশেষে চোরকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। তাকে পোস্টে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এদিন ৩৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। এর আগেও অনেকের টাকা নিয়ে পালিয়েছে। তখন সে ধরা পড়েনি।

দক্ষিণবঙ্গে এখনই কমবে না গরম, পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির ভ্রূকুটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ চৈত্রের মাঝামাঝিতেই গরমে হাঁসফাঁস করছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই গরম আপাতত কমবে না, তবে খুব বেশি গরম বৃদ্ধিও পাবে না। উল্টে দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলায় চলতি সপ্তাহে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার পরেও অস্বস্তি খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বৈশাখ মাসের এখনও ঢের বাকি, অতচ এখনই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অত্যধিক গরম। পশ্চিমের জেলাগুলিতে অস্বস্তি আরও বেশি। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই জেলাগুলির পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে শনিবারও বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামী পাঁচ দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

মুখার্জি বাড়ির ৮৭ তম অন্নপূর্ণা পুজোতে অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় ও সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি।

রামনবমী নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ চরমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ রামনবমী নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে যেন হুঁশিয়ারি-পাল্টা হুঁশিয়ারির প্রতিযোগিতা চলছে। রাম-ভক্তদের লড়াইয়ে কাঁপছে রাজনীতির আঙিনা। রামনবমীর দিন এক কোটি হিন্দুকে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিন হাজার শোভাযাত্রা বের করছে শ্রীরাম নবমী উদযাপন সমিতি। পাল্টা তৃণমূলও পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দল অনুমতি দিলে ভবানীপুরে জমায়েতের ডাক দিলেন মদন মিত্র। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীকে বাড়ি থেকে বেরোতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। তৃণমূলের বিধায়কের হুঁশিয়ারি, 'শুভেন্দু রামনবমীর আগে পরে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবি কিনা, দিল্লি থেকে আরও বেশি ফোর্স চেয়ে নে...'। হুমকি শুনে বসে থাকেনি বিজেপিও। লকেট চট্টোপাধ্যায় পাল্টা তোপ দেগেছেন, 'ও নিজে বেরোতে পারবে কিনা দেখুক'! অন্যদিকে, মদনবাবুর হুঁশিয়ারি, 'পার্টি যদি অনুমতি দেয়, তাহলে এখানে ওই তারিখে রামনবমীর এমন জমায়েত করে দিন যে হনুমান এলেও একলাফে সাগর পেরিয়েছিল, ওই মিছিল পার করে যাওয়ার মতো শক্তি যেন আজকের কোনও হনুমানের না থাকে...জগন্নাথ মন্দিরের আশীর্বাদ নিয়ে এত লক্ষ মানুষ হাজির হয়ে যাবে তোর আর শান্তিনিকেতনের বাইরে, শান্তি আলয়ের বাইরে থেকে আর বোধহয় বেরনো সম্ভব হবে না।'

৪০০০ নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

কলকাতা ২ এপ্রিল ঃ ডিজিটাল অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে, ন্যাসকম ফাউন্ডেশন দিল্লি, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৪০০০ নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারতের এইচএসবিসি'র সাথে সহযোগিতা করেছে। আপস্কিলিং ওমেন এঃটারপ্রেনিউরস এন্ড এনহ্যানসিং থেইর পার্টিসিপেশন ইন দি ডিজিটাল ইকোনমি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে হ্যান্ডহোল্ডিং সাপোর্ট এবং অন-বোর্ডিংয়ের মাধ্যমে ইনটেনসিভ ডিজিটাল এবং আর্থিক সাক্ষরতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা এবং ই-গভর্নেন্স অ্যাপ্লিকেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এন্ড-টু-এন্ড হস্তক্ষেপ গ্রহণ করবে।সীমিত ডিজিটাল এবং আর্থিক সাক্ষরতা গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, যাতে তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে পারে। নারী মালিকানাধীন গ্রামীণ উদ্যোগগুলি ২২-২৭ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। তবে, নারী উদ্যোক্তারা আনুষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে বাধার সম্মুখীন হন, মিড্ স্কেল গ্রোথের জন্য উপযুক্ত নীতিগত সহায়তার অভাব অনুভব করেন এবং মার্কেটিং, টেকনোলজি এবং এডভাইসারির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক উন্নয়ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন, তাদের জীবিকা উন্নত করা এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে চালিত করে এমন টেকনোলোজিক্যাল সলিউশন্স কে ইডেন্টিফাই, স্কিলিং এবং প্রোমোট করা যা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে চালিত করে।ন্যাসকম ফাউন্ডেশনের সিইও, জ্যোতি শর্মা বলেন, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে লিঙ্গ বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ, যা ন্যায়বিচার অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এই উদ্যোগটি সেই বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং ন্যায়সঙ্গত সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং আমরা নারীদের জীবিকা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল ইনক্লুশনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। এইচএসবিসি ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা ইনোভেটিভ, টেক ইনেবেল সলিউশন্স পরিচালনা করার লক্ষ্য রাখি যা ভারত জুড়ে নারীদের ক্ষমতায়ন করে, সকলের জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যত গড়ে তোলার আমাদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মমতা মাডিরেড্ডি, ভারতের এইচএসবিসি গ্লোবাল সার্ভিস সেন্টারের প্রধান,এইচএসবিসিতে অন্তর্ভুক্তি আমাদের পরিচয় এবং আমরা কীভাবে এটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করি তা সংজ্ঞায়িত করে। আমরা আমাদের গ্রাহক, মানুষ এবং আমরা যে সম্প্রদায়গুলিতে কাজ করি তাদের সাথে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করি। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতায়নের সাথে সাথে প্রবৃদ্ধি আসে। এবং স্কেলস অপেরেশন্সের জন্য, প্রযুক্তির ব্যবহার নারীদের এগিয়ে যেতে, তাদের উদ্যোক্তা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং সীমানা ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে।

জল নেই কল নেই বোরিং পর্যন্ত হয়নি অথচ লাখ টাকার ঠান্ডা পানীয় জলের উদ্বোধন

বিকি মান্না, হুগলি, ২ এপ্রিল ঃ কোন্নগর কানাইপুর পঞ্চায়েত এলাকার শাস্তিনগর হনুমান মন্দিরের পাশে ১৫ নং সংসদে জল নেই, কল নেই, বোরিং পর্যন্ত করা নেই অথচ উদ্বোধন হয়ে গেলো, ঠান্ডা জল খাবার মেশিন বা জলছত্র । ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৭০৩ টাকা খরচ করে এই জলছত্র করা হযেছে । এই জলছত্র নিয়েই শুরু হযেছে রাজনীতি । সিপিআইএম কোন্নগর কমিটির সম্পাদক আশিষ কুমার দের অভিযোগ এই জলছত্রের কাজ শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের ২ রা জানুয়ারি , তার কাজ শেষ হয়েছে ২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী , নামের ফলকের মধ্য দিয়ে জানা গেল প্রধান এবং উপপ্রধান গতকাল ৩১ মার্চ এই জলছত্রের উদ্বোধন করেছেন । কিন্তু মানুষের জল পেতে গেলে ভেতরের যে পরিকাঠামো দরকার সেই কল, পাম্প, বোরিং কোনো কিছুরই ব্যবস্থা নেই । রাজ্য জুড়ে মানুষের করের টাকা তৃণমূল সরকার এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত,পুরসভার বিরুদ্ধে নয়ছয়ের অভিযোগ এনেছেন তিনি । এমনকি কাটমানি খাওয়ারও অভিযোগ করেছেন । যদিও কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ জানান এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । রাজ মিস্ত্রিদের ইদের ছুটি থাকায় সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে । এদিন উদ্বোধনের দিন থাকায় তা উদ্বোধন করা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য সিপিএম আজ নোংরা রাজনীতি করতে করতে পশ্চিমবাংলায় শূন্য থেকে মহাশূন্যে চলে গেছে ।

কুকুর নিয়ে দুই পরিবার মধ্যে বিবাদকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২ এপ্রিল ঃ বারুইপুরে পোষ্য নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ। থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। বারুইপুর থানার হাড়াল এলাকার দেবাশিস মন্ডল সম্প্রতি এক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। তার কেনা একটি শিহ-তজু প্রজাতির কুকুরকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অর্জুন মন্ডলের ছেলে অমিত মন্ডলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন দেবাশিসের পরিবার, বিশেষ করে তার স্ত্রী ও মা। দেবাশিস মন্ডল গত ১৯শে জানুয়ারি কলকাতার গালিফ স্ট্রিট থেকে ১৩,৫০০ টাকা দিয়ে এই কুকুরটি কেনেন। কেনার সময় কুকুরটির বয়স ছিল মাত্র দুই মাস। এটি তাঁর ছয় বছরের ছেলে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাবা নিতাই চন্দ্র মন্ডল, মা কাকলী মন্ডল, স্ত্রী তৃষা মন্ডল এবং ছেলে, সবাই কুকুরটির সাথে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে ২১শে মার্চ সন্ধ্যায়, যখন দেবাশিস বাড়িতে ছিলেন না। স্থানীয় প্রতিবেশীদের সামনেই দুইজন লাঠিধারী ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে কুকুরটিকে জোর করে নিয়ে যায়।

বাড়িতে তখন শুধুমাত্র মহিলা সদস্যরা ছিলেন, যারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং প্রতিরোধ করার সাহস পাননি। অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল নেতা অর্জুন মন্ডলের ছেলে অমিত মন্ডলের দিকে,যিনি সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কুকুরটি নিয়ে যান। কুকুরটিকে ফেরত পাওয়ার আশায় দেবাশিস মন্ডল ২৪শে মার্চ অমিত মন্ডলের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি হেনস্থার শিকার হন। অভিযোগ, অমিত মন্ডল ও তাঁর সহযোগীরা তাকে মারধর করে এবং তার বাইক ভাঙচুর করে। এই ঘটনার পরই দেবাশিস বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অমিত মন্ডল অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, কুকুরটি তাদেরই এবং দেবাশিস মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েতে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক হয়, যেখানে ব্লক পশু চিকিৎসক কুকুরটির বয়স নির্ধারণ করেন। পরীক্ষা করে তিনি জানান, কুকুরটির বয়স ১৬ মাস, যা দেবাশিসের দাবির সাথে মিলছে না। একই কথা বলেন অমিত মন্ডলের স্ত্রী সঙ্গীতা মন্ডল ও। এই ঘটনার পর থেকে দেবাশিসের পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে মহিলা সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বারুইপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে যে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত কুকুরটি দেবাশিসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

ভারতীয় রেলওয়ে লোকোমোটিভ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে

০২ এপ্রিল ঃ ভারতীয় রেলওয়ে লোকোমোটিভ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,৬৮১টি লোকোমোটিভ উৎপাদনের রেকর্ড অর্জন করেছে। এই মাইলফলক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো অঞ্চলের মোট লোকোমোটিভ উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে, যা বিশ্বব্যাপী রেলওয়ে খাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে পুনরায় নিশ্চিত করে। ভারতীয় রেলওয়ের লোকোমোটিভ উৎপাদন ইউনিটগুলি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন বিভাগে ১,৬৮১টি লোকোমোটিভ উৎপাদন করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদিত ১,৪৭২টি লোকোমোটিভের তুলনায় ২০৯টি লোকোমোটিভ বা ১৯ বৃদ্ধি। এই রেকর্ড-ব্রেকিং উপাদন দেশের লোকোমোটিভ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ, যা রেলওয়ে অবকাঠামো এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সকল ইউনিটের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রতিফলন।লোকোমোটিভ উপাদনে ক্রমাগত বৃদ্ধি মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত কৌশলগত সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফলাফল। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, ভারত মোট ৪,৬৯৫টি লোকোমোটিভ উৎপাদন

করেছিল, যার জাতীয় বার্ষিক গড় ৪৭০টি ছিল। বিপরীতে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত, লোকোমোটিভ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে, ৯,১৬৮টি লোকোমোটিভ উৎপাদন হয়েছিল, যার ফলে বার্ষিক গড় প্রায় ৯১৭টিতে পৌঁছেছে।২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে, ভারতীয় রেল তার উৎপাদন ইউনিটগুলিতে ১,৬৮১টি লোকোমোটিভের রেকর্ড উৎপাদন অর্জন করেছে। উপাদন নিম্নরূপে বিতরণ করা হয়েছিলঃ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ৭০০টি লোকোমোটিভ তৈরি করেছে, বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ৪৭৭টি তৈরি করেছে, পাতিয়ালা লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ৩০৪টি লোকোমোটিভ অবদান রেখেছে এবং মাধেপুরা এবং মারহোরা ইউনিটে প্রতিটি ১০০টি লোকোমোটিভ তৈরি করা হয়েছিল।দেশে উৎপাদিত বেশিরভাগ লোকোমোটিভ মালবাহী ট্রেনের জন্য তৈরি ছিল।

বারুইপুর জেলা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪২৭ টাকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২ এপ্রিল ঃ এবার ২ কোটি ৫৫ লাখ ৪২৭ টাকা উদ্ধার করলো বারুইপুর জেলা পুলিশ। গুজরাতের প্রতারকদের কাছ থেকে এই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে বুধবার জানালেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি। আর খোয়া যাওয়া টাকা ফেরত পেয়ে খুশি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা অমিত কুমার কুণ্ডু । একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ছিলেন নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা অমিত কুমার কুণ্ডু। সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন।অনলাইনে তিনি ইনভেস্টমেন্টের কিছু স্কিম পান। পর্যায়ক্রমে তিনি ভাল রিটার্নের আশায় তাঁর জমানো টাকা ইনভেস্ট করে বসেন। তারপর যখন তিনি টাকা তোলার চেষ্টা করেন তখন বুঝতে পারেন যে প্রতারিত হয়ে গেছেন । সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বারুইপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় ৩১ জানুয়ারি অভিযোগ দায়ের করেন। আর তার পরে ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্কে ৫৬ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করে তা উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে তদন্ত পর্যায়ক্রমে চালিয়ে গিয়ে সোর্স ও বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে গুজরাতে একটি প্রতারণা চক্রের হদিশ পান। এই প্রতারণা চক্রের মূল কিংপিনের খোঁজ মেলে। যিনি আপাতত একটি সাইবার ক্রাইম প্রতারণার মামলায় পুণে পুলিশের হেফাজতে আছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তদন্ত চালিয়ে বাকি টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি এ দিন বলেন,অনলাইনে যেকোনো ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হতে হবে। ভুলভাল জায়গায় ইনভেস্ট করা উচিত নয়। তাছাড়া অতিরিক্ত রিটার্নের লোভে পড়ে ইনভেস্ট করলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এছাড়া ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে ও তিনি সবাইকে সচেতন করেন। আর এই টাকা উদ্ধার হওয়ায় খুশি অমিত কুমার কুণ্ডু। তিনি বলেন,পুলিশের তৎপরতায় এই টাকা উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। আমার মতোন কেউ যেন এইভাবে প্রতারকদের খপ্পরে পড়বেন না।

মেট্রো রেল মধ্যরাতে দুটি করিডরে বিশেষ ট্রেন চালাবে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২ এপ্রিল ঃ আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স এ আইপিএল খেলা দেখে ফেরা দর্শকদের সুবিধায় মেট্রো রেল মধ্যরাতে দুটি করিডরে বিশেষ ট্রেন চালাবে। কবি সুভাষ- দক্ষিণেশ্বর করিডরে রাত বারোটায .ধর্মতলা থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং কবি সুভাষের দিকে দুটি ট্রেন চালানো হবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মতলা থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে একই সময় একটি ট্রেন চালানো হবে। এই ট্রেনে অতিরিক্ত ১০ টাকা করে যাত্রী পিছু ভাড়া দিতে হবে।

জেলাশাসকের ই-মেলে বিস্ফোরণের হুমকি, হইচই বারাসতে

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দফতরে এল ' ই-মেল। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ সরকারি ই-মেলে হুমকি বার্তা আসে। জানানো হয়, বিকাল সাড়ে চারটের সময় বিস্ফোরণ হবে কার্যালয়ে। স্বাভাবিকভাবে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনের তরফে তা পুলিশকে জানানো হয়। ডগ স্কোয়াড ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে শুরু হয়েছে চেকিং। বিভিন্ন দফতরের মতো এদিন জেলাশাসকের দফতরের কর্মীরাও নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসেন। তারপর অফিসিয়াল ই-মেলে দেখা যায় বিস্ফোরণের হুমকি। এনিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, ' ই-মেল পাওয়ার পর আমরা উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। যে ই-মেল থেকে এই হুমকি এসেছে সেটির সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঢোলাহাটের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল বারুইপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২ এপ্রিল ঃ ঢোলাহাটে বিস্ফোরণে আট জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় বাজি কারখানাগুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে। বেআইনি বাজি রুখতে বুধবার অভিযান চালানো হয় চম্পাহাটির হাড়ালে। বারুইপুর থানার পুলিশকর্মীরা ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , কয়েকটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েক কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , পুলিশের নির্দেশে আপাতত বাজি ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছে। বেআইনি বাজি ব্যবসা রুখতে এবং বাজি শিল্পকে বাঁচাতে এলাকায় দ্রুত ক্লাস্টার তৈরির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ চৈত্র , ১৪৩১

কেন রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবি জনতার?

আমাদের আরও একটি প্রতিবেশী দেশ নেপাল, আরও একবার নজিরবিহীন রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে। গণতন্ত্রর পরিবর্তে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি তোলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে নেপালে। রাজধানী কাঠমান্ডুতে রাজতন্ত্র-পন্থী বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নিয়েচে বলে দেখা যাচ্ছে। দেখা গিয়েছে, ব্যাপক ভাঙচুর এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ছবি। একজন সাধারণ নাগরিক ও একজন সাংবাদিকের মৃত্যুতেই বোঝা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতি কতটা গুরুতর হয়ে উঠেছে। মনে করা হচ্ছে, প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ রাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিয়েছে। দেশের প্রজাতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রতি জনতার ক্ষোভ দিনে-দিনে বাড়ছে।

সম্পাদকীয়

বছরের পর বছর ধরে চলা রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামে প্রজাতন্ত্রর প্রতি মানুষের ৻াব বেড়েছে। এবং তা এখন সংগঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি এবং ডানপন্থী নেতা তথা শিল্পোদ্যোগী দুর্গা পরাসই জনতার এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এসবই উপলক্ষ মাত্র। দফায়-দফায় হচ্ছে সংঘর্ষ, প্রাণহানি ও গ্রেফতারির খবর সামনে আসছে। পরিস্থিতি সামাল নিতে কার্ফু জারি হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। কিন্তু তার পরও হিংসা, তাণ্ডব এড়ানো যাচ্ছে না। ব্যাপক ধরপাকড় চলছে বলে শোনা গিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির নেতা রবীন্দ্র মিশ্র এবং ধবল শামশের রানাকে পুলিশ আটক করেছে। দেশের নেতৃত্বকে রাজতন্ত্রবাদী সহানুভূতিগুলিকে সরাসরি খারিজ করার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে প্রকৃত সংস্কারের জন্য কাজ করতে হবে। একদা নেপালে ছিল রাজতন্ত্র, একক শাসনব্যবস্থা এবং একটি হিন্দু রাষ্ট্র। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র। তবে নেপালের একটা বড় অংশর জনতা ধর্মনিরপেক্ষতাকে হিন্দু-বিরোধী হিসাবে দেখে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কার্যকরভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রজাতন্ত্র শুধুমাত্র রাজতন্ত্রর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অভিজাতদের কুক্ষিগত হয়েছে। জনসাধারণের এই হতাশা থেকেই রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন করা হচ্ছে। শাসনকার্যে দুর্বলতার কারণে জনতা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে আগের রাজতন্ত্রকেই 'সঠিক' বলে মনে করতে শুরু করেছে।

আসলে এটি রাজতন্ত্র ফেরানোর জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি হল জনতার প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মনোভাব। নেপালি জনসাধারণেরা প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু গণতন্ত্রী বা রাজতন্ত্র-পন্থী শক্তি, কেউই বিশ্বাসযোগ্য ' দেখাতে পারছে না। রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন অবশ্য নেপালের সমস্যাগুলির সমাধান নয়। অতীতের শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নেপালের এই পরিস্থিতির জন্য জনগণ সরকারেই দায়ি করছেন। তারা তাই পরিবর্তনের প্রতি ঝুঁকে চলেছে ক্রমাগত। এই মুহূর্তে নেপালে শান্তি প্রতিষ্ঠা সব থেকে বেশি প্রয়োজন। আর সেই শান্তি আনারই চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে শান্তি তো দূর জনতার প্রতিষ্ঠান বিরোধি রূপটাই বার বার ফুটে উঠছে।

উন্মত্ততা বলে দিচ্ছে ইসরায়েল হারছে

সাম্প্রতিক চারটি ঘটনা সম্ভবত ইসরায়েলকে কোণঠাসা করে ফেলবে এবং ইসরায়েল সব সময় যে মুখোশ পরে বিশ্বের সামনে হাজির হয়, সম্ভবত এই ঘটনাগুলো সেই মুখোশকে টেনে খুলে ফেলবে। চার ঘটনার প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ। দ্বিতীয়টি হলো, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রক্রিয়া। তৃতীয়টি হলো, ফিলিস্তিনকে স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ের স্বীকৃতি দেওয়া। সর্বশেষ ঘটনা হলো, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) ইসরায়েলকে রাফাতে হামলা বন্ধের নির্দেশ।ইসরায়েল নিজেকে 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে দাবি করে ফিলিস্তিনি 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার চালানো যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দিতে যে মিথ্যা ভাষ্য গড়ে তুলেছে, সেই ভাষ্যকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলোকে 'হিমশৈল্যের ডগামাত্র' বলা যেতে পারে।ইসরায়েলের অপরাধগুলোর সাম্প্রতিকতমটি সংঘটিত হয়েছে ২৬ মে সন্ধ্যায়। ওই দিন রাফায় জাতিসংঘের পরিচালনাধীন একটি ' অঞ্চলে' আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তাঁবুতে ইসরায়েল সেনাবাহিনী রকেট ছোড়ে। এতে অন্তত ৪০ জন পুড়ে মারা গেছেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন নারী ও শিশু। ইসরায়েল যদিও আইসিসি, আইসিজে এবং ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তিনটি ইউরোপীয় দেশকে 'সরাসরি হুমকি' দিয়েছে, তবে সেই হুমকিগুলো আরও বেশি ভীতি নিয়ে অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পশ্চিম তীরের প্যালেস্টিনিয়ান অথোরিটির (পিএ) কাছে গেছে। আমরা যাঁরা পশ্চিম তীরের বাসিন্দ, তাঁরা এখন ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় হুমকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

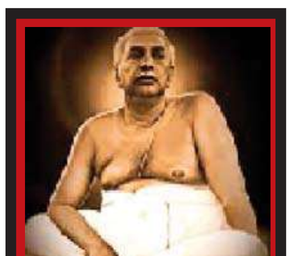

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন।

গুরুদেব আমাকে বরণ করে নিলেন অর্ঘ্য দিয়ে, নন্দলাল

কৌশিক দাস

এই উপমহাদেশের নান্দনিক বিকাশের অন্যতম রূপকার শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় লেখাপড়ার সঙ্গে কলাচর্চার স্থান এবং মানকে সমান গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ১৯০৯ সালের দিকে। মাধ্যম ছিলেন নন্দলালের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালক্রমে এই দুই ঠাকুরের অন্যতম প্রিয়পাত্র ও প্রেরণার উৎস হয়ে পড়লেন নন্দলাল।অবনীন্দ্রের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, এই দুই স্থানেই নন্দলালের বিকল্প ছিল না বলা যায়। ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তখনই বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়গপুরের নিসর্গের এই জাতশিল্পী অবনীন্দ্রের সাহচর্যে আসেন। নন্দলালের বয়স ছিল তেইশ বছর। অবনীন্দ্রের ভাবশিষ্য হিসেবে শিল্পী জীবন শুরু করলেও ক্রমশ আত্মস্থ করে নেন নিজস্ব শিল্পভাষা। এরপর চিত্রী নন্দলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরস্পরের সাথে পরিচিত হন জোড়াসাঁকো'তে। নন্দের বয়স তখন সাতাশ, রবির আটচল্লিশ। গড়ে ওঠে আমৃত্যু সম্পর্ক। অবনীন্দ্র সেতু বন্ধনটি গড়ে দিলেও নন্দের বিচ্ছেদে তিনি প্রায় কাতর থাকতেন। শান্তিনিকেতন হতে যখন রবি কাকা অনুরোধ পাঠালেন নন্দলালের জন্য, অবনীন্দ্র বলেছিলেন,'তুমি যখন ডেকেছো তখন ও (নন্দ) নিশ্চয় যাবে, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।' আবার শান্তিনিকেতন হতে নন্দলাল কলকাতায় তাঁর গুরুর কাছে যখন ফিরে এলেন অবনীন্দ্র বললেন, ' তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান? যেন এক বোতল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে মনটা চাঙ্গা হল।'কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নন্দলাল গুরুর মন চাঙ্গা রাখতে পারলেন না। কলকাতার হট্টগোলের চেয়ে শান্তিনিকেতনই তাঁর কাছে বেশী আপন মনে হলো। ১৯২০ সাল হতে পাকাপাকিভাবে 'বাসিন্দা হয়ে শান্তিনিকেতনে থিতু হলেন। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, নন্দলালের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ছাপ ফেলেছিলেন, ঠিক সমপরিমান অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন নন্দলাল কবিগুরুর হৃদয়ে।১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে নন্দলালের আনুষ্ঠানিক পদার্পণ হয় শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে তাঁকে ১৯১৪ সালের ১ মে (১২ বৈশাখ) বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় কবিগুরু নন্দলাল'কে উৎসর্গ করে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করলেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ,' শ্রীমান নন্দলাল বসু পরম কল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী-চিত্ত।বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে যোগায় নূতন বিত্ত।তোমার তুলিকা কবির হৃদয় নন্দিত করে, নন্দ!তাই ত কবির লেখনী তোমায় পরায় আপন ছন্দ।'এমন অভিনন্দনের পর নন্দলাল দারুণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান, ' অভিনন্দনের পরে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করে নিলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে। ... সহসা আমার মনে হলো। আমাতে যেন আমি নেই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ... কবির ভেতর দিয়ে মহর্ষির আশীর্বাদ যেন আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করলুম।'

উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'সব থেকে আপন' নন্দলাল নিষ্ঠার সাথে শান্তিনিকেতনে তাঁর উপর অর্পিত আস্থার প্রতিদান দিয়ে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক বিচারে সে সূত্রে একটা ধন্যবাদ পেতেই পারেন। ১৯১৪ সালে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহ গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে তিন তরুণ শিল্পী। এই তরুণদের উচ্ছ্বল স্বভাব তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লেখেন, ' enthusiasm of enjoyment adds to my joy.' এই তিনজনের একজন ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবশ্যই দৈব নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র শৈল্পিক খেয়ালের এক অন্যতম রূপকার ছিলেন নন্দলাল। তাঁর ম্যাজিক তুলির স্পর্শে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন সত্যি আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠল। বিশ্বভারতীর দেওয়ালে, চীনাভবনের বারান্দায়, হিন্দীভবনের হলে, শ্রীনিকেতনের উৎসব মঞ্চে, দিনান্তিকার দেওয়ালে, কলাভবনের কালোবাড়ি, চৈত্য, উত্তরায়ণের শ্যামলী বাড়ি- সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নন্দলালের নান্দনিক স্পর্শ। শান্তিনিকেতনের উৎসবে, অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই ছিল শৈল্পিক আবহাওয়া। রবি ঠাকুরের কল্পনার যথাযথ প্রকাশ করতেন নন্দলাল বসু। কবি ও ছবির এ এক জাদুকরী মেলবন্ধন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাতিল করেছিলেন। প্রথম ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সেই ছবিতে 'জ্যাঠামি মিশেছিল। তাই ছবি তাঁর হবে না। প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলেন না। পরের দিন আবার এলেন। অন্য ছবি নিয়ে। এবার খুশি হলেন অবন ঠাকুর। আগামী পাঁচ বছর অবন ঠাকুরের কাছেই তিনি নাড়া বাঁধলেন। ছাত্রের নাম শ্রী নন্দলাল বসু। পরবর্তী সময়ে যিনি ' শান্তিনিকেতন তাঁকে চিনত ' নামে। জো।।সাঁকোর লালবা।িতে ' সভাগৃহ স্থপন করেন রবীণ্দ্রনাথ। ১৯১৬ সালে নঃদলাল বিচিত্রায় এসে যোগ দেন। তার আগে অবশ্য একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। সালটা ১৯১৪। রবীঃ দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় 'শিল্পাচার্য সূত্রে। আরও পরে কবিগুরুর ডাকে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য সহজে মেলেনি গুরুর আজ্ঞা। শেষ পর্যন্ত রবি'কার বিশেষ অনুরোধে ছাত্রকে ছাড়তে রাজী হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ১৯১৯-এ কলাভবন শুরু হলে নন্দলাল কলকাতা থেকে এসে যোগ দেন। তবে আবার ফিরেও যান ফিরে আসেন ১৯২০তে। দু'বছর পর কলাভবনের অধ্যক্ষ। শিল্পের মাধ্যমে স্বদেশিয়ানাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই রাজপুত এবং মোঘল ঘরানা গ্রহণ করেছিলেন। ০(পুনঃপ্রকাশিত)

'গ্রীকের আখড়ার মত গঠনগত আড্ডা আমাদের বঙ্গে হয়না'

তন্ময় কবিরাজ ঃ সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক সিনেমায় উৎপল দত্ত বলেছিলেন, বাঙালির আড্ডায় শুধু পরনিন্দা পরচর্চা, গ্রীকের আখড়ার মত গঠনগত আড্ডা আমাদের বঙ্গে হয়না। কথাটা আংশিক সত্যি। কারণ, বাঙালির ঐতিহ্যে আড্ডার বিষয়বস্তুতে যেমন পরনিন্দা পরচর্চা আছে, তেমনি গঠনগত আড্ডাও রয়েছে। চল্লিশ দশকে চৌরিঙ্গীর কফি হাউসের আড্ডায় গুণীজনের ভিড়, কমল মজুমদার,রাধা প্রসাদ গুপ্তরা আসতেন। ছোটো ছোটো ঘরে বিভিন্ন রুচির মানুষের জমায়েত হতো। শোনা যায়, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির ভাবনা এই চৌরঙ্গীর কফি হাউস থেকে। বাঙালির আড্ডা এতো বৈচিত্র্যে ভরপুর যা কথাও দেখা যায় না। সব জাতির আড্ডার নিজস্ব ঠিকানা আছে। কিন্তু বাঙালির হাতে সময় থাকলেই সে যেখানেই থাকুক সেখানেই গোটা কয়েক লোক নিয়ে আড্ডাখানা বানিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে। এই ধরুন, বাড়ির আড্ডা, মেসের আড্ডা, চায়ের দোকানে আড্ডা, কফি হাউসের আড্ডা, পত্রিকার দপ্তরের আড্ডা, লোকাল ট্রেনে আড্ডা, মাছ বাজারের মাছের দরদাম করার অজুহাতে আড্ডার জুড়ে দেয়। আড্ডাতেও টাকার অভাব। চলমান আড্ডাকে সচল রাখতে তিনটে চা চার জায়গায়, বা একটা টোস্ট হাফ করে, কখনও বা গলা অবধি খেয়ে বাঙালি বলে গেলো,লিখে রাখিস কাল পয়সা দেব। দোকানদারও জানে খদ্দের পালাবে না। বাড়ির গিন্নি জানে তার স্বামী কোথাও যাবে না, সে চায়ের দোকানে গুলতানি দিচ্ছে। বাঙালির আড্ডা ফ্রয়েডের ফ্রী অ্যাসোসিয়েশনের মত। তর্ক বিতর্ক, স্বপ্ন, আবেগ, হাসি, দুঃখ সব আছে। মানুষকে চেনাজানার পরম জায়গা আড্ডাখানা। মুঘল যুগে জাহাঙ্গীরের দরবারে আড্ডায় বসতেন এডওয়ার্ড টেরি, দোসর ছিল কফি। সাহেবরা মনে করতেন, কফিতে শক্তি পাওয়া যায়,তাই আড্ডাটা জমে যায়। লন্ডনের স্কুল অফ ইকোনমিকস তাঁদের গবেষণায় বলছে, আড্ডা মানসিক রোগের মেডিসিন। খোস মেজাজি আড্ডায় দিলখুস হয়ে যায়। যদিও রাজশেখরবাবু বাঙালির আড্ডাকে কুকথার মিলন ক্ষেত্র হিসাবেই দেখেন। বাঙালির আড্ডায় যেমন ইতিহাস আছে, তেমনি রয়েছে বিবর্তন। বাঙালি তার আড্ডার সমর্থন পেয়েছে পুরাণ থেকে কারন ব্যাসদেবের মহাভারতে আড্ডার উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া নজরুল, রবীন্দ্রনাথ কেউ আড্ডা দিতে ভুলতেন না। কলকাতার ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণ বারান্দায় আড্ডাতে কবি গল্প করতেন রথেনস্টাইনের সঙ্গে। পরবর্তীকালে, শান্তিনিকেতনেও সেই অভ্যাস বজায় ছিল। জয়দেব মেলা ফেরত সাধুদের সঙ্গে গল্প করতেন কবি। আড্ডাতেই বাঙালি সামাজিকতার প্রতিশব্দ খুঁজে পেয়েছিল। বিপদে আপদে আড্ডার বন্ধুরা পাশে থাকত। টেনিদার গল্পেও সে কথা বর্ণিত। বাঙালি মেয়েদের সাবেক আড্ডা বলতে পুকুর ঘাট। খাবার পর বাসন মাজার নাম করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যেত। অবনীন্দ্রনাথের আড্ডার ঠেক ছিল বঙ্গীয় কলা সংসদ বা চৈতন্য লাইব্রেরি। নন্দলাল বসুর বাড়িতেও বসত গল্পের আসর। প্রতিটা মানুষ ভিন্ন জীবনের আধার। নিজের জীবনের বাইরেও কতো জীবন হেসে খেলে সমান্তরালে নদীর মত বয়ে চলে, আড্ডা না দিলে সে স্বাদ অনুভব করা কষ্টকর। একসময় মেয়ের বাবারা রকে বসা আড্ডাবাজ ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে না। পরে বিপদে পড়লে সেই ছেলেটাই বাঁচাতে আসতো। নব্বই দশকের তাপস পাল, প্রসেনজিতের সিনেমায় এটাই ছিল জনপ্রিয় গল্প। বাঙালির আড্ডা একেবারে ভিন্ন ধরন এনেছিলেন রায় পরিবার। হাসি মজার মিশেলে নন সেন্স ঘরানা। সুকুমার রায় স্থাপন করেছিলেন মনডা ক্লাব। যদিও সুকুমার রায় মারা যাবার পর আড্ডা বন্ধ হয়ে যায়। পরে সত্যজিৎ রায় আবার চালু করেন। এখন সন্দীপ রায় সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আড্ডার ধ্রুবতারা ছিলেন ধৃতিমান, বরুণ চন্দ্র, সৌমিত্র। আড্ডার ছলে পরিচালক অভিনেতার শিল্প সত্তাকে বার করে আনতেন যা ছিল বিশ্ব মানের। সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল সুধাময়। রসে বসে জমে যেত। ১৯৮০সালে সাগরময় ঘোষ, সুনীল, সমরেশ বসু মিলে তৈরি করেন বুধ সন্ধ্যা। পরে আড্ডা খাতায় নাম লেখান শঙ্খ, সুবোধ,জয় গোস্বামী। এঁরাই আড্ডার কল্লোল যুগ। ধ্রুপদী আড্ডার বেড়া ভেঙে বেকার জীবনে আড্ডা জড়িয়ে গেছে। আড্ডার পন্থা বদল ডান থেকে একদম বামে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন ঠেকে আড্ডা দিতেন। বর্ণময় জীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর মন্ডাভিলা গার্ডেনে। সকাল এগারোটা থেকে বিকাল তিনটে অব্দি আড্ডা চলতো। নাট্যকাররাও পিছিয়ে নেই। কবি অরুণ মিত্রের বাড়িতে হামেশাই আসতো বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র। তাঁদের কথা আরুনি পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। শিশির ভাদুড়ী, রবি ঘোষও কম যেতেন না। হাসি আর বিদ্রুপ লেগেই থাকত। সাহিত্যিকদের আড্ডার আরেকটা ডেরা ছিল পত্রিকার দপ্তর। লেখালিখির হালহকিকত নেবার সুবাদে আড্ডা জমে যেতো নবীন প্রবীণের। এমনি এক জায়গা হলো যুগান্তর পত্রিকার অফিস। এছাড়াও সাকি মেস বাড়ির আড্ডা, বা বাঙালির আদুরে কফি হাউসের আড্ডা তো আছেই। তবে বর্তমানে আড্ডার বোহর কিছুটা ফিকে। বাঙালি এখন ফিউশন, কর্পোরেট। তাই গ্রুপ চ্যাটে বা ডিজিটাল মাধ্যমে আড্ডা সেরে ফেলে। ফ্রেন্ডলিস্টের বন্ধুর সংখ্যা অনেক থাকলেও মনের খবর কেউ রাখেনা আর। বাঙালি আজ বড়ো একা। ডিপ্রেশনের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে যায় বাঙালি। আড্ডার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। আমেরিকাতে বিখ্যাত রোটারি ক্লাব। তারও আগে রোমান গ্রিকরা আড্ডার আসর বসাত বাজারে অর্থাৎ ফোরামে। মোদ্দাকথা, বর্তমান প্রজন্মের মত মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার নয়, বরং মন খুলে কথা বলা, কুশল বিনিময় করা। বেকন বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। মানুষের সঙ্গে না মিশলে জীবনের উপলব্ধি আসে না। গ্রিকরা আড্ডার ঠেককে বলতো অগ্রা। প্লেটোর আড্ডার আখড়া ছিল অ্যাকাডেমিক, সিনকনিজিম,বাংকোটিং। সেখানে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলত ডালেক্টিক পদ্ধতিতে। আমাদের দেশে বা রাজ্যে মত ইয়েসম্যান হয়ে শাসকের পা চাটার আদর্শ ছিল না। তাই প্লেটো মনে করতেন, প্রশ্ন উত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে নতুন দর্শনের জন্ম হয়। ফরাসি ক্যাফেতে আড্ডার জমাটি আসর বসাতেন চিত্র শিল্পীরা। আড্ডার ইতিহাসে বাংলাদেশের পুরনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিংয়ের কথাও মনে রাখার মতো। আসতেন সহিদ কাদির, শামসুর রহমান। কবি শামসুর রহমান লিখেছিলেন ,মনে পড়ে একদা যেতাম প্রত্যহ দুবেলা বাংলা বাজারে শীর্ণ গলির ভেতরে সেই বিউটি বোর্ডিংয়ের পরস্পর মুখ দেখার আশায় আমরা কজন।আড্ডা ভেঙেছে সীমান্তের কাঁটাতার। চায়ের লিকারে স্বপ্ন ভাঙা গড়ার কাব্য। আড্ডার আবেগ দুঃখ সুখ সবই তাসের ঘর। আব্দুল করিমের গানের ফ্লেভার আড্ডার ক্যাপশন, সঙ্গে থিমসং হিসাবে মান্না দের গান। রাস্তায় মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে দ্বিধা করেনি বাঙালি সে চিত্তদার দোকান হোক বা দিলীপদার দোকান। কাজ থেকে ফিরে আড্ডার ঠেকে চা সিগারেট খেয়ে তারপর বাড়ি ফেরা। স্ত্রী হাজার ঝগড়া করেও সে অভ্যাস ছাড়াতে পারেনি। সত্তর দশকে কলেজে স্ট্রীটে আড্ডা দিত কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অরনী বসুরা। যখন কৃত্তিবাস এলো ,তখন নতুন কবিদের আগমনে আড্ডা আরো যৌবন পেল। পুজোর বৈঠকি আড্ডা বা চন্ডিতলার আড্ডায় তেলেভাজা মুড়ি বাঙালির ঐতিহ্যে মিশে গেছে। বর্তমানে টক শোতে রাজনীতির কূটকচালি হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেন,আসলে এটা সবেক আড্ডার মডার্ন ভার্সন। গায়ে গামছা দিয়ে বকুল তলায় যে আড্ডা হতো তাই এখন কোট টাই ডেকোরেশনে ঢাকা পড়ে গেছে। বাঙালির রূপ পাল্টালেও গুন কিন্তু পাল্টায়নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, বাঙালির আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে কিংবা থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। (পুনঃপ্রকাশিত)

যুদ্ধের কারণে নবজাতক সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ছেন গাজার মায়েরা

উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেয় ফিলিস্তিনি শিশু সান্দোস মুকাত। ইসরায়েলি সেনারা হাসপাতালে অভিযান চালালে শিশুটিকে দক্ষিণ গাজায় সরিয়ে নেওয়া হয়। শিশুটি এখন মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা। মা ইয়েহিয়া হামুদা ফোনে শিশুটির ছবি দেখাচ্ছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে জেরুজালেমে একসঙ্গে তিন সন্তান জন্ম দেন গাজার বাসিন্দা হানানে বায়ুক (২৬)। আর কিছুদিন পর শিশুগুলো এক বছর বয়সে পা রাখবে। তারা জন্মের পর নিজেদের মাকে শুধু একবারই দেখেছে। হানানে বায়ুকের আশঙ্কা, সন্তানদের ছাড়া তিনি মারা যাবেন। হানানের তিন সন্তানের নাম নাজোয়া, নোয়ার ও নাজমেহ। ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট তাদের জন্ম। প্রসবের পর সন্তানদের রেখেই ফিলিস্তিনে ফিরে আসতে হয়েছিল হানানেকে। কারণ, তাঁর ইসরায়েলে ভ্রমণের অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্তান গর্ভে ধারণের জন্য দীর্ঘ সাত বছর নানা দুর্ভোগ ও কষ্ট সয়েছেন হানানে। গ্রহণ করতে হয়েছে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আইভিএফ (টেস্টটিউবে ভ্রূণ নিষিক্ত করা) চিকিৎসাপদ্ধতি। অবশেষে পূর্ব জেরুজালেমের আল মাকাসেদ হাসপাতালে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হন তিনি। জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য আগেই অনুমতিপত্র নিতে হয়েছিল এই ফিলিস্তিনি নারীকে। হেবা ইদরিস তাঁর নবজাতক কন্যাকে উত্তর গাজায় স্বামী সালেহর নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চান। হেবা ও সালেহ দম্পতি ইসরায়েলি বিমান হামলায় এ পর্যন্ত নয়বার ঘর ছেড়েছেন। সালেহ তাঁর শিশুকন্যাকে শুধু ছবিতেই দেখেছেন। অশ্রুসিক্ত হেবা বলেন, ' আমার কন্যাকে দেখতে চাই, তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমি অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছি।'

জন্মের পর হানানের সন্তানদের ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছিল। নবজাতকদের দেখার জন্য খুব বেশি সময় পাননি হানানে বড়জোর দেড় ঘণ্টা। এরপরই তাঁকে গাজায় ফিরে আসতে হয়। হানানে বলেন, জেরুজালেমে থাকার অনুমতি শেষ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে চলে যেতে বলে। অপরিণত অবস্থায় জন্ম হওয়ায় হানানের তিন সন্তানকে কয়েক সপ্তাহ ইনকিউবেটরে রাখতে হয়েছিল। গাজার হাসপাতালগুলোয় পর্যাপ্ত ইনকিউবেটর না থাকায় সন্তানদের পূর্ব জেরুজালেমে রাখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। গত অক্টোবরে আবার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল হানানের। কিন্তু এর আগেই ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। গাজা থেকে ইসরায়েলে প্রবেশের একমাত্র পথ ইরেজ টার্মিনাল। হানানে ওই পথ দিয়ে পূর্ব জেরুজালেম যেতে অনুমতিপত্রের জন্য ৫ অক্টোবর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এর দুই দিন পর হামাস যোদ্ধারা টার্মিনালের ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটান।

ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলে ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধাদের নজিরবিহীন হামলায় ১ হাজার ১৯৮ জন নিহত হন। জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় তাণ্ডব শুরু করে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ৪০ হাজার ২৬৫ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতজন হামাস যোদ্ধা আর কতজন বেসামরিক মানুষ, তা বিস্তারিতভাবে জানায়নি মন্ত্রণালয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর বলছে, নিহত মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। হানানে বায়ুকের মতোই অবস্থা গাজার

অবরুদ্ধ বাসিন্দা হেবা ইদরিসের (২৭)। তিনিও জেরুজালেমে তাঁর একমাত্র কন্যা সাইদার কাছে ফিরতে পারছেন না। দুই মাস আগে মাকাসেদ হাসপাতালে অপরিণত অবস্থায় জন্ম হয় সাইদার। হেবা ইদরিস তাঁর নবজাতক কন্যাকে উত্তর গাজায় স্বামী সালেহর নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চান। হেবা ও সালেহ দম্পতি ইসরায়েলি বিমান হামলায় এ পর্যন্ত নয়বার ঘর ছেড়েছেন। সালেহ তাঁর শিশুকন্যাকে শুধু ছবিতেই দেখেছেন। অশ্রুসিক্ত হেবা বলেন, ' আমার কন্যাকে দেখতে চাই, তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমি অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছি।' হানানে বায়ুকও ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এখন দক্ষিণে বাস্তুচ্যুতদের একটি শিবিরে রয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির সাত সদস্যকে নিয়ে একটি তাঁবুতে দিন কাটছে তাঁর। তিনি বলেন, ' আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে। অন্ত ঃসত্ত্বা হতে আমার অনেক সময় লেগেছে। এখন আমি সব সময় কাঁদি।' যুদ্ধের কারণে গাজায় ফোনের নেটওয়ার্ক ভালো না থাকায় নবজাতকদের খবর নিতে পারেন না বলেও জানান তিনি। হানানে বলেন, ' মাঝেমধ্যে ভাবি, মারা যাওয়ার আগে যদি আমার মেয়েদের গাজায় ফিরিয়ে আনতে পারতাম। কারণ, আমি তাদের একবারের জন্যও চুমু খেতে পারিনি। তবে আবার নিজের আবেগকে ধরে রাখি এবং নিজেকে বলি, যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে নিরাপদে থাকাই ওদের জন্য ভালো।'মাকাসেদ হাসপাতালের এনআইসিইউর পরিচালক হাতেল খামমাজ বলেন, সাধারণ সময়ে হলে নাজোয়া, নোয়ার ও নাজমেহকে এত লম্বা সময় হাসপাতালে রাখা সম্ভব হতো না। তবে এখন হাসপাতালটিতে শিশু জন্মের হার অনেক কমে গেছে। কারণ, ইসরায়েল গাজা থেকে মায়েদের সে দেশে ঢোকার অনুমতি বন্ধ করে দিয়েছে। ইসরায়েলের অনেক তল্লাশিচৌকি দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ। এমনকি যাঁদের কাছে অনুমতিপত্র আছে, তাঁরাও জেরুজালেমে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন না। খামমাজ আরও বলেন, ' শুরুর আগে আমাদের হাসপাতালের এনআইসিইউতে গাজার সাত থেকে আটটি শিশু ছিল। সেখানে একসঙ্গে ৩০ জনকে সেবা দেওয়া যায়। কিন্তু অক্টোবরের পর কেউই এখানে ভর্তি হয়নি। এ ছাড়া পশ্চিম তীরের অনেক অসুস্থ মানুষ আমাদের কাছে আসতে পারছেন না।' 'মাথার' চুল একসময় খুব সুন্দর আর লম্বা ছিল। প্রতিদিন আঁচড়াতে ভালোবাসতাম, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে সুন্দর করে চুল সাজাতাম। সবার চোখে আমি ছিলাম ক্লাসের সেরা।' অশ্রুসিক্ত চোখে কথাগুলো বলছিল সামা তাবিল নামের এক ফিলিস্তিনি শিশু। ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধের ভয়াবহতা-বীভৎসতা দেখে মানসিক আঘাতে আট বছরের ছোট্ট তাবিলের মাথার চুল পড়ে গেছে। রাফা উদ্বাস্ত শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাবিল ও তার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়। সে বলেছে, 'আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, তখন হামলা চালানো হয়। তারা (ইসরায়েলি বাহিনী) গুলি ও বোমাবর্ষণ করতে থাকে। বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়।' চারপাশে ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের সারি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মেয়েটা। গাজায় ভয় ও চরম বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এখানে কোনো স্থিতিশীলতা নেই, শান্তি নেই। নেই কোনো নিরাপত্তা।

এ ঘটনার কয়েক দিন পরই তাবিল লক্ষ করে, তার মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে। তার মা বলেন, ' ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের সারি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মেয়েটা। গাজায় ভয় ও চরম বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ রূপ নেয়। এখানে কোনো স্থিতিশীলতা নেই, শান্তি নেই। নেই কোনো নিরাপত্তা। আতঙ্ক আর আচমকা গোলা নিক্ষেপের মতো ঘটনা তার চুল পড়ে যাওয়ার মূল কারণ। শৈশব থেকেই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে।' এদিকে চুল পড়ে যাওয়ায় তাবিলকে নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে অন্য শিশুরা। সে বলে, ' খান ইউনিসের উদ্বাস্ত শিবিরের শিশুরা আমাকে ন্যাড়া বলে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেছে। তারা সব সময় এসব কথা বলতে থাকে যা আমাকে অনেক কষ্ট দেয়।' গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে উপত্যকাটিতে ওষুধসংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাবিলকে চুল পড়া রোধে যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারছেন না চিকিৎসকেরা। তাবিল বলছে, 'আমি চাই, আমার মাথায় আবার চুল গজাক। চুলগুলো আমার জন্মদিনের আগেই ফিরে আসুক। প্রতিবছর জন্মদিনে আমি চুলে ফ্যাশন করতাম। আমি নিজেকে সুন্দর ভাবতে ভালোবাসি।' জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ সতর্ক করে বলেছে, গাজার শিশুরা মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীক ভট্টাচার্য্যকে চেয়ে পোষ্টারে ছয়লাপ কালনায়ঃ তৃণমূলের চক্রান্ত দাবী বিজেপির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচন আর হাতে গোনা সময়ের অপেক্ষা। তার আগেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসাবে নতুন মুখ চেয়ে পোষ্টার পরল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। বুধবার কালনা শহরজুড়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসাবে বিজেপি নেতা শমিক ভট্টাচার্য্যের নামে পোষ্টার। এই পোষ্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বির্তক। তা হলে বর্তমান রাজ্য সভাপতি উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে বিজেপি নেতা-কর্মীরা, এই প্রশ্নে অস্বস্তিতে পরেছে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সহ রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। গেরুয়া শিবিরে গোষ্ঠীকোন্দল ও বাংলায় ভালো কাজ না করার জেরেই প্রত্যেক নির্বাচনে হারের মুখ দেখতে হচ্ছে বিজেপিকে। এরজেরেই বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর আস্থা রাখতে না পেরেই রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন চেয়ে পোষ্টার দিতে হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের বলে দাবি, জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। বুধবার সকাল হতেই কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে এলাকায় প্রচুর পোষ্টার দেখা যায়। তাতে লেখা একমাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য সভাপতি হলে তৃনমূলের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার হবে। সংসদে তিনি যেমন বলেন, রাস্তার লড়াইতেও মমতার বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করতে পারবেন। তাই দলের সভাপতি রুপে আদি কার্যকর্তা শমীক ভট্টাচার্য্য কেই চাই। পোষ্টারের তলায় লেখা বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ। এই পোষ্টার

কান্ড টি তৃণমূল কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তা ঘিরে কালনায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক শোরগোল। কালনায় বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ বলে বিজেপির কিছু নাই বলে স্পষ্ট দাবি করেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি গোপাল চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, বিজেপি সাংগঠনিক দল এবং তার সাংগঠনিক পদ্ধতি রয়েছে সভাপতি নির্বাচনের। এইভাবে পোষ্টার দিয়ে রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন হয় না। এই সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের চিন্তার কারণ। তাই পোষ্টার মেরে বলে করে দেখানোর চেষ্টা করছে বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূল যতই অপপ্রচার করুক আমরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কালনা বিধানসভা সহ তিন-চারিটি বিধানসভায় জয় লাভ করবো বলে দাবি করেন গোপাল চ্যাটার্জি। পোষ্টার বির্তকের মধ্যে দিয়ে বিজেপি গোষ্ঠীকোন্দল ফের প্রকাশ্যে চলে এলো বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র তথা বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের। তিনি বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হবে তাতে আমাদের কোন মাথা ব্যথাই নাই। ওদের তো রাজ্য থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। এক নেতা এই বলে তো আরেক নেতা ওই বলে। বিজেপি রাজ্য সভাপতির ডাকা বেশীর ভাগ বৈঠকে তো বিরোধী দলনেতা অনুপস্থিত থাকেন। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হয়নি বিজেপির হয়ে পোষ্টার মারবে বলে জানান দেবপ্রসাদ বাগ। উল্লেখ্য, রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীক ভট্টাচার্য্যের নামে পোষ্টার আদতে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল না তৃণমূলের রণকৌশল সে বিষয়ে জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে।

কেষ্ট গড়ে কাজলের মাথায় রুপোর মুকুটঃ মিলন মেলায় সম্প্রীতির বার্তা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২ এপ্রিল ঃ লায়েকবাজার মিলন মেলায় কাজলের মাথায় উঠলো ৩০০ গ্রামের রুপোর মুকুট। ঈদ উপলক্ষ্যে এই মেলায় প্রদীপ প্রজ্বলনে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন কংকালীতলার গঙ্গা আরতির পূজারীরা। বারবার এই বাংলায় সম্প্রতির বার্তার এই ছবি

উঠে আসছে। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে বারবার ধর্মনিয়ে যতই বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও তা কার্যকর হবে না এই বাংলায়। তাই তো বারবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি উঠে আসে বারবার। ঠিক তেমনি লাইকবাজার মিলন মেলায় এমন ছবি ধরা পড়েলো। ১৩ বছর ধরে আলেক সেখের উদ্যোগে এই মেলা হয়ে আসছে ঈদের সময়। ঈদের পর দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার এই লায়েকবাজার মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ, নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মহম্মদ হানিফ, কংকালীতলা পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি রানী সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখের মাথায় রুপোর মুকুট তুলে দেন আলেক সেখ। একইভাবে নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝিকে রুপোর মুকুট পরানো হয়।

কাঁকসায় পথ দুর্ঘটনা, নিহত ২, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার বিরুডিহার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চার চাকা গাড়ি পরপর দুটি বাইকে ধাক্কা মারলে গুরুতর আহত হয় তিনজন বাইক আরোহী। এদের মধ্যে ২ বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এক বাইক আরোহীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, একটি চার চাকার গাড়ি দ্রুত গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি বাইকে ধাক্কা দুইজন আরোহীকে ধাক্কা মারে। এর পর দুইজন আরোহী রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। ওই ছোট গাড়িটি ফের ১০০ মিটার দূরে আরো একটি বাইকে ধাক্কা মারে। তাতে একজন আরোহী ছিল। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃত দুই যুবক পানাগড়ের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রবি নায়েক বলেন, একটি গাড়ি অন্য একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে। ধাক্কা খেয়ে ছোট গাড়িটি অন্য একটি গাড়ির পেছনে মারে। সকাল দশটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। বাইকে ২ জন ছিলেন। সবাইকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস এসেছে।

বন্ধ টয় ট্রেন কারণ জানতে চায় ইউনেস্কো

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২ এপ্রিল ঃ মাসের পর মাস বন্ধ দার্জিলিং-শিলিগুড়ি টয়ট্রেন পরিষেবা। প্রাক পুজো তো বটেই, দুর্গাপুজোয় ভরা মরশুমেও গড়ায়নি ট্রেনের চাকা। এবার কালীপুজোতেও বন্ধ থাকছে পাহাড়-সমতলের মধ্যে খেলনা গাড়ির চলাচল। এরকম চলতে থাকলে আগামীতে ইউনেসকোর দেওয়া হেরিটেজ তমকা ধরে রাখাই যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, তা একবাক্যে মানছেন সকলে। রেল সূত্রে খবর, ইসনেস্কোর তরফে ইতিমধ্যে টয়ট্রেন চলাচল বন্ধের কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে টয়ট্রেন চালানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সাতটি জায়গায় মাটি ধসে যাওয়ায় বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে রেললাইন। যে কারণেই বন্ধ রয়েছে দার্জিলিং এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ট্রেন চলাচল। দ্রুত এই কাজ শেষ করে নভেম্বরের প্রথমে টয়ট্রেন চলাচল শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তিনি বলছেন, ' সাতটি জায়গা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। আশা করছি, নভেম্বরের প্রথমদিকে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।' পুজো এবং টয়ট্রেন, উত্তরের পাহাড়ি পর্যটনে কার্যত সমার্থক শব্দ। সে কারণেই পুজোর দিনগুলিতে যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা থাকে টয়ট্রেন। সারা বছর জয়রাইডের চাহিদা বেশি থাকলেও এই সময়টায় শিলিগুড়ি - দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেনের চাহিদাও আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। ফলে লক্ষ্মীলাভ ঘটে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের । কিন্তু চলতি বছর বর্ষার মাঝামাঝি থেকেই নিউ জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ। বর্ষার সময় ধসের জেরে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে এই পরিষেবা বন্ধ থাকা সাম্প্রতিককালে ঘটেনি। যে কারণে বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডিএইচআর-কে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ইউনেসকো।স্ডডিএইচআর ইন্ডিয়া সাপোর্ট গ্রুপের সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু বলছেন, ' অঞ্চলে পর্যটকরা ছুটে আসেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, চা এবং টয়ট্রেনের টানে। এবার পর্যটন ব্যবসায় ৪০ শতাংশ যে ক্ষতি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় স।কের খোলা ও বন্ধ হওয়া, বাংলাদেশের অস্থিরতা এবং অবশ্যই টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকা। পুজোর সময় যে ব্যবসা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোজগার হয.টয.ট্রেনে। আর সেটাই বন্ধ হযে.আছে, আর এই খবর চলে গেছে ইউনেস্কোর কাছে।

সূচনা হলো ট্রাফিক সিগনাল লাইটের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নদীয়ার করিমপুরে বসলো ট্রাফিক সিগনাল লাইট। বুধবার কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক এর উদ্যোগে ও নদীয়ার তেহট্ট ট্রাফিক গার্ডের তত্বাবধানে নদীয়ার করিমপুর ট্রাফিক পুলিশ এর সহায়তায় উদ্বোধন করা হয় করিমপুর ট্রাফিক সিগন্যালিং লাইট এর। এই ট্রাফিক সিগনালিং লাইটের ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপার অমরনাথ কে, এদিনের পুলিশ সুপার ছা।।ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধাযক্ বিমলেন্দু সিংহ রায় ছিলেন নদীয়ার তেহট্ট এসডিপিও সহ কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি ও তেহট্ট ও করিমপুর ট্রাফিক অফিসের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক সহ অনেকে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি করিমপুর ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে এদিন আয়োজন করা হয় বিনা ব্যায়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরেরও।

একেবারে সস্তায় সান্দাকফু ভ্রমণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ এপ্রিল ঃ জলের দরে সান্দাকফু ঘুরে যান নির্বিঘ্নে- এমন বিজ্ঞাপন ছেয়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়। আর তাতে সাড়া দিয়েই সান্দাকফুর ট্রেক রুটে উপচে পড়ছে পর্যটকদের ভি।। দার্জিলিংয়ের কিছু স্বঘোষিত পর্যটন ব্যবসায়ী সান্দাকফুকে সামনে রেখে এই ব্যবসা চালু করেছেন। অনেকেই এটাকে 'ফাঁদ' হিসেবে দেখছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নেটপাড়ার প্রচারে সাড়া দিয়ে পর্যটকের ঢল নামছে সান্দাকফুতে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যাঁরা ট্রেকার, তাঁরা ভারতীয় রুট বর্জন করে বেছে নিচ্ছেন নেপাল রুট। এর জেরে দার্জিলিং যেমন তার গৌরব হারাচ্ছে, তেমনই লাভের গুড় খাচ্ছে নেপাল। উত্তরের পর্যটন এখন সমাজমাধ্যম নির্ভর, এই অভিযোগ উঠছে গত কয়েক বছর ধরে। সস্তার প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন পর্যটকরাও। স্বল্প খরচে সান্দাকফু বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ নষ্ট করতে চাইছেন না পর্যটকদের বড় অংশ। তাঁদের ভিড়ে বিপদ বাড়ছে সান্দাকফুতে। পর্বতশিখরটি যে দিঘা-মন্দারমণি নয়, এমনকি দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলের থেকেও যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। মাঝপথে গাড়ি ঘোরাচ্ছে ট্রেকিংয়ের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ছুটে আসছেন সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের জন্যে। তবে টংলু, গৈরিবাসের মতো জায়গাগুলিতে পৌঁছে তাঁরা বুঝতে পারছেন, বিপদ রয়েছে পদে পদে। এক ল্যান্ডরোভার চালক বলছেন, 'যাঁদের পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নেই, তাঁদের তো সমস্যা হবেই। অনেকেই মাঝপথ থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলেন।' সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই যে সান্দাকফু ছুটে আসছেন, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন দার্জিলিংয়ের অনেক পর্যটন দপ্তর এর তরফ থেকে।

নর্দমা কেটে উত্তর হাওড়ার 'সি' রোড ও সংলগ্ন এলাকায় জমা জল বের করা হবে, বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ মাইক্রো টানেলিংয়ের মাধ্যমে নর্দমা কেটে উত্তর হাওড়ার 'সি' রোড ও সংলগ্ন এলাকায় জমা জল বের করা হবে। কেএমডিএ'র সিইও এর সঙ্গে বুধবার বৈঠক হয় হাওড়া পুরসভার। হাওড়া পুরসভা সূত্রের খবর, এদিন কেএমডিএ'র সিইও রাজেশ কুমার সিনহার সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। ইতিমধ্যেই 'বি' রোডের নর্দমা কাটা হচ্ছে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে এই কাজ করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি জমা জল বেরিয়ে যাবে। 'সি' রোডের নর্দমার কাজ করবে কেএমডিএ। মাইক্রো টানেলিং এর মাধ্যমে নর্দমা কেটে সি রোডের জল সরাসরি অক্সিডেশন পন্ডে ফেলা হবে। এই কাজ শুক্রবার থেকে শুরু হবে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই কাজ হবে। এই কাজ শেষ হলে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ৭, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। মাইক্রো টানেলিং এর মাধ্যমে প্রায় ২০০ মিটার লম্বা ২ টো টানেল বসানো হবে। যার ব্যাসার্ধ প্রাত ৯০০ মিলিমিটার এবং অপরটির ৬০০ মিলিমিটার। তবে জলের সমস্যা থেকে সাময়িক স্বস্তি দিতে অস্থায়ী নর্দমা তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেছে, মাইক্রো টানেলিংয়ের মাধ্যমে নর্দমা কেটে উত্তর হাওড়ার 'সি' রোড ও সংলগ্ন এলাকায় জমা জল বের করা হবে। কেএমডিএ এবং হাওড়া পুরসভা যৌথভাবেই আগামী শুক্রবার থেকে এই কাজ শুরু করবে। প্রসঙ্গত, কিভাবে সেই কাজ হবে তা নিয়ে বুধবার কেএমডিএ'র সিইও রাজেশ কুমার সিনহা হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী সহ পুর আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এরপর তাঁরা স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরিকে সঙ্গে নিয়ে বামুনগাছি ও সি রোড এলাকা পরিদর্শন করেন। শুক্রবার থেকে মাইক্রো টানেলিংয়ের মাধ্যমে নর্দমা কাটার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরুর ৪-৫ দিনের মধ্যে ওই নর্দমা কাটার কাজ শেষ হবে। ইতিমধ্যেই 'বি' রোডের জমা জল হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে নতুন নর্দমা তৈরি করে সরাসারি অক্সিডেশন পুকুরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে বুধবার থেকেই 'বি' রোড ও আশপাশের এলাকার জল নামতে শুরু করেছে। বুধবার হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, বেলগাছিয়া ভাগাড়ে আচমকা ধসের জেরে বি রোড ও সি রোডের নিকাশি নালাগুলি বুজে বিপত্তি ঘটেছে। বি রোডের জল নামাতে নতুন নালা কাটা হয়েছে। সি রোডের জন্যেও সাময়িকভাবে একটি অস্থায়ী ড্রেন কাটা হয়েছে। স্থায়ী সমাধানের জন্য মাইক্রো টানেলিংয়ের মাধ্যমে নর্দমা কেটে সি রোড ও সংলগ্ন এলাকার জমা জল দ্রুত নামানো হবে।

শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক চালু হবে ইলেকট্রিক বাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ তিন বছর পর সিকিমের পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে পারস্পারিক মউ সাক্ষরিত হতে চলেছে। আর এই মউয়ের মাধ্যমেই দুই রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি যান চলাচলে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে দুই রাজ্যের সরকার। বুধবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে ওই পারস্পারিক মউয়ের বিষয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, সিকিমের পরিবহন উপদেষ্টা মদন সেংটুরি, পরিবহণ কমিশনার রাজ যাদব সহ দুই রাজ্যের পরিবহন সচিব, জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। আগে দুই রাজ্যের মধ্যে তিন হাজার করে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করত। পর্যটক ও যাত্রীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সংখ্যা দুই রাজ্যের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে সাড়ে চার হাজার করা হয়েছে। এছাড়াও আগামীতে দুই রাজ্যের মধ্যেই দশটি করে ইলেকট্রিক বাস চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য দুই রাজ্যই পরিকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএনজিজি/স্টর্ম ওয়াটার/২৪-২৫/এলএলএইচআর-৩, তারিখঃ ০২.০৪.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রামাণ্য এবং যোগ্য ঠিকাদারগণ যাঁরা রেল এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় যথাযথ তালিকাভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই- টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং এবং কাজের নাম ঃ ইএনজিজি স্টর্মওয়াটার২৪-২৫ এলএলএইচআর -৩** এবং ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে বন্যা প্রতিরোধে ভূনিম্নস্থ স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম-এর পরিপ্রেক্ষিতে লিলুয়া ওয়ার্কশপে জল নির্গমন ব্যবস্থার উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজের (পর্যায় -I)-এর ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮০,০০,০০৩.২৫ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪০,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। বিশদ টেন্ডার **https://www.ireps.gov.in** এ সংশোধনী (যদি থাকে) সহ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MISC-04/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এসজিডব্লু-এসএনটি-প্রোজেক্ট-এফএটি -টেস্টিং, তারিখ ঃ ০১.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কস/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, নিউ কমপ্লেক্স, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারগণ যাঁদের সমতুল ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং সন্তোষজনক ন্যূনতম যোগ্যতা শর্তাবলি রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের রীতি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট ইয়ার্ড-এর জন্য আইআরএসই/আইআরএস ইটিইএলও লাইসেন্স ধারক দ্বারা দেশীয় সফ্ট-ওয়্যার সহযোগে এফএটি করার মাধ্যমে কোনো ওইএম-এর ইআই-এর জন্য ০২ স্তরীয় অ্যাপ্লিকেশন লজিকের পরীক্ষা ও যাচাই এর জন্য স্বয়ংক্রিয় এফএটি পরীক্ষা এবং হার্ড কপি ও পেন ড্রাইভে করে সফ্ট কপি এফএটি রিপোর্ট দাখিল। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৪৬,০৭,৬৮০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **অনলাইনে টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় (বন্ধের সময়) ঃ** ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিন। **ওয়েবসাইট ঠিকানা, সময় এবং তারিখ যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ০১.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **বায়না অর্থ ঃ** ৯২,২০০ টাকা। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে ঃ** (১) দরপ্রস্তাবগুলি কেবলমাত্র অনলাইনে দাখিল করা যাবে। (২) টেন্ডারদাতাগণকে ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in -এ অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন/সংযোজন, যদি দরকার হয় তাহলে সেগুলি কেবলমাত্র সাইটেই উত্তোলিত হবে। (৩) দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। (৪) এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব/প্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।

CON-01/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিক্ষার প্রগতি বাড়াতে বিনামূল্যে গ্রামে গ্রামে একল অভিযান কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ এপ্রিল ঃ শিক্ষা আনে চেতনা। আর চেতনা আনে বিকাশ। শিক্ষা প্রতিটি সমাজের উন্নতির মূল স্তম্ভ। কিন্তু এদেশে এখনও অনেক গ্রাম আছে যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল গুলিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ফ্রেন্ডস অফ ট্রাইবাল সোসাইটি। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বাগডিহাতে পাঁচ দিনের আচার্য্যা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল ফ্রেন্ডস অফ ট্রাইবাল সোসাইটি। এদিন সংগঠনের সাতমা সঞ্চের ৩০ টি স্কুলের আচার্য্যাদের নিয়ে পাঁচ দিবসীয় আচার্য্যা প্রশিক্ষণের সমাপ্তি হয়। ৩০ টি স্কুলে মোট ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করেন আচার্য্যারা। উপস্থিত ছিলেন সাতমা সঞ্চের সভাপতি সত্যবান বাগ, সাতমা সঞ্চ সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখর সাউ, পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রমুখ দীপ্তি মাইতি সহ অন্যান্যরা। শিক্ষার পাশাপাশি বাচ্চাদের মধ্যে মহাভারত ভাগবত গীতা পড়ানো হয়। উল্লেখ্য, একল অভিযানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৮ সালে বিহারের গুমলা অঞ্চলে। ফ্রেন্ডস অফ সোসাইটি পরিচালিত একল অভিযানের মাধ্যমে পঞ্চশিক্ষা দ্বারা সারা ভারতবর্ষে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার একল বিদ্যালয় চলছে। ৩০ টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি সঞ্চ এবং তিনটি সঞ্চ নিয়ে একটি সংকুল এবং চারটি সংকুল নিয়ে আমাদের অঞ্চল, পশ্চিম মেদিনীপুর। সাতমা সঞ্চ সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখর সাউ বলেন, একল অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া গ্রাম এবং যেখানে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি সেই সকল গ্রামগুলিতে আমাদের অভিযান। একজন আচার্য্য দ্বারা পরিচালিত স্কুল তাই একল বিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদের নৈতিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মনের মধ্যে দেশ ভক্তি জাগ্রত করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। আজকাল ছেলেদের মন থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেশপ্রেম ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। ধীরে ধীরে সমাজ কলুষিত হচ্ছে তাই একল অভিযানের মাধ্যমে সুস্থ সবল সমাজ গ্রাম এবং স্বাবলম্বী ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রমুখ দীপ্তি মাইতি বলেন, এই একল শিক্ষা অভিযান প্রত্যেকটি গ্রামের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবক ও বয়স্কদের নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করে। ছোটদের যেমন পাঠদানের পাশাপাশি আধ্যাত্বিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। সেইসঙ্গে গ্রামের বড়দের একত্রিত করে রামায়ণ মহাভারত পাট করানো হয়।

বেলগাছিয়া ভাগাড় ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে সবুজ মঞ্চের পক্ষ থেকে হাওড়া পুরসভায় ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ হাওড়ার সাম্প্রতিক বেলগাছিয়া ভাগাড় ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার দুপুরে সবুজ মঞ্চের পক্ষ থেকে পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তীর হাতে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন বেলা ১টা নাগাদ সবুজ মঞ্চের পক্ষে নব দত্ত, শশাঙ্ক দেব, দেবাশীষ রায়, কল্যাণী পালুই এবং শশাঙ্ক কর প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল পুরসভায় এসে দেখা করেন ডা. সুজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। সবুজ মঞ্চের পক্ষ থেকে সুজয়বাবুর হাতে এদিন এক লিখিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সবুজ মঞ্চের প্রতিনিধিরা বলেন, সুজয়বাবু জানান তাঁদের দাবিগুলির সঙ্গে দ্বিমতের কোনও কারণ নেই। তাঁরা পুরসভার তরফ থেকে ইতিমধ্যেই আশু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমন, আবর্জনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ভিজে ও শুকনো আলাদা করা হচ্ছে ২৫টি ওয়ার্ডে। ভাগাড়ে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে যে কাজ চলছে পুর কর্তৃপক্ষ আশা করছেন বছর তিনেকের মধ্যে বিষয়টি নিস্পত্তি হবে। বর্তমানে মিক্সড ওয়েস্ট কলকাতার ধাপার ইস্টার্ন অর্গানিক কোম্পানিতে পাঠানো হচ্ছে। এবং বিভাজিত ওয়েস্ট বৈদ্যবাটি পুরসভায় পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া সুজয় বাবু আমাদেরকে বলেন নাগরিক সচেতনতা প্রচার করতে যে ওয়েস্ট ভাগ করে যেন তারা ফেলেন। এতে নিকাশি সহ আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হবে। আমাদের বক্তব্য, ৫,০০০ বর্গমিটারের বহুতল হাউজিংগুলিতে ২০১৬ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী তাঁদের নিজেদের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা তাঁদের করতে নির্দেশ দিন। যেভাবে আবর্জনা নিকাশি অব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হচ্ছে সেটা দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা সারা রাজ্য জুড়েই আগামী দিনে আবর্জনা ব্যবস্থপনার (আইন অনুযায়ী) দাবিতে প্রচার, প্রতিবাদ এবং পরিবেশ সুস্থতার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলব।

পাঁচ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, গতকাল রাতে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকায় এই অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর আসে জনা দশেক দুষ্কৃতীর একটি দল হায়দার পাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকায় ডাকাতির ছক করছে। তবে পুলিশের অভিযানের আঁচ পেয়ে বেশ কয়েকজন পালাতে সক্ষম হলেও ৫ জনকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের নাম লক্ষণ রাউত, সাধন সরকার, বাপ্পা রায়, মনীষ গজমীর এবং রবি প্রধান। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

BELMURI GRAM PANCHAYAT
BELMURI, DHANIAKHALI, Hooghly
NIeT No. (1)72/Bel/GP/2024-25, (2) Tender ID:-(1) 2025_ZPHD_832128_1, (2) 2025_ZPHD_832230_1

E-Tender is hereby invited by the Pradhan, Belmuri Gram Panchayat for the work of CONSTRUCTION OF CONCRETE DRAIN and Repair of Concrete Road at 3 (Three) different places. Bid Submission End Date **04-Apr-2025 09:00 AM.** Bid Opening Date **07-Apr-2025 09:00 AM. NIeT No. 77/Bel/GP/2024-25, Tender ID:- 2025_ZPHD_832658_1.** Bid Submission End Date **09-Apr-2025 at 04.00 PM.** Bid Opening Date **11-Apr-2025 at 04.00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Belmuri Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E. (E)/WS/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :

1) NIeT No. : KMC/IGWTP/007/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Repairing of the C-Type quarter No. C/21 and C/22 (inside portion) at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,93,300.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **60 Days.**

2) NIeT No. : KMC/IGWTP/008/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Repairing of the bathroom, kitchen with damped wall/ceiling and damaged parts of wooden doors/windows of the Officer Qtr. no. A/5 at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,95,065.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **60 Days.**

3) NIeT No. : KMC/IGWTP/009/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Repairing of the gama shaped valve chamber adjacent to the end part of the NST within IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 1,33,424.00**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Time of Completion : **20 Days.**

4) NIeT No. : KMC/IGWTP/010/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Reconditioning of the bridge wheels (M.S. Rim) of clarifier no. 1, 2 and 6 under 60 MGD plant, IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 4,33,348.00**; Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Time of Completion : **30 Days.**

5) NIeT No. : KMC/IGWTP/011/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Renovation of the telescopic type disposal valve and its attached utilities of the clarifier no. 2 under 60 mg) WTP, IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,85,647.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **30 Days.**

6) NIeT No. : KMC/IGWTP/001/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Maintenance of the areas in between SSFB surface drain and covered drainage lines with the premises of dispensary and weigh bridge at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,95,986.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **240 Days.**

7) NIeT No. : KMC/IGWTP/002/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Maintenance of the labour hutment with the common utilities premises along the charland and security watch tower at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,96,218.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **240 Days.**

8) NIeT No. : KMC/IGWTP/003/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Maintenance of the pipeline office with common utilities premises at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,92,452.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **240 Days.**

9) NIeT No. : KMC/IGWTP/004/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Maintenance of the air vent premises of the GRP Lines within the Barricading areas at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,95,369.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **180 Days.**

10) NIeT No. : KMC/IGWTP/005/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Cleaning the areas from PHE Wall to administrative building premises along river at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,96,082.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **180 Days.**

11) NIeT No. : KMC/IGWTP/006/25-26, DT : 02/04/2025 Name of Work : **Maintenance of the hut-quarter premises and common utilities adjacent to Mosque beside Gate No. 2 by cleaning of jungle/scum at IGWTP**; Estimated Amount (Including GST18% & LWC1%) : **Rs. 2,95,872.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **180 Days.** Cost of Tender & Tender Documents : **NIL** (For Sl. No. 1 to 11); Last Date and Time of online submission of Tender : **06.05.2025 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 11). Note : For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for full further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications. If any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (For Sl. No. 1 to 11).

The Dy. C.E. (P&S), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for following work :
NIT No.: KMC/DCE_PS/IV/28/02/2024-25 R1 (2nd Call) Name of Work : **Repairing, renovation of Faiyaz Ahmed Park and Sunflower Park at Canal West Road in Ward-28, BR-IV**; Estimated Cost : **Rs. 4,09,618.26**; Earnest Money : **Rs. 8,200.00**; Period of Completion : **45 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **17.04.2025 - 1p.m.**; The bid forms and other details shall be available on and from : **05.04.2025 - 10a.m.**; The website **https//etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works :
1) NIT No. : KMC/WS/W77-58/T-80/24-25 Name of Work : **Laying of 100 mm dia D.I. Pipe for development of F.W. Supply near Bangal Para, Kani House, Kalu Para in Ward 77**; Estimated Amount : **Rs. 4,23,447.00**; Earnest Money : **Rs. 8,500.00**; Period of Completion : **21 Days.**
2) NIT No. : KMC/WS/W77-59/T-81/24-25 Name of Work : **Laying of 150 mm dia D.I. Pipe for development of F.W. Supply surrounding the area of Kathal para, Misri gally in Ward 77**; Estimated Amount : **Rs. 3,68,694.00**; Earnest Money : **Rs. 7,400.00**; Period of Completion : **15 Days.**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **21.04.2025 at 11:00 a.m./23.04.2025 at 11:00 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2)

07/25-26

ভ্রমণ

ক্যারিবিয়ান ক্রুজে মেক্সিকোর মায়ান পিরামিডে এমন দৃশ্য

মার্থা'স ভিনিয়ার্ড দ্বীপ ও সার্কাসের আলোকচিত্র জাহাজখানা মনে হয় নোঙর তুলছে। সশব্দ সঞ্চালনে সচকিত হয়ে কেবিনের দেওয়ালে হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করি। তারপর টলোমলো পায়ে বসে পড়ি ছোটখাটো কামরার একমাত্র সোফাটিতে। অনুভব করিসামান্য সময়ের ব্যবধানে, বিমূর্ত চিত্রকলায় শোভিত মায়ামি নগরীর সৈকত, আর্ট-ডেকো কেতার স্থাপত্য প্রভৃতি হয়ে পড়বে ভিন দেশের ঝাপসা হয়ে আসা এক সমুদ্রবন্দর। ঘন্টাখানেক হতে চলল, জাহাজের স্টেটরুম নামে পরিচিত কেবিনটিতে সেটল্‌ড্ হওয়ার চেষ্টা করছি। সহযাত্রী শ্যানন মিনিট পনেরো আগে থারমোস ভর্তি গরম জল জুগিয়ে গেছে। কাঁপা হতে তৈরি করেছি চা। পেয়ালা একটি নয়, দুটি। তা থেকে উড়ছে ধোঁয়া, ছড়িয়ে পড়ছে সিলোন টির সুগন্ধ।কথা ছিল, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এসে শ্যাননও শামিল হবে চা-পানে। সে না আসাতে অবাক হই না তেমন। দীর্ঘদিনের পরিচিত এ নারী, যাকে বন্ধু সম্বোধন করতে আমি ভালোবাসি। কথার খেলাফ সে করে না বটে, তবে সময়নিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে তার অনীহা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। ক্যারবিয়ান ক্রুজ নামক এ নৌযাত্রার টিকিট কেনা থেকে কেবিন সিলেকশন অব্দি তাবৎ কিছুতে শ্যানন আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে। অ্যালগরিদমের কলাকৌশলে আমার প্রত্যাশিত বাজেটের চেয়ে বিপুল ছাড়ে সে শুধু ক্রুজের টিকিট কিনে দেয়নি, দরাজ হাতে কমিশনও নিচ্ছে। বিনিময়ে অনলাইনে শোর এক্সকারশন তথামেক্সিকোর ইউকাতান পেনিনসুলা, বেলিজ ও হন্ডুরাসের একাধিক পিরামিডশোভিত মায়ান মন্দির পরিদর্শনের বন্দোবস্তেও হাত লাগিয়েছে। একটু আগে শ্যানন আমাকে শুধু গরম জলের ফ্লাস্কই সরবরাহ করেনি, সাইড টেবিলে ওষুধবিসুধ, সপ্তাহের প্রতিটি দিন চিহ্নিত পিলবক্স, সাপ্লিমেন্টের কৌটা, নিত্যদিনের স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গোছগাছ করে দিয়েছে। নৌভ্রমণে টিকিট কাটা ও ইন্টারনেট বিষয়ক সহায়তা ভিন্ন অন্য সবকিছু শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, তার জব ডেসক্রিপশনের বাইরেও। জাহাজে ওঠা মাত্র প্রথমবার ক্রুজে আসা প্রায় আড়াই হাজার সহযাত্রীর ছোটাছুটিতে এমন ধুন্ধুমার বেঁধেছিল যে কোনোক্রমে আমরা নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছি। ভাবছি, আরও ঘণ্টাখানেক নিরিবিলি কাটিয়ে বাইরে ডেক, রেস্তোরাঁ ও বারগুলোতে কুরুক্ষেত্রপ্রতিম পরিস্থিতি শান্ত হলে পরে জাহাজ দেখতে বেরোব। আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আগেকার ক্রুজে কোনো যাত্রী আমার কামরায় কৃত্রিম কোনো ডিম লুকিয়ে রেখেছে কিনা, তার তালাশ করি। দুয়ার ঠেলে কেবিনে ঢোকে শ্যানন। আমি ম্যাসেজ পোরা কৃত্রিম ডিমের সন্ধান করছি বুঝতে পেরে উপদেশ দেয়, 'ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু সার্চ হার্ড। আগেকার ক্রুজের কোনো প্যাসেঞ্জার হয়তো ফ্লোর ল্যাম্প, এয়ারকন্ডিশনার অথবা সিংকের পেছন দিকের নাট-বল্টু খুলে ডিমটি লুকিয়ে রেখেছে। খুঁজে পাওয়াটা সহজ হবে না।'অনুসন্ধান মুলতবি রেখে আমি তার দিকে তাকাই। বিকিনির ওপর সিল্কের রোব পরে এসেছে। কাঁধে তোয়ালে। বটুয়াতে সানস্ক্রিনের কৌটাও। অর্থাৎ সে সুইমিংপুলের দিকে যাচ্ছে। টুকটাক কথাবার্তা থেকে জানতে পারি, আগেকার যুগে ক্রুজে ডিম খুঁজে পেলে, চিঠিপত্র লেখা যেত। দিন বদল হয়েছে। এমনকি অ্যাপস ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে ওঠছে আন্ডা-পানেওয়ালাদের নেটওয়ার্ক। চোখেমুখে স্কুল মিসট্রেসের অভিব্যক্তি নিয়ে শ্যানন এবার মেলে ধরে জাহাজের একখানা মানচিত্র। তাতে বিরাট এ নৌযানের কোনটা 'বো' বা ফ্রন্ট, আর কোনটা 'স্টার্ন' বা ব্যাক, এমনকি কোথায় স্টারব্রিজ বা জেটিমুখি ডেক প্রভৃতি হাইলাইটারে তীরচিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা। নৌযাত্রার পয়লা দিনে কী কী না করলেই নয়, সে তার একটি তালিকা লেখা চেকলিস্ট হাতে ধরিয়ে দিয়ে চা পান না করেই বেরিয়ে যায় কেবিন থেকে। শ্যাননের আচরণে রীতিমতো বিভ্রান্ত বোধ করি, কারণ বার্তা পোরা অশ্বডিম্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও আমি এমন কোনো অকালকুষ্মাণ্ড নই যে জাহাজের অন্ধিসন্ধি নিজে খুঁজে নিতে পারব না। কিঞ্চিৎ বিরক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসি কেবিনের লাগোয়া চিলতে বেলকনিতে। জাহাজখানা এখনো ভাসছে নদীজলের সংকীর্ণ খাড়িতে। গতি এতো ক্ষীণ যে আগে বাড়ছে না থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলা মুশকিল। সমুদ্রগামী নদীটি বাঁক নিয়েছে সামনে। তাতে ভাসমান দুটি জাহাজের মাঝবরাবর জল কেটে ছুটছে একটি ট্যাগবোট। উড়ছে সবর্ত্র একাধিক সিগাল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শ্যাননের আচরণ নিয়ে ভাবি। ক্যারিবীয় অঞ্চলের সমুদ্র সে ভালোবাসে এবং প্রতিবছর ক্রুজ-বোট চেপে দু-তিনবার করে তার জলে ভাসা চাই। গেল বছর বিশেক ধরে এভাবে সে নৌভ্রমণ করে আসছে। এ রুটের প্রায় প্রতিটি জাহাজই তার চেনা। কখনো ভাড়ার কড়ি জোটাতে না পারলে কোনো না কোনো প্যাসেঞ্জারের নৌযাত্রার জোগাড়যন্ত্র সে করে দেয়। তা থেকে পাওয়া কমিশন দিয়ে রাহাখরচের সংকুলানও করে। তা করুক, তার এক্সপার্টিজের মারফত আমি উপকৃত হচ্ছি। আমার মতো আরও কিছু যাত্রী, যারা নৌযাত্রায় কম্পিউটার তথা ইন্টারনেটভিত্তিক অ্যাপস প্রভৃতি ব্যবহার না করে শ্যাননের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা পাচ্ছে, আমার মতো তারাও তার সহায়তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে। তবে আমার বিভ্রান্তি অন্যত্র। যাত্রার শুরুয়াতে আমি পুরো দুটি দিন বলা চলে তার সান্নিধ্যে কাটিয়েছি মায়ামিতে। প্রচুর সময় দিয়েছে সে, এবং বারবার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একাধিক স্টাডির উল্লেখ করে বলেছে, সিনিয়র সিটিজেনদের দিনযাপনে প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। ক্রুজের মাধ্যমে তারা সমমনা অন্যান্য বয়োবৃদ্ধদের সান্নিধ্যে আসতে পারে অতি সহজে।

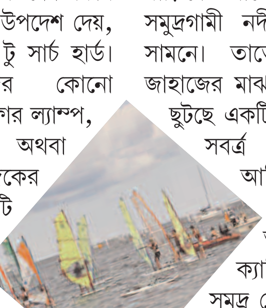

২৫ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'বেপরোয়াভাবে' চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছেন বলে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিযোগ করেছেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর কোরি বুকার। গতকাল মঙ্গলবার তাঁর এ বক্তৃতা সময়ের দিক থেকে প্রায় সাত দশকের রেকর্ড ভেঙেছে। ৫৫ বছর বয়সী নিউ জার্সির আইনপ্রণেতা কোরি স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে বক্তৃতা শুরু করেন। থামেন ২৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর। এ ম্যারাথন বক্তৃতায় তিনি ফেডারেল সরকারের আকার কমাতে (জনবল ও খরচ) যে 'যুদ্ধ' শুরু করেছেন, তা নিয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ধনকুবের ইলন মাস্কের সমালোচনা করেন। ২০১৩ সালে প্রথম সিনেটর নির্বাচিত হওয়া কোরি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরে বেপরোয়া ও অসাংবিধানিক ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। এমনকি এসব তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে।'কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর কোরি বুকার দীর্ঘ বক্তৃতা করে এর আগে সাউথ ক্যারোলাইনার স্বতন্ত্র সিনেটর স্ট্রম থারমন্ডের রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মে নাগরিক অধিকারবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে স্ট্রম থারমন্ড যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটি ছিল ২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটের। যদিও এর মধ্য দিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিল পাস হওয়া আটকাতে পারেননি।

বিলটিতে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের ভোটাধিকারের ফেডারেল সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে ট্রাম্প প্রথম সপ্তাহেই শিক্ষা বিভাগসহ বিভিন্ন ফেডারেল সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেন। বন্ধ করে দেন কংগ্রেসের অনুমোদন দেওয়া বিভিন্ন সরকারি খরচ। তাঁর নীতিমালা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ফেডারেল আদালত গুলোর বাধা সৃষ্টির এখতিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প তাঁর বিতর্কিত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন আরও জোরালো করেন। তাঁকে সমর্থন দিচ্ছে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস। এরই ধারাবাহিকতায় লক্ষাধিক ফেডারেল কর্মীকে ছাঁটাই করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রকে শক্ত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইউরোপের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুল্ক বাড়ালে দেশটির বিরুদ্ধে যাতে 'প্রয়োজনে' পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে লক্ষ্যে এক 'শক্ত পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউরোপ। ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানির ওপর বড় আকারে শুল্ক আরোপ করা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণার আগ দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ইউরোপের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ ধরেই ট্রাম্প আজ ২ এপ্রিলকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'লিবারেশন ডে' হিসেবে প্রচার করে আসছেন।

এদিন নিজ প্রশাসনের শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মসূচি কার্যকর করতে একগুচ্ছ শুল্ক পরিকল্পনা ঘোষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যদিও আজ ট্রাম্প ঠিক কী ঘটাতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে অনিশ্চিত বিশেষজ্ঞরা। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, সমহারে শুল্ক ঘোষণা করতে পারেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে দেশটিতে স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও গাড়ি আমদানির ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন গতকাল এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'ইউরোপ এই দ্বন্দ্ব শুরু করেনি (শুল্ক আরোপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদ)। আমরা আবশ্যকীয়ভাবে প্রতিশোধ নিতে চাই না।

কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার শক্ত পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেটি আমরা ব্যবহার করব।' ট্রাম্প গত রোববার মনে করিয়ে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক আরোপ বিশ্বের প্রতিটি দেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। হোয়াইট হাউসের মতে, বিদেশি দ্রব্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ফলে প্রায় ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার লাভ হবে যুক্তরাষ্ট্রের। ট্রাম্পের ওই বক্তব্যের পরদিন সোমবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, বুধবার (আজ) এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প তাঁর শুল্ক পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন। তবে ঘোষণার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানাননি লেভিট। ভন ডার লিয়েন তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'ইউরোপ সমঝোতা করার জন্য খোলামন নিয়ে আছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা শক্ত অবস্থানে থেকেই এমন সমঝোতায় এগোব।

বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি, আমাদের বাজারের আকারসহ অনেক কার্ডই ইউরোপের রয়েছে।' ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান বলেন, 'প্রয়োজনে কঠোর পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। এটিই আমাদের শক্ত অবস্থানের ভিত্তি। পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার সব উপকরণ আমাদের আছে।'প্রতিশোধ হিসেবে ইউরোপ কী পদক্ষেপ নিতে পারে, সে বিষয়ে ভন ডার বিস্তারিত জানাননি।

অবশ্য, গত মাসেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বিষয়ে ধারণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ওই সময় নৌযান, মোটরবাইকসহ ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের কথা জানায় ইউরোপ। যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি করা পণ্যের এক বড় ক্রেতা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো।

মার্কিন পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, গত বছর ইউরোপ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি করা পণ্যের একক বৃহত্তম বাজার।গত ফেব্রুয়ারিতে ভন ডার লিয়েন যুক্তরাষ্ট্রইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এ দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি ডলার উল্লেখ করে ইউরোপীয় কমিশন প্রধান গতকাল বলেছেন, ১০ লাখ মার্কিনের কর্মসংস্থান ইউরোপযুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। ট্রাম্পের পরিকল্পিত রপ্তানি শুল্ক প্রথমবারের তুলনায় বেশি কড়া হতে পারে।

প্রথম দফায় চীনের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণার হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি। এ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভারত ও জাপানের ওপরও শুল্কের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছেন। এ হুমকিতে জার্মানির ব্যবসায়ীরাও চিন্তায় পড়েছেন।

Name Change
I, Ananda Raha (Old Name) son of Lalit Raha, residing at NEBADHAI,PURBACHAL,DUTTAPUKUR,NORTH 24 PARGANAS,743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ananda Kumar Raha (New Name) as declared before the Ld 1st class judicial magistrate at Kolkata, dated 25/03/2025. Ananda Kumar Raha (New Name) and Ananda Raha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sahabuddin Ahamed on behalf of my minor daughter Najmin Sultana (old name), residing at VILL SONAKUR,PO AMANKANDIA PS HARINGHATA, RANAGHAT- 743249, West Bengal, India, have changed my daughter name and she shall henceforth be known as Nazmin Sultana (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 02/04/2025. Nazmin Sultana (new name) and Najmin Sultana (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,SUMAN VISHWAS (OLD NAME), WIFE OF MAHADEV GAEIN, RESIDING AT METHOPARA, DEBGRAM, NADIA - 741238,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN BISWAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025.THAT SUMAN VISHWAS AND SUMAN BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Md Anis (old name) S/O Md Younus, residing at 99C/H/2/2, Cossipore Road, Cossipore, Kolkata-700002, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Anish (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Md Anish (new name) and Md Anis (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, HITHERTO KNOWN AS SHANKARI MAJUMDAR (OLD NAME) W/O KAJAL MAJUMDER R/O VILL JHAUTALA BHALUKA POST JOANIA BHALUKA NADIA WEST BENGAL PIN 741317 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HERE AFTER BE KNOWN AS SANKARI MAJUMDER (NEW NAME) BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR NADIA ON 28-3-2025. SHANKARI MAJUMDAR AND SANKARI MAJUMDER BOTH ARE SAME PERSON.

Name Change
I, BISWAJIT DHALI resident of Vill.-Dogachia, P.O.-Dogachia Monmohanpur, P.S.-Gaighata, Pin-743245, Dist.-North 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name AMULYA DHALI instead of AMULYA KUMAR DHALI, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Bongaon, North 24 Parganas on 28/03/2025. AMULYA DHALI and AMULYA KUMAR DHALI both are same and one identical person.

Name Change
I, Ramjan Ali Mondal S/o Lt. Anowar Mondal resident of Vill.-Khagradanga, P.O.-Duttapulia, P.S.-Gangnapur, Dist. Nadia, Pin-743245, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RAMJAN ALI MONDAL instead of MAHIBUL HOSSEN MONDAL and my father's actual name Lt. ANOWAR MONDAL instead of Md. Anowar Hossen Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Ranaghat, Nadia on 25/03/2025. MAHIBUL HOSSEN MONDAL S/o Md. Anowar Hossen Mondal and Ramjan Ali Mondal S/o Lt. Anowar Mondal both are same and one identical person.

ইঁদুর মারার সিমুই খেয়ে অসুস্থ চার শিশু ঢোলায়

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ এপ্রিলঃ ইঁদুর মারতে সিমুইয়ে বিষ,আর তা খেয়ে চরম অবস্থা ৪ শিশুর ঢোলা থানা এলাকার মেহেরপুরে। ইঁদুর মারতে সিমুইয়ে বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন। সেই সিমুই খেয়ে অসুস্থ চার শিশু। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলা থানা এলাকার মেহেরপুরের ঘটনা। এলাকার পাইক বাড়িতে ইঁদুরের বড্ড উৎপাত। সেই উপদ্রব থেকে বাঁচতে বাড়ির এক সদস্য সিমুইয়ের মধ্যে ইঁদুর মারার বিষমাখিয়ে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে রাখেন। এ দিকে ঘরে সিমুই পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে খেয়ে নেয় ওই চার শিশু।স্থানীয় সূত্রে খবর, পাইক বাড়িতে ইঁদুরের বড্ড উৎপাত হয়েছে। তাই ইঁদুর মারার জন্য দোকান থেকে সিমুই কিনে এনে তা বিষ মাখিয়ে দিয়ে রেখে ছিলেন বাড়িরই এক সদস্য।বুধবার সকালে সেই সিমুইপাইক পরিবারের দুই শিশু ও প্রতিবেশী হালদার পরিবারে দুই শিশু খায়। আর তা খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে চার জন। তড়িঘড়ি করে তাদের গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই চার জনের বয়স পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে। সকলেরই শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক থাকায় স্থানান্তরিত করা হয় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে। অসুস্থ এক শিশুর আত্মীয় বলেন, সিমুইয়ের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে ইঁদুরের জন্য রেখে দিয়েছিল। এ দিকে বিড়াল খাওয়ায় তা বাইরে ফেলে দেয়। একটা বাচ্চা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেটা চার জন মিলে খেয়েছে। তার পরই এই অবস্থা। স্থানীয়রা বলেন, এই সব ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সতর্ক থাকা উচিত। এমন জায়গায় বিষ মাখানো খাবার রাখা উচিত ছিল, যার ধারে কাছে কোন ও ভাবেই শিশুরা না যেতে পারে।

Name Change
I, Mohammad Hafij (old name) S/O Mohammed Habib, residing at 22/3H/2, Kabitirtha Sarani, P.O.- Khidderpore, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Hafiz (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Mohammed Hafiz (new name) and Mohammad Hafij (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Margina Beebi (old name) W/O Mir Firoj ALi, residing at Ranisai Ramnagar Purba Medinipur, Pin-721446, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Marjina Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Marjina Bibi (new name) and Margina Beebi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Saavni Shivani (old name) W/O Sachin Shivani, residing at C-1002, Rosewood Apartment Sirsi Road, Jaipur- 302012, Rajasthan, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saavni Sachin Shivani (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Saavni Sachin Shivani (new name) and Saavni Shivani (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Radha Rani Karmakar (old name) W/O Partha Sarathi Karmakar, residing at K-42/1302 Sparsh SP- Shukhobrishti, Rajarhat, P.S.- New Town, North 24 Parganas, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Radharani Duttakarmakar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Radharani Duttakarmakar (new name) and Radha Rani Karmakar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Asish Biswas (old name) S/O Mahadev Biswas, residing at 12/1A/128, Chowbaga Road, Bidhan Nagar, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashish Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/04/2025. Ashish Biswas (new name) and Asish Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Ali Box (Old Name) S/O–Mohammad Sk resident of Vill-Elahiganj, Po-Dahapara, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742104 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ali Box to Mahammad Ali Box Sk and hencefort I shall be known as Mahammad Ali Box Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Mahammad Ali Box Sk & Md Ali Box both are same and one identical person.

Name Change
I, Monirul Mallick (Old Name) S/O- Goni Mallick residing at Radhanagar Colony, Nakashipara, Nadia, 741126 do hereby decrale that I have changed my name from Monirul Mallick to Manirul Mallick and hencefort I shall be known as Manirul Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Manirul Mallick & Monirul Mallick both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ekramul Haque (Old Name) S/O– Md Amir Husain resident of Vill-Krishnapur, Po-Bahadurpur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ekramul Haque to Md Ekramul Haque Ansari and hencefort I shall be known as Md Ekramul Haque Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Md Ekramul Haque Ansari & Md Ekramul Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ekramul Haque Ansari , my father's (Old Name) Late- Md Amir Hussain S/O– Late-Year Mohammad resident of Vill-Krishnapur, Po-Bahadurpur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my father's name from Late- Md Amir Hussain to Late- Md Amir Husain and hencefort my father's name shall be known as Late- Md Amir Husain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . my father's name Late- Md Amir Husain (new Name) & (Old Name) Late- Md Amir Hussain both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Wajed Mandal (Old Name) S/O– Late Iunus Ali Mondal resident of Piprapuri, Aminabad, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Wajed Mandal to Oajed Ali Mondal and hencefort I shall be known as Oajed Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Oajed Ali Mondal & Abdul Wajed Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Bibi Suratun (Old Name) W/O– Abul Hossain Dhabak resident of Vill-Kaya, Po-Momjon, Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Bibi Suratun to Suratan Bibi Dhabak and hencefort I shall be known as Suratan Bibi Dhabak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Suratan Bibi Dhabak & Bibi Suratun both are same and one identical person.

Name Change
I,Subrta Mardi (Old Name) S/O–Sasthi Mardi resident of Vill-Ugra Paschimpara, Po-Jibanti, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Subrta Mardi to Subrata Mardi and hencefort I shall be known as Subrata Mardi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/04/2025 . My name Subrata Mardi & Subrta Mardi both are same and one identical person.

Name Change
I, RFIJA KHATOON (Old Name) W/O SK ISRAIL SARKAR Residing at Chelua Kalachara, P.O.-Kalachara, P.S.-Dhaniakhali District - Hooghly, Pin - 712405, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAFIJA BEGUM (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly vide affidavit no 8525 Dated 17-12-2024. RFIJA KHATOON (Old Name) and RAFIJA BEGUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Santu Ray S/o Samir Roy Residing at Vill - Briddhapalla, P.o - Bairampur, P.s - Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin- 743262 West Bengal India shall henceforth be known as Santu Roy. I declare that Santu Ray and Santu Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, Samir Kumar Ray S/o Late Satish Chandra Roy Residing at Vill - Briddhapalla, P.o - Bairampur, P.s - Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin- 743262 West Bengal India shall henceforth be known as Samir Roy. I declare that Samir Kumar Ray and Samir Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, Kakali Dasgupta, daughter of Late Premtosh Dasgupta, residing at 4B, Naba Basu Lane, Kolkata – 700085, do hereby declare that Kakali Dasgupta, Kakli Dasgupta and Kakali Dasgupta Chowdhury is the same and one identical person vide affidavit no. 3048 dt. 29.03.2025 sworn before Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Sealdah Court. I was born in Kolkata and my date of birth is 12.07.1971.

নাম পরিবর্তন
আমি Joytish Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Late Ananta Biswas ঠিকানা Vill - Boaldaha, P.o - Boaldaha, P.s - Bongaon, District- 24 Pgs(N), Pin- 743235 West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 30-01-2025 এর Affidavit no 1133 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jyotish Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jyotish Biswas (নতুন নাম) ও Joytish Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Ratankumar Pal, Ratan Kumar Pal (পুরাতন নাম) পিতা Maniram Pal ঠিকানা 13, Nehru Colony, Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 02-04-2025 এর Affidavit no 54/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ratan Kumar Paul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ratan Kumar Paul (নতুন নাম) ও Ratankumar Pal, Ratan Kumar Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Jhon Liton Gomes S/o Pradip Gomes Residing at Rishi Bankim Nagar, P.o - Baruipur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal India shall henceforth be known as John Liton Gomes. I declare that Jhon Liton Gomes and John Liton Gomes is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, Shiwan Srivastav S/o Yogendr Prasad Srnastva Residing at P.B Ghat Road Agarpara, Panihati, Kamarhati, Barrackpore, North 24 Parganas - 700058 West Bengal India shall henceforth be known as Shiwam Srivastava. I declare that Shiwan Srivastav and Shiwam Srivastava is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, ANIL KUMAR CHOUDHARY (Old Name) S/O Late SATYA NARAYAN CHOUDHARY Residing at BL 116, Saltlake Sector-2, P.S.-Bidhannagar East, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANIL CHOUDHARY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2025. ANIL KUMAR CHOUDHARY (Old Name) and ANIL CHOUDHARY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, RFIJA KHATOON (Old Name) W/O SK ISRAIL SARKAR Residing at Chelua Kalachara, P.O.-Kalachara, P.S.-Dhaniakhali District - Hooghly, Pin - 712405, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAFIJA BEGUM (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly vide affidavit no 8525 Dated 17-12-2024. RFIJA KHATOON (Old Name) and RAFIJA BEGUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jhon Liton Gomes S/o Pradip Gomes Residing at Rishi Bankim Nagar, P.o - Baruipur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal India shall henceforth be known as John Liton Gomes. I declare that Jhon Liton Gomes and John Liton Gomes is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, Shiwan Srivastav S/o Yogendr Prasad Srnastva Residing at P.B Ghat Road Agarpara, Panihati, Kamarhati, Barrackpore, North 24 Parganas - 700058 West Bengal India shall henceforth be known as Shiwam Srivastava. I declare that Shiwan Srivastav and Shiwam Srivastava is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-04-2025.

Name Change
I, ANIL KUMAR CHOUDHARY (Old Name) S/O Late SATYA NARAYAN CHOUDHARY Residing at BL 116, Saltlake Sector-2, P.S.-Bidhannagar East, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANIL CHOUDHARY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2025. ANIL KUMAR CHOUDHARY (Old Name) and ANIL CHOUDHARY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md. Abdul Hamid Purkait (Old Name), S/o :- Abdul Gani Purkait residing at Vill. & P.O :- Kumarhat, P.S. :- Baruipur, Dist.:- South 24 Parganas, Pin:- 743387, West Bengal have changed my name which has been recorded in my daughter's (Magida Khatun) Madhyamik Admit Card (issued by West Bengal Board of Secondary Education, Roll:C2682, No.:0129); and shall henceforth be known as Abdul Hamid Purkait (New Name) as declared before the Notary Public at Baruipur, South 24 parganas vide affidavit Dated: 2nd April 2025. Md. Abdul Hamid Purkait (Old Name) and Abdul Hamid Purkait (New Name) both are same and identical person

Name Change
I, Hiskul Sk (Old name) S/O-Yasin sk, Resident at, Baran pathan para, Po & Ps-Baran, Dist-Murshidabad,742132, I have changed my name to Hasikul Sk (New name) I shall be known as Hasikul Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/04/2025 Hasikul Sk and Hiskul Sk same and one identical person.

Name Change
I, Rina Agarwal (old name) W/O Raj Kumar Agarwal, residing at 601 Mangaldeep 6/1A Moira Street, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Reena Agarwal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Reena Agarwal (new name) and Rina Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Om Prakesh Singh (old name) S/O Late Dharamnath Singh, residing at 7, GURUDAS DUTTA, GARDEN LANE, ULTADANGA MAIN ROAD, PS-ULTADANGA, KOLKATA- 700067, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Omprakash Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Omprakash Singh (new name) and Om Prakesh Singh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, ALOK KEDIA (OLD NAME), SON OF LATE SHYAM SUNDAR KEDIA, RESIDING AT ASHA GARDENS, BLOCK - C,FLAT - 5C,5TH FLOOR, SAMARPALLY, KRISHNAPUR, NORTH 24 PARGANAS - 700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOK KUMAR KEDIA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/03/2025.THAT ALOK KEDIA AND ALOK KUMAR KEDIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ILIAS KAZI (OLD NAME) S/O ISLAM KAJI,RESIDING AT VILL-SHUNIA,PO-KOYAR,PS-KHANDAGHOSH,DIST-PURBA BARDDHAMAN, PIN-713423, WEST BENGAL ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ILIYAS KAJI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2025.ILIAS KAZI (OLD NAME) AND ILIYAS KAJI(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,KAZI ISLAM (OLD NAME) S/O LATE SAMSER ALAM KAJI, RESIDING AT VILL-SHUNIA, PO-KOYAR, PS-KHANDAGHOSH, DIST-PURBA BARDDHAMAN, PIN-713423,WEST BENGAL , INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISLAM KAJI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2025.KAZI ISLAM (OLD NAME) AND ISLAM KAJI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ASHIM BANERJEE & ASIM KUMAR BANERJEE (OLD NAME) S/O BISHUNUPADA BANERJEE RESIDING AT GOPALMATH NIRVANA EXOTIKA, A/9,NEAR SHIV SHAKTI DHAM, DURGAPUR,DIST-PASCHIM BURDWAN,PIN-713217,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIM BANERJEE (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.ASHIM BANERJEE AND ASIM KUMAR BANERJEE (OLD NAME) AND ASIM BANERJEE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SHANKER LAL SHARMA (OLD NAME) S/O LATE GOVIND RAM SHARMA,RESIDING AT BAZAR PARA,TILDA,PO-NEORA, DIST-RAIPUR,CHHATISGARH,PIN-493114, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR LAL SHARMA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2025. SHANKER LAL SHARMA (OLD NAME) AND SHANKAR LAL SHARMA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MADHU (OLD NAME) W/O SURANDER KUMAR RESIDING AT 347/20, SAINIPURA,PS-ROHTAK, DIST-ROHTAK, PIN-124001, HARYANA, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHU SAINI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025. MADHU (OLD NAME) AND MADHU SAINI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SURENDER (OLD NAME) S/O LATE RADHA KISHAN RESIDING AT 347/20, SAINIPURA MOHALLA, WARD NO.20, PS-ROHTAK, DIST-ROHTAK,PIN-124001, HARYANA,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURANDER KUMAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025. SURENDER (OLD NAME) AND SURANDER KUMAR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজে নেই গতি দিনহাটা স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মহকুমা দিনহাটা। আর এই মহকুমার শহরের দিনহাটা রেল স্টেশন নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায়। কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পের আওতাধীন করে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল রেল স্টেশনে। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট স্টেশনের পুনঃনির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এখানেই শেষ নয়। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর হতে চললেও কাজের কোন গতি দেখছেন না স্থানীয়রা। ধীর গতিতে কাজ চলার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। দিনাহাটা শহরের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বর্তমান সময়ে মাত্র একটি দূরপাল্লার ট্রেন থামে এই স্টেশনে। স্টেশনের উন্নতি হলে কয়েকটি ট্রেন বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া শহরের রেল স্টেশনের উন্নতি ঘটলে বহু মানুষের উপকার হবে। তবে কাজের গতি একেবারে নেই বললেই চলে। ফলে স্টেশন চত্বরের সামনে পড়ে রয়েছে নির্মাণ সামগ্রী। স্টেশনের ভেতরে অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে বেশ কিছু জায়গা। এই কারণেই এখনও ট্রেন সংখ্যা বাড়ানো হয়নি এই স্টেশনে। এছাড়া সমস্যা রয়েছে পার্কিংয়ের জায়গা নিয়েও। তাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্টেশনে আসা বহু মানুষের। দিনহাটা শহরের আরেক বাসিন্দা জানান, ট্রেন বাড়ানোর কথা শোনা গিয়েছিল কাজ শুরুর সময়। তবে কাজের গতি নেই, তাই ঢিলে গতিতে কাজ হচ্ছে। ফলে কাজ শেষ না হওয়ার কারণে ট্রেন সংখ্যা এখনও বাড়ানো হয়নি। এছাড়া স্থানীয় এক টোটো চালক জানালেন, স্টেশনে ট্রেন সংখ্যা কম থাকায় যাত্রী সংখ্যা কম হচ্ছে। তাই ভাড়াও কম হচ্ছে। এছাড়া পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত জায়গা নেই। বেশিরভাগ জায়গায় নির্মাণ সামগ্রী পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফলে অনেকটাই সমস্যা পড়তে হচ্ছে স্টেশনে আসা যান চালকদের। কোচবিহার জেলার এই মহকুমা স্টেশনকে এত সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে। জেলার এই একমাত্র স্টেশন যেটিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তবে যদি কাজের গতি না আনা হয়। তবে এই কাজ শেষ হতে আরও অনেকটা সময় লাগবে। আর ততদিন পর্যন্ত নিত্যযাত্রীদের এবং স্থানীয় মানুষদের সমস্যা লেগেই থাকবে এই স্টেশনকে ঘিরে। তাই সরকারি ভাবে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন দিনহাটার স্থানীয় বাসিন্দারা।

চৈত্র মাসেই শুরু হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নতুন বছর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল ঃ চৈত্র মাসেই শুরু হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নতুন বছর। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সেজে ওঠে সাদরিভাষী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়ি। আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো। সাদরিভাষীদের পৃথক ক্যালেন্ডার রয়েছে। সে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হোলির দিন থেকে ২০৮২ নয়া সালের সূচনা হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে কালচিনির ময়দানে চলছে 'মিলন সমারোহ'। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানা যায়, হোলি উৎসবের দিন থেকে তাঁদের নববর্ষের সূচনা হয়েছে। ওই দিন এই সম্প্রদায়ের সব মানুষ নিজের বাড়িতে পুজোর আয়োজন করেছিল। এই উৎসব শুরু হয়েছে কল্যাণী পুজোর মধ্যে দিয়ে যার জন্য একটি বেদি তৈরি করা হয়। এরপর ওই বেদিতে করম ডাল রোপন করা হয়। করম গাছের ডাল সহ মোট পাঁচটি গাছ পুজো করা হয়। এরপর পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুজো করা হয়। অনুষ্ঠানে নাচ, গানের আয়োজন হয়েছে। আয়োজক কমিটির সভাপতি ওমদাস লোহারা জানান, আদিবাসী প্রথা মেনে এই সমারোহ দশ বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে। এবারেও নতুন বছরকে পুজোর মধ্য দিয়ে বরণ করা হল।

নদীর জল খেয়ে বেঁচে আছেন সোনালি চা-বাগানের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২ এপ্রিল ঃ শীত কিংবা গরম- সারা বছরই পানীয় জলের সমস্যায় সোনালি চা-বাগানের মানুষজন। একদিকে বন্ধ এই সোনালি চা-বাগান, এর উপর পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার এখানকার বাসিন্দারা। সরকারিভাবে এখনও এই গ্রামের মানুষেরা পানীয় জল পাননি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে নদীর জল খেয়ে বেঁচে আছেন সোনালি চা-বাগানের বাসিন্দারা। মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা নদী-সংলগ্ন এলাকায় এই সোনালি চা-বাগান। গত দেড় বছর আগে এই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়, তারপর থেকেই বন্ধ রয়েছে বাগান। তাই কোনও রকমে চলছে এখানকার শ্রমিকদের জীবনযাপন। তবে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের। শ্রমিকদের দাবি, যখন থেকে তাঁরা এখানে এসেছেন তখন থেকেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এই এলাকায়। বহুবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দফতরে জানিয়েও পানীয় জলের ব্যবস্থার কোনও সুরাহা হয়নি। চা- বাগানে শ্রমিকদের বক্তব্য, বহু আবেদন- নিবেদন করে ২০২৩ সালে লিস লিবার চা-বাগান এলাকায় একটি জলের রিজার্ভয়ার তৈরি করে রাজ্য সরকার। সেই সময় শ্রমিকদের আশা ছিল, এর জল তাঁদের গ্রামে পৌঁছে যাবে। সেই হিসেবে পাইপলাইনে বসানোও হয়েছে। কিন্তু এতদিন পরও সেই পাইপ দিয়ে জল আসেনি। স্থানীয় মন্ত্রী থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত, সব জায়গায় জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে নদীর জল খেয়েই কোনও ভাবে বেঁচে আছেন এই চা বাগানের শ্রমিকেরা। মহিলা চা-শ্রমিকদের বক্তব্য, সকাল হলেই তাঁদের মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ছুটতে হয় নদীর ঝোরায়। বহু কষ্টে সেখান থেকে জল এনেই আমরা খেয়ে থাকি। এতে পেটের অসুখ-বিসুখ হয়, কিন্তু কোনও উপায় না থাকায় এই জলই খেতে হয় আমাদের। কেউ কেউ বলছেন, পেটের রোগ থেকে বাঁচতে মাঝে মাঝে জল কিনেও খেতে হচ্ছে। আদৌ কি আমাদের গ্রামে পানীয় জল কোনদিন আসবে? এটাই এখন শ্রমিকদের মধ্যে বড় প্রশ্ন। এই ব্যাপারে মালবাজারের বিধায়ক তথা আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে গেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে সমস্ত চা-বাগান এবং গ্রামগঞ্জে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে সোনালি চা-বাগানে পানীয় জলের সমস্যা আমার জানা নেই। যদি সেই বাগানে পানীয় জলের সমস্যা থাকে, তবে দ্রুত তার সমাধান করা হবে।

নন্দীগ্রামে ৪ বিঘা জমিতে তৈরি হচ্ছে রামমন্দির, কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২ এপ্রিল ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে, নন্দীগ্রামে ৪ বিঘা জমির উপর নির্মিত হতে চলেছে একটি রাম মন্দির। এই মাসের ৬ তারিখে ওই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার এই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে, রাজ্য জুড়ে সনাতন হিন্দুদের অনুদানে ৪ বিঘা (১.৫ একর) জমির উপর মন্দিরটি নির্মিত হবে। বিজেপি নেতারা ঘোষণা করেছেন যে ৬ এপ্রিল সকাল ১০ টায় মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন, তখন হাসপাতাল তৈরির জন্য খুব কম দামে এই জমি কেনা হয়েছিল। তৃণমূল নেতারা বলেছেন, কর্মকর্তারা চাইলে মন্দিরটি তৈরি করতে পারেন। কিন্তু এর সাথে সাথে একটি হাসপাতালও তৈরি করা উচিত। বিজেপি এবং মন্দির নির্মাণ সমর্থকরা বলেছেন যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। হাসপাতাল নির্মাণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। নন্দীগ্রামে ইতিমধ্যেই একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, মন্দিরের সঙ্গে একটি অতিথিশালা এবং একটি আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রও নির্মিত হচ্ছে। ২৬ এর নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এই বিষয়টিকে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করছে। তৃণমূল নেতা সেখ সুফিয়ান বলেন, যে জমিতে রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে সেই জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। রাম মন্দির হোক। কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ওই জমি একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এমপি ল্যাডের টাকায় ওই জমি কেনা হয়েছিল। রাম মন্দির হোক। কিন্তু তা অন্য জায়গায় হোক। কোনও আপত্তি নেই। যে জায়গায় হাসপাতাল তৈরির কথা ছিল সেখানে মন্দির হওয়া ঠিক নয়। এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে, ৬ এপ্রিল নন্দীগ্রাম সোনাচূড়ায় চার বিঘা জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। সকাল ৯.৩০ টার মধ্যে সকলকে পৌঁছাতে হবে। শুভেন্দু বলেন। সকাল ১০ টায় ভূমিপূজন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই মন্দিরটি কোনও সরকারি অর্থ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে না, বরং সনাতন হিন্দুদের অনুদানে তৈরি করা হচ্ছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে কন্টেনারবাহী একটি ট্রেলারের ধাক্কায় গত রাতে এক নাবালক-সহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত নতুন ডাক বাংলো- জামিয়া কাটান এলাকায় ঘটেছে। এই ঘটনার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ তুলতে এসে পুলিশকেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। জানা গিয়েছে, জামিয়া কাটান এলাকায় একটি মোটরবাইকে চেপে চার জন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় ফরাক্কার দিকে যাওয়া একটি কন্টেনার গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে ওই বাইককে ধাক্কা মারে, দুর্ঘটনায় তিন জন যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, এক নাবালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন - এজাজ শেখ, তৌহিদ শেখ, জাহুল শেখ এবং আসিফ শেখ। সকলের বাড়ি ফরাক্কার উত্তর মহাদেবনগর এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের তোলা আদায় থেকে বাঁচতে দ্রুত গতিতে কন্টেইনারটি পালাচ্ছিল, সেই সময় ধাক্কা মারে বাইকে। দুর্ঘটনার পর সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার করতে এলে আশপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর বাসিন্দা এসে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশের ঊর্ধতন কর্তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

যাতায়াতের জন্য লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৫ বন্ধ কামপুর স্টেশনে নতুন রোড অভার ব্রিজ চালু

মালিগাঁও, ২ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটি - লামডিং সেকশনের কামপুর স্টেশনে লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৫ প্রতিস্থাপন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) ব্রিজ নং. ১১৪এ-এর নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৫-এর পরিবর্তে আরওবি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সড়ক যাতায়াতের যানজটের পাশাপাশি গুয়াহাটি - লামডিং সেকশনে সম্প্রতি সম্পূর্ণ ডাবল লাইনের জন্য ট্রেন চলাচলের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যক হয়েছে। প্রকল্পটি আনুমানিক ৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়। নবনির্মিত আরওবি অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বারা ৩০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয় এবং এখন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এলসি গেট নং. এসটি-৩৫ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে, যেখানে ট্র্যাফিক ভেহিকেল

ইউনিট (টিভিইউ) ৬.৭০ লক্ষ ছিল, যার ফলে এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা দূর হয়েছে এবং ট্রেন চলাচলকে আরও সুরক্ষিত করেছে। আরওবিটির মোট দৈর্ঘ্য ৮০৩ মিটার, যার মধ্যে ৫০৫ মিটার ভায়াডাক্ট-এর দৈর্ঘ্য এবং ৪২ মিটারের একটি বো-স্ট্রিং গার্ডার রয়েছে। ৭.৫ মিটার প্রস্থের সাথে এই আরওবি যানবাহনের সুগম চলাচল নিশ্চিত করবে। এই অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো স্থানীয় যাত্রীদের জন্য বাধাহীন সড়ক সংযোগ প্রদান করবে, যা দ্রুত এবং সুরক্ষিত চলাচল সক্ষম করবে। অতিরিক্তভাবে, ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং বন্ধ করার ফলে রেলের নিরাপত্তা বাড়াবে, বিলম্ব কমে যাবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন চলাচলের সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র অঞ্চলে বাধাহীন পরিবহন, যাত্রীদের সুবিধা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই এই আরওবি চালু হওয়ার ফলে নগাঁও এবং কার্বি আংলং জেলার বাসিন্দারা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবেন।

বাসের ধাক্কায় হাত খসে পড়ল রাস্তায়, চালক পলাতক

দেবাশিস কংশবণিক, চাপড়া, ২ এপ্রিল ঃ গরমের হাত থেকে বাঁচতে চলন্ত বাসের জানালার বাইরে হাত রেখেছিলেন দুই আরোহী । সেই সময় অপর একটি বাসের ধাক্কায় ক্ষতবিক্ষত হল বৃদ্ধ সহ দুই আরোহীর হাত। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার চাপড়া থানার সীমানগর বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে। ঘটনায় আহত বৃদ্ধ সহ দুজনের নাম অসিত দাস (৫০)। পেশায় ঘটক। অপর আহতের নাম সনাতন হালদার (৬৫)। তিনি পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার কৃষ্ণনগর থেকে একটি বেসরকারি বাসে হৃদয়পুরের দিকে যাচ্ছিলেন আহত দুজন। প্রথম জনের যাওয়ার কথা ছিল ডোমপুকুরে এবং অপরজনের গন্তব্য শোনপুকুরে। জানা যায়, বাসটি চাপড়া বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ানোর কথা থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত জানলা দিয়ে বৃদ্ধ সহ দুজন একটি করে হাত বের করে রাখায় উল্টোদিক থেকে আসা কৃষ্ণনগরগামী বাসের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে ওই দুজনের। চলন্ত বাসের ধাক্কায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় বৃদ্ধ সহ ২ আরোহীর একটি করে হাত । একজনের হাত ঘটনাস্থলেই একজনের শরীর থেকে হাত খসে রাস্তায় পড়ে যায়। অপরজনের হাত শরীর থেকে ঝুলতে থাকে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর জখম বৃদ্ধ সহ দুজনকে তড়িঘড়ি অন্য একটি বাসে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা সংঙ্কটজনক হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার পরেই চালক সহ ঘাতক বাসটি ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গড়ার শপথ অন্ডালের মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল ঃ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণ। বিস্কুটের প্যাকেট, চায়ের কাপ থেকে শুরু করে প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে প্লাস্টিকের আধিপত্য। প্লাস্টিক বর্জ্যে নালা-জলাশয় ভরছে, সমুদ্র দুষিত হচ্ছে, এমনকি ভূগর্ভস্থ জলস্তরেও প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে প্লাস্টিক বর্জন ও সচেতনতা প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকের কাজোড়া গ্রামে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়ার শপথ নিলেন প্রায় ৫০০ মহিলা। পাড়ায় পাড়ায়, হাটে বাজারে তাঁরা প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে পশ্চিম বর্ধমানে ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্ডাল বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত বলেন, পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আরামবাগ পুরসভার এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে অনিশ্চয়তা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ এপ্রিল ঃ বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছেন স্বয়ং চেয়ারম্যান। জমি জটেই আটকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ভবিষ্যত। আরামবাগ পুরসভার এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডই বিশ বাঁও জলে। ফলে, গোটা পুরসভার ১৯ টি ওয়ার্ডের যাবতীয় আবর্জনা, জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে একেবারে নদীগর্ভে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বিরোধী দলের নেতারা। শাসক দলের লোকজনের মধ্যেও কোনও সমন্বয় নেই। তাই বার বার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি দেখতে হাজির হলেই, এলাকার বাসিন্দা ও চাষিদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে প্রশাসনকে। পুরসভা বলছে, তাদের নিজস্ব জমি আছে। সেখানে দলেরই কিছু কিছু লোক উস্কানিমূলক কথা বলে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা তাই বাধ্য হয়ে পুলিশকে বিষয়টি দেখতে বলেছে। আরামবাগ শহরের সমস্ত ওয়ার্ডের জঞ্জাল, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির আবর্জনা ফেলা হচ্ছে আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদে, রামকৃষ্ণ সেতুর নীচে। আরামবাগম পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড আপাতত এই এলাকাটিই। অথচ দক্ষিণবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোগকারী সেতু এই রামকৃষ্ণ ব্রিজ। এই সেতু দিয়েই নিত্য দিন দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরামবাগ শহরের। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরেই পুরসভা এখানেই আবর্জনা ফেলে। আবর্জনা থেকে যে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাতে প্রায় সময়েই আগুন জ্বলে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা- সহ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটিও। বন্যার সময়ে দ্বারকেশ্বরের জল বাড়লে, এই সব ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনা জলের স্রোতে ভেসে যায়। নদীর জলে পড়ে এই সব আবর্জনা, দূষিত হয়ে যায় নদীর জলও। নদী তীরবর্তী বহু গ্রামের মানুষ নদীর জল ব্যবহার করেন। কিন্তু জল দূষিত হওয়ায়, তাঁরাও আর সেই জল ব্যবহার করতে পারছেন না। ব্যবহার করলেও তা থেকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য বেশ কয়েক বার জমি দেখতে এলাকায় হাজির হয়েছিলেন বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে চাষিদের কাছে বাধা পেয়ে ফিরে এসেছেন। লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়েও গিয়েছেন মানুষ। পুরসভার বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিত ঘোষ বলেন, প্রথম কথা হলো, গ্রিন সিটির কোটি কোটি টাকা গেল কোথায়? একটু পাকা রাস্তা, আলো, কিছু গাছ বসিয়ে দিলেই কি গ্রিন সিটি গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল?

সেস -এর উন্নয়ন ও প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ৪১-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ** এসএসই/ডব্লিউ/ফকিরাগ্রাম -এর এখতিয়ারের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজের সাথে গোসাইগাঁও-বসুগাঁও সেকশনে কিমি ২০০/৪ থেকে ২৪২/০ -এর মধ্যে (আপ ও ডাউন) সেসের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ (১০.৩০ কিমি)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৫৩,৫৮,৩৩৯.৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০ টায় এবং খোলা ২১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি শর্মিষ্ঠা দাস স্বামী সান্তনু দাস, মায়ের দেওয়া 6457 / 24 নং দান পত্র দলিল বলে ১ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট জমি গ্রহণ করি। মাতা চিনু দাস স্বামী তপন কৃষ্ণ দাস। ভুলবশত পাপন কৃষ্ণ দাস হয়ে গিয়েছিল দলিলে এবং BL LRO Mutation certificate এ। দলিল নং 2175 / 98 এবং BLLRO Mutation certificate case নং- 827 / 98 চিনু দাস বিনয় সরকারের ওয়ারীশনদের কাছ থেকে 2175 / 98 নং দলিলে জমি ক্রয় করেন। বিনয় সরকার প্রমীর কুমার কুন্ডু এবং রাম প্রসাদ দাস রায়- এর কাছ থেকে 14468 / 85 নং দলিল বলে জমি ক্রয় করেন। রাম প্রসাদ দাস রায় - সমীর দাসের কাছ থেকে 14370 নং দলিল বলে 1983 সালে জমি ক্রয় করেন। প্রমীর কুমার কুন্ডু এবং সমীর দাস দুই জনে 3688 নং দলিল বলে 1983 সালে দেবেন্দ্র নাথ বৈদ্যবাবুর কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। উপরি উক্ত এই সমীর দাসের পক্ষে মৌক্ষিক আমমোক্তার হলেন জগদীশ চন্দ্র কুন্ডু পিতা মৃত সানন্দ কুন্ডু। এবং রাম প্রসাদ দাস রায়ের পক্ষে আমমোক্তার - প্রমীর কুমার কুন্ডু পাওয়ার দলিল নং 406 / 1984 মৌজা - চকগনিয়া গাছি। জে. এল - 24. দাগ নং- 17 / 43 পরিমান- ১ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট। আমি B.L.& L.R.O office এ L.R. দৃষ্টে Record করতে চাই। কারো কোন আপত্তি থাকলে জানাবেন , ঠিকানা 5 NO. S. N. Banerjee R. D. , K. M. C. Building. Room No. - 328. writing or mail এ. mail - bllroatm@gmail.com within one month from the advertisement.

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ স্বরুপ পাল, বিশ্বরুপ পাল উভয়ের পিতা বাসুদেব পাল, সর্ব্বসাকিম বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া গত ০৬।০৩।২০২৫ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 200957 / 2025 নং কোবালা দলিল মূলে বাঁকুড়া বাঁশীর নিবাসী দেবদাস পাল পিতা হরিদাস পাল এর নিকট থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বাঁশী মৌজায় (জে.এল-191) 149, 436, 87, 341 নং খতিয়ানভুক্ত হাল 369 নং দাগে 0.0340 একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দাতা দেবদাস পাল গত 29 / 09 / 2016 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 202339 / 16 কোবালা দলিল মূলে ১) উত্তরা পাল ২) সুচিত্রা পাল পিতা -জগদীশ পাল সাকিম, পোঃ ও থানা- হীরাপুর, জেলা- ধানবাদ, রাজ্য- ঝাড়খন্ড ৩) শ্রী রাখহরি পাল ৪) শ্রী সত্যপ্রিয় পাল পিতা রাধাবল্লভ পাল সাকিম বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া ১ থেকে ৪ নং দাতা ও দাত্রী গন বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের 00092 /13 নং রে ঃকৃত ও ৫) ভক্তি বিনোদ পাল পিতা নরোত্তম পাল সাং- পাটপুর পোঃ , থানা ও জেলা- বাঁকুড়া দ্বারা বাঁকুড়ার A.D.S.R অফিসের 00116 /13 নং রে ঃকৃত পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মুলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার বাসুদেব পাল পিতা হরিদাস পাল আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ক্রয় করেন এবং ৬) শ্রীমত্যা মিনতি পাল স্বামী কৃষ্ণদাস পাল সাকিম- বাঁশী, পোঃ-রাজগ্রাম, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া ৭) শ্রীমতী চাঁপা নন্দী (পাল) স্বামী শ্রী সোমনাথ নন্দী ৮) শ্রীমতী পান্না নন্দী (পাল) স্বামী শ্রী দীপান্ত নন্দী সাকিম পাটপুর থানা ও জেলা বাঁকুড়া। ৬ থেকে ৮ নং দাতা ও দাত্রী গন বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের 00076 /15 নং রে ঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ৯) শ্রী সমীর কুমার পাল পিতা কৃষ্ণদাস পাল সাকিম- বাঁশী, পোঃ- রাজগ্রাম, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ক্রয় করেন এবং ১০) শ্রীমত্যা সুমিতা কুন্ডু স্বামী সন্তোষ কুন্ডু সাকিম ও পোঃ- শালবনী, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া ১১) শ্রীমতী মুরতী ধবল স্বামী শ্রী দূর্গাচরন ধবল সাকিম- পাটপুর, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া ১২) শ্রীমতী নমিতা নন্দী স্বামী শ্রী শচীদুলাল নন্দী সাং- মোবারকপুর, পোঃ- সেন্দড়া, জেলা-বাঁকুড়া ১৩) সবিতা কারক স্বামী গনেশ কারক বরকুড়্যা, আঁচুড়ী, জেলা-বাঁকুড়া ১৪) বাসুদেব পাল পিতা হরিদাস পাল সাকিম বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া। ১ থেকে ১০ নং দাতা ও দাত্রী গন দ্বারা উক্ত দাতা দেবদাস পাল পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা এবং ১১ থেকে ১৪ দাতা ও দাত্রী গন হরিদাস পালের ওয়ারিশগণ নিকট উক্ত জমিন ক্রয় করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৫/১৯, তারিখ ০১.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমেঃ **(১) ১০২৫১৮৭৪;** উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ১৫০০ অ্যাম্পস ইত্যাদির ড্রাম টাইপ রির্ভাসার ক্রয়; ₹ ১,৩৭,১৮০। **(২) ১৫২৫৫০১১;** স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় টিকিট বিক্রয় মেশিন (এটিভিএম) সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং চালু করার কাজ ইত্যাদি; ₹ ৫,৩৪,১৬০। **(৩) ২১২৫১৪৬২;** ইন্ডিকেটর অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ₹ ১,২৪,৩৩০। ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য **২১.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৪) ১১২৪১৬৪২এ;** রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি; ₹ ৫,৫৮,৪৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৫) ০৪২৪৫০২০এ;** ড্রয়িং নং আরডিএসও এসকে নং সিআর-৮৩৫ সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার-এ অনুসারে সলিড হুইল ডি ৯২০; ₹ ১,৪৯,৭২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৬) ২০২৫৫০০৪;** অয়েল পাম্প, অয়েল ফিল্টার ইত্যাদি সমেত সম্প্রসারিত ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট-এর মাধ্যমে সরাসরি চালিত এয়ার কমপ্রেশার (মোটর সহ), রেসিপ্রোকেটিং ধরনের, তিনটি সিলিণ্ডার, দুটি স্টেজ, হরাইজন্টাল ধরনের, পাইপ ভেন্টিলেটেড সমেত। ফ্রি এয়ার ডেলিভারি ১০০০ এলপিএম এবং উপরোক্তগুলি ইএমইউ/এমইএমইউ-র জন্য; ₹ ৫,৫১,১৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৭) ২০২৫৫০১১;** ইএমইউ-এর ইলেকট্রো নিউম্যাটিক ব্রেক ইউনিট সম্পূর্ণ। ₹ ৬,০৯,০৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৮) ২০২৫৫০০৮;** নর- ব্রেমসে পার্ট নং ১.১.৫০০১ অনুসারে এয়ার সাপ্লাই ইউনিট বা সমতুল কেবি পার্ট নং ফিল্টার এলিমেন্ট সমেত মেসার্স কেবিআইএল-এর পার্ট নং. ৮০০০.৪.৯২৩.৭২৮.৫ বা এয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ইউনিট অনুযায়ী, ফেভারলি, পার্ট নং এফটি০০৫২ ৪৪১-১০১ অনুসারে, মডেল নং. বিইউআরএএন ১০ মোটর কমপ্রেশার ৬ পোল সমেত এবং এয়ার ড্রায়ার (জিডব্লু ৯৭৫)- ৩ ফেজ - ইএমইউ রেক তৎসহ সাম্প্রতিকতম পরিমার্জন/পরিবর্তন যদি কিছু থাকে। ₹ ৫,৯৬,৫৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য** ঃ ক্র. নং. ১ থেকে ৮ পর্যন্ত ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-01/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং মণ্ডলে ওয়াগনের সম্পূর্ণ মেরামত

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. মেক-এলএমজি-ইটি-২২-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ গুয়াহাটি স্থিত ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ইহার সমস্ত বিকল্প সহিত বিসিএন/বিসিএন এইচএল/ বিওএক্সএন/বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনসমূহের বোডি, ফ্লোর এবং বডির দর্জা এবং দর্জার সম্পূর্ণ মেরামত (ডোর অ্যাসেমব্লি ফিটম্যান্ট সহিত)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৬৫,৯০,৭৯৬.৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৩,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৪-২০২৫** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: **1. Temporary IT works for inauguration of New Court Building at Sadar Court Complex,Purulia by Hon'ble Chief Justice, High Court at Calcutta West Bengal on 05.04.2025.**
SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ- 01 of 2025-26.** Last date of submission of Quotation: **04.04.2025 up to 10.00AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল মনবোধ গোস্বামী পিতা শীতল গোস্বামী ধলডাঙ্গা, জগদল্লা, বাঁকুড়া ০৩।০৯।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ৫৪২৯ / ২৪ নং কোবালা দলিল মূলে অদ্বৈত পাল পিতা শিবু পাল ওরফে শিবদাস পাল বাঁশি, রাজগ্রাম বাঁকুড়া। উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার বাঁকুড়া, কালপাথর এর নিবাসী রাহুল বাগ পিতা মহাদেব বাগ এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ১৩৮৮ / ২০ নং আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দধিমুখা মৌজায় (জে.এল নং-১৮৯) ১৩২৩ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৯১, ৯২,৯৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৮, ১৫৯ নং দাগে ৮.৭০ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

ABRIDGED
TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat, Farakka Murshidabad
invites Tender NIeT No-01/ BEWA-I GP/2025-26 dated-02/04/2025 for 6 nos work under 15th finance within Bewa-I GP. Last date of submission application is **11/04/2025 up to 14:00 PM.** Details of Tender notice will be available in website **&www.wbetenders.gov.in,** Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka , Murshidabad.

পাওয়ারগ্রিড
POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. পূর্ব অঞ্চলে "**ইআর গ্রিডের মধ্যে ওপিজিডব্লু নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযোগ এর অধীনে**" ডিওসিও-'র থেকে ৩১-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সম্পদের (০৪টি) জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য সিইআরসি (ব্যবসা পরিচালনা) রেগুলেশন'১৯৯৯ এবং সিইআরসি (শুল্কের শর্তাবলী) রেগুলেশন'২০১৯ এর রেগুলেশন-৮৬ এর অধীনে অনুমোদন।

২. উপরে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীরা হলেনঃ (ক) বিহার স্টেট পাওয়ার (হোল্ডিং) কোম্পানি লিমিটেড, (খ) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, (গ) গ্রিড কর্পোরেশন অফ ওড়িশা লিমিটেড, (ঘ) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, (ঙ) বিদ্যুৎ বিভাগ, সিকিম সরকার, গ্যাংটক, (চ) ঝাড়খণ্ড বিজলী বিতরণ নিগম লিমিটেড।

সম্পদ	ফাইবার লাইনের দৈর্ঘ্য (কিমি)	অনুমোদিত ভাগাভাগি মূলধন ব্যয় (আরসিই) (লক্ষ টাকায়)	ডিওসিও	ডিওসিও-তে মূলধন খরচ (লক্ষ টাকায়)
সম্পদ-১	১.০২২	৪.৩৭	২৩.০৫.২০২৪	০.১২
সম্পদ-২	৩১৩.২১৫	১২১০.০৭	২৫.০৬.২০২৪	১০৬১.৪৪
সম্পদ-৩	১৪৮.৬০৩	৫৯৯.৯৫	৩১.০৮.২০২৪	১৫২.৭৬
সম্পদ-৪	৩৩১.০৯৬	১৬২৩.০৫	১৯.১২.২০২৪	১৩৯২.৩৬

৪. ২০১৯-২৪ সালের ট্যারিফ সময়ের জন্য বার্ষিক ট্রান্সমিশন ট্যারিফ নিম্নরূপে সংক্ষেপিত করা হল (লক্ষ টাকায়)

সম্পদ/ট্যারিফ	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
সম্পদ-১	০.১৬	০.৪৯	০.৬১	০.৫৯	০.৫৮
সম্পদ-২	১৮০.৬৪	২৪৬.১৩	২৪৩.৩৩	২৩৫.৭৬	২২৮.২১
সম্পদ-৩	৪৪.০৩	১১১.৮১	১১২.৪১	১১০.৬১	১০৭.১২
সম্পদ-৪	৮৩.৫২	৩১১.২০	৩২০.৪১	৩১০.৫৯	৩০০.৮০

৫. ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনের একটি কপি আবেদনকারীর ওয়েবসাইট **www.powergrid.in**-এ পোস্ট করা আছে।

৬. আবেদনে উল্লেখিত ট্যারিফ নির্ধারণের প্রস্তাবের উপর যদি কোন পরামর্শ এবং আপত্তি থাকে, তাহলে সুবিধাভোগী সহ যে কোনও ব্যক্তি সচিব, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ৩য় এবং ৪র্থ তল, চন্দ্রলোক ভবন, জনপথ, নয়াদিল্লি-১১০ ০০১ (অথবা কমিশনের অফিস যেখানে

স্থানঃ গুরুগ্রাম
তারিখঃ ০২.০৪.২০২৪

স্বা/-
চিফ জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল অ্যান্ড আরসি)

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
নিবন্ধিত অফিসঃ বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটোয়ারিয়া সরাই, নয়াদিল্লি-১১০ ০১৬। কর্পোরেট অফিসঃ 'সৌদামিনী', প্লট নং ২, সেক্টর-২৯, গুরুগ্রাম-১২২০০১, (হরিয়ানা)
vvww.powergrid.in, সিআইএনঃ এল৪০১০১ডিএল১৯৮৯জিওআই০৩৮১২১

একটি মহারত্ন পিএসইউ

PG/CC/Notice-217Advt-280/2024-25/Panchtatva

ঘরের মাঠে হারের পর পিচ কিউরেটরকে দুষলেন জাহির

লখনউ, ২ এপ্রিলঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের পর লখনউ সুপার জায়ান্টস। ঘরের মাঠের পিচ নিয়ে অসন্তোষ জানাল আরও একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। গতকাল পাঞ্জাব কিংসের হাতে পরাজিত হয়ে দলের তরফ থেকে ক্ষোভ উগরে দেন মেন্টর জাহির খান। সাফ জানান, খেলতে নেমে তাঁরা বুঝতে পারেননি, এই উইকেট আসলে কে বানিয়েছেন? ঘরের মাঠের কিউরেটর? নাকি পাঞ্জাবের কেউ? জাহিরের সুরে সুর মিলিয়ে বিরক্তি জানিয়েছেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থও। এর আগে বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে অজুহাত, তর্ক-বিতর্কের 'প্যান্ডোরার বক্স' খুলে দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। অজিঙ্ক রাহানে পরাজয়ের পরোক্ষ কারণ হিসেবে দায়ী করেন পিচকে। আরও ঘূর্ণি উইকেট চেয়েছিলেন তাঁরা এবং আগামি দিনেও চাইবেন পিচে যথেষ্ট স্পিন থাকুক-এই মর্মে মুখ খুলেছিলেন রাহানে। পাশে দাঁড়ান কোচ সহ একাধিক ক্রিকেট বিশ্লেষক ও ধারভাষ্যকার। কিন্তু ঘরে-বাইরে চাপের মুখেও নিজের জায়গায় অন। ছিলেন পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখার্জি। বিসিসিআইয়ের গাইডলাইন খুলে জানিয়ে দেন-'কোথাও লেখা নেই, পিচ তৈরিতে হোম টিমের কথা শোনা হবে। বরং, কিউরেটরের কথাই শেষ কথা। আর এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তিনি শুধু বোর্ডের কাছেই দায়বদ্ধ।' এরপর চেন্নাই সুপার কিংসও কেকেআরের মতো চিপকের উইকেট নিয়ে বিরক্তি জানিয়েছিল। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং দাবি তোলেন, চিপক আর আগের মতো নেই। এখানে আর ঐতিহ্যমাফিক ঘূর্ণি পিচ বানানো হয় না। এই তালিকায় এবার নাম তুলেছেন জাহির খান। লখনউয়ের পরাজয় প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''আইপিএলে অনেক দলই হোম অ্যাডেভান্টেজকে কাজে লাগাতে চায়। এই দৃষ্টিতে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কিউরেটর আজ ঘরের টিমের ম্যাচ বলে একে দেখতে চায়নি। মনে হচ্ছিল, পাঞ্জাবের পিচ প্রস্তুতকারক উইকেট বানিয়েছেন। এটা আমাদের ঠিক করতে হবে। এমন অভিজ্ঞতা আমার কেরিয়ারে প্রথম। আমি চাইব, এটাই যেন আমার শেষ অভিজ্ঞতা হয়। কারণ, আমাদের মতো লখনউ সমর্থকরাও যথেষ্ট হতাশ।'' দলের বোলিং ইউনিট চোট-আঘাতে জর্জরিত। একাধিক পেসার বাইরে রয়েছেন। জাহিরও বলেন, ''এটা আমরাও বলছি। কিউরেটরের নির্দেশমতোই চলব। কোনও অজুহাত দাঁড় করাতে চাই না। কিন্তু হোম টিমের কিছু সাহায্য পাওয়া জরুরি, যা দেখে মনে হবে লখনউয়ে ঘরের দলই খেলছে।''

বাগানের চিন্তার ছায়া আপুইয়া-মনবীর চোট!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ একাদশ মরসুমের প্রথম লেগের সেমিফাইনালে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শিবিরে চিন্তার ছায়া পড়েছে। দলের মূল মিডফিল্ডার লালেংমাওয়া 'আপুইয়া' রালতে এবং উইঙ্গার মনবীর সিং-এর চোট নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিতব্য এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই দুই তারকা খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন দলের কোচ হোসে মোলিনা। আপুইয়া, ফুটবল মহলে এই নামেই পরিচিত, গত ২৫ মার্চ শিলং-এ ভারতের এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডে গ্রুপ সি-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে পায়ে চোট পান। মঙ্গলবার তিনি মোহনবাগানের প্রশিক্ষণে অংশ নিলেও তাঁর পুরোপুরি ফিট হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, মনবীর সিং গত ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারতের প্রীতি ম্যাচের আগে জাতীয় শিবির থেকে চোটের কারণে ছিটকে যান। তিনি মঙ্গল ও বুধবারের প্রশিক্ষণেও অংশ নেননি, ফলে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রথম লেগে তাঁর খেলা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বাতিল বলে মনে করা হচ্ছে। মোহনবাগান এই মরসুমে লিগ শিল্ড জিতে ইতিমধ্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এখন তাদের লক্ষ্য আইএসএল কাপ জিতে ডাবল অর্জন করা। এই লক্ষ্যে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম লেগে জয় ছিনিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোলিনা বলেন, ''আমি শুধু প্রথম লেগের কথা ভাবছি, আর কিছু নয়। জামশেদপুর এফসি একটি দুর্দান্ত দল, আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি। তবে আমরা সবসময়ের মতো জয়ের জন্যই খেলব। আমরা অ্যাওয়ে ম্যাচে ড্রয়ের জন্য সন্তুষ্ট থাকব না। আমাদের দল ভালো আছে, খেলোয়াড়রা শতভাগ দিতে প্রস্তুত।'' আইএসএল-এ এখনও পর্যন্ত মুম্বই সিটি

এফসি একমাত্র দল, যারা ২০২২-২১ মরসুমে লিগ শিল্ড এবং কাপ উভয়ই জিতে ডাবল অর্জন করেছে। মোহনবাগান এবার সেই তালিকায় নিজেদের নাম লেখাতে মরিয়া। দলের আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার গ্রেগ স্টুয়ার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, ''আমার জন্য কাপ জেতা খুব বড় ব্যাপার হবে। আমি চাই ক্লাবের ইতিহাসে আমার নাম থাকুক।'' স্টুয়ার্ট ইতিমধ্যে তিনটি ক্লাবের সঙ্গে লিগ শিল্ড জিতেছেন - জামশেদপুর এফসি, মুম্বই সিটি এবং বর্তমানে মোহনবাগান। তবে আইএসএল কাপ এখনও তাঁর হাতে আসেনি। তিনি জামশেদপুর এফসি-র সঙ্গে ২০২১-২২ মরসুমে শিল্ড জয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, ''কেউ ভাবেনি জামশেদপুর শিল্ড জিতবে। সেটা ছিল একটা বিরাট অর্জন। মোহনবাগান বা মুম্বই সিটির মতো বড় দল থাকা সত্ত্বেও জামশেদপুর শীর্ষে উঠেছিল।'' এবার জামশেদপুরের মাটিতে মোহনবাগানের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। গত ১৭ জানুয়ারি এই মাঠে দুই দলের মধ্যে শেষ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। স্টুয়ার্ট সেই ম্যাচের কথা স্মরণ করে বলেন, ''আমরা জিততে পারিনি, তবে খুব ভালো খেলেছিলাম। ফুটবল এমনই, সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। জামশেদপুর খুব সংগঠিত দল, তারা মাঝমাঠ দিয়ে খেলতে বাধা দেয়। খালিদ জামিলের কোচিংয়ে জামশেদপুর এফসি এবারও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নামবে।'' আপুইয়া ও মনবীরের অনুপস্থিতিতে দলের গঠনেও পরিবর্তন আসতে পারে। সাহাল আব্দুল সামাদ মনবীরের জায়গায় উইং-এ খেলতে পারেন। অন্যদিকে, আপুইয়ার জায়গায় নাম্বার ৬ পজিশনে দীপক তাংড়িকে শুরু করতে পারেন মোলিনা। এই দুই খেলোয়াড়ের উপর এবার বড় দায়িত্ব থাকবে, বিশেষ করে অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় নিশ্চিত করার জন্য। মোহনবাগানের সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি এই মরসুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। লিগ শিল্ড জয়ের পর এখন তাদের লক্ষ্য কাপ জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস গড়া। দলটি বুধবার দুপুরে জামশেদপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। সমর্থকরা আশা করছেন, চোটের সমস্যা সত্ত্বেও মোহনবাগান তাদের প্রতিভা ও দৃঢ়তার জোরে জামশেদপুরের মাটিতে জয় ছিনিয়ে আনবে। এই ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে শুধু জয়ই নয়, দ্বিতীয় লেগের জন্য একটি শক্ত ভিত তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক লড়াইয়ে এবারও উত্তেজনা তুঙ্গে। আপুইয়া ও মনবীরের ফিটনেস নিয়ে শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা থাকলেও, মোলিনার নেতৃত্বে দলটি পুরোপুরি প্রস্তুত।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় রদবদল!

দুবাই, ২ এপ্রিলঃ সদ্য আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারতীয় দল। ভারতের রহস্যময় বোলার ঘুম উড়িয়েছেন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা সব দলের ব্যাটারদের। সেই বরুণ চক্রবর্তী এখন ভারতীয় দলের স্পিন বিভাগের মেরুদণ্ড। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই থেকে তিন নম্বরে নেমে এলেন এই মিস্ট্রি স্পিনার। তবে কে রইলেন তালিকায় এক ও দুই নম্বরে? শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছেন কিউয়ি বোলার জ্যাকব ডাফি। তালিকায় দুই নম্বর স্থানে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার অকিল হুসেন। ইংল্যান্ড সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ওডিআই দলে জায়গা করে নেন বরুণ। পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পান। বাকিটা তো ইতিহাস। আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং তালিকায় ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট। তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন ভারতীয় সমর্থকদের ত্রাস অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের তরুণ ক্রিকেটার অভিষেক শর্মা। তৃতীয় স্থানে আছে ইংল্যাণ্ডের ফিল সল্ট। এই তালিকার পরবর্তী নামগুলি যথাক্রমে তিলক ভার্মা ও ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও ভারতীয় প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স চোখে পড়ার মতো। টেস্ট বোলারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতের পেসার জসপ্রীত বুমরা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্রোটিয়া তারকা কাগিসো রাবাডা ও অজি ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স। টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের বহু যুদ্ধের নায়ক, অভিজ্ঞ ব্যাটার জো রুট। তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইংরেজ ব্যাটার হ্যারি ব্রুক ও নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। বহু উত্থান-পতন হয়েছে এই আইসিসির প্রকাশ করা তালিকায়।

আরও একবার বিশ্বকাপে চুমু মেসির, মুখে লাজুক হাসি

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২ এপ্রিলঃ মঞ্চে অ্যাডিডাসের নীল রঙের ট্র্যাকস্যুট সেট পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন লিওনেল মেসি। মুখে লাজুক মিটিমিটি হাসি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো তাঁর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফিটি তুলে দিতেই মেসি যেন গলে গেলেন! এত বড় ফুটবল তারকা, দুনিয়াজোড়া যাঁর এত খ্যাতি, যাঁর সামনে পৃথিবীর বেশির ভাগ ফুটবলভক্তই হয়ে পড়েন শিশুর মতো-সেই মেসিই কি না মাত্র ১৪.৪ ইঞ্চি উচ্চতার ৬.১৭৫ কেজি ওজনের ট্রফিটির সামনে লাজুক লতার মতো মিইয়ে গেলেন। এমন হবে নাই-বা কেন, ওটা যে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসল ট্রফি! প্রায় তিন বছর আগে কাতারে যেটা জিতিয়েছিলেন আর্জেন্টিনাকে। ট্রফিটি এতটাই আরাধ্য যে পৃথিবীর যেকোনো ফুটবলারই এই ট্রফির সামনে শিশুর মতো হয়ে যান। মেসি তাই বাদ যাবেন কেন, মঞ্চে ট্রফিটি বাঁ হাত দিয়ে এমনভাবে আগলে রাখলেন যেন কোনো বাচ্চা কোলে নিয়েছেন। ইনফান্তিনো তাঁকে চুমু খেতে বলেছেন ট্রফিতে। বাচ্চাদের মাথা সাপটে দেওয়ার মতো ডান হাত দিয়ে ট্রফিটির মাথায় একবার হাত বুলিয়ে চুমু খান মেসি। করতালির রোল পড়ে চারপাশে। ইনফান্তিনোর মুখেও হাসি। ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর কাতারে লুসাইলের মঞ্চে মেসির এই ছবিটাই দেখা গিয়েছিল, যেটা এত দিন পর ফিরে এল লস অ্যাঞ্জেলসের বিএমও স্টেডিয়ামে। প্রশ্ন হলো, বিশ্বকাপ ট্রফি হঠাৎই পরশু রাতে কেন লস অ্যাঞ্জেলসে? উত্তর হলো, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রচারণার শুরু হিসেবে

অ্যাডিডাসের স্পনসরে ও ফিফার আয়োজনে মেসি ও বিশ্বকাপ ট্রফিকে আবার মিলিয়ে দেওয়া হলো। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মেসির ভক্ত ও এনএফএলের দল কানসাস সিটি চিফের কোয়ার্টারব্যাক প্যাট্রিক মাহোমেসও। বিশ্বকাপ ট্রফিসহ মেসির সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়ানোর একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করে ক্যাপশনে মাহোমেস লিখেছেন, 'অ্যাডিডাসের সঙ্গে বিশ্বকাপের কিক-অফ।' ২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। মেসি এখন ইন্টার মায়ামিতে খেলায় লস অ্যাঞ্জেলসে তাঁকে পাওয়াটাও সহজ হয়ে যায় আয়োজকদের জন্য। বাঁ হাতে ট্রফিটি আগলে রেখে মেসি বলেছেন, 'এটা খুবই স্পেশাল ট্রফি, খুবই সুন্দর।' অনুষ্ঠানে মেসির পাশাপাশি ইতালির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো ও জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন স্ট্রাইকার ও কোচ ইয়ুর্গেন ক্লিন্সম্যানও ছিলেন। মেসি ও মাহোমেসকে সামনে রেখে সঞ্চালক ফুটবলের চেয়ে আমেরিকান ফুটবল কঠিন কি না? এর উত্তরে মাহোমেস 'আমাকে অতটা দৌড়াতে হয় না, এটা ভালো দিক' বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসি ছড়িয়ে পড়ে মেসির মুখে। ৩৭ বছর বয়সী মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন চলছে বহুদিন। সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত মেসিই নেবেন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলায় ভক্তরাও তাঁকে আগামী বছরের বিশ্বকাপে দেখার আশায় আছেন। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে টেবিলের শীর্ষ দল হিসেবে এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে ৩-৩ গোলে ড্র করার পর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলের জয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা।

গোল যতই হোক, যখনই হোক, শেষ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদই জেতে

রিয়াল ৪-৪ সোসিয়েদাদ
(দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে রিয়াল জয়ী)

মাদ্রিদ, ২ এপ্রিলঃ রাফায়েল নাদালকে দেখা যাচ্ছিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গ্যালারিতে। গালে হাত দিয়ে চিন্তা ক্লিষ্ট মুখে বসে ছিলেন। মাঠে তাঁর প্রাণের দল রিয়াল মাদ্রিদ। কোপা দেল রে ফাইনালে উঠতে পারবে কি না, তা নিয়ে নাদালের মতো দুশ্চিন্তায় ছিলেন রিয়ালের আরও অনেক সমর্থক। ১১৫ মিনিটে মাথার এক টোকায় সব দুশ্চিন্তা দূর করলেন আন্তনিও রুডিগার। আরদা গুলেরের নেওয়া কর্নার থেকে হেডে গোল করেন রিয়াল ডিফেন্ডার। সেমিফাইনাল ফিরতি লেগের ম্যাচে তখন ৪-৪ গোলের সমতা আর দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। তখন নাদালের উল্লাস দেখে কে! বার্নাব্যু গর্জে ওঠার সঙ্গে নাদালও আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। হাত-পা ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করে মুখের ভঙ্গিটা এমন করলেন যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছুটল! তা নয় তো কি? গত ফেব্রুয়ারিতে সান সেবাস্তিয়ানে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে প্রথম লেগ ১-০ গোলে রিয়াল জেতার পর তাদের ঘরের মাঠে ফিরতি লেগ আরও সহজ হবে

ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গতকাল রাতে ফিরতি লেগের স্কোরকার্ডে লেখা হয়েছে অন্য গল্প। যেখানে ৮ গোলের রোমাঞ্চের মধ্যে আছে রিয়ালের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পও। ফিরতি লেগে তিনবার পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ গোলের জয়ে নিশ্চিত হয়েছে ফাইনাল। আর এতেই আরও একবার প্রমাণ হলো, ম্যাচে গোল যতই হোক, যখনই হোক, শেষ পর্যন্ত রিয়ালই জেতে! রিয়াল ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়েছে ম্যাচের ১৬ মিনিটে। ভিনিসিয়ুসের ডিফেন্স চেরা পাস থেকে দারুণ এক চিপে রিয়ালকে সমতায় ফেরান একাদশের হয়ে নামা এনদ্রিক। ডেভিড আলাবার আত্মঘাতী গোলে ৭২ মিনিটে রিয়াল আবারও পিছিয়ে পড়ে ১-২ গোলে। ৮০ মিনিটে সেই পিছিয়ে পড়ার ব্যবধানই দাঁড়ায় ১-৩। জুড বেলিংহামের ৮২ মিনিটের গোল ও চার মিনিট পর অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। কিন্তু যোগ করা সময়ের ৩ মিনিটে মিকেল ওইরাজাবালের গোলে আবারও এগিয়ে যায় রিয়াল সোসিয়েদাদ। শেষ পর্যন্ত রুডিগারে রক্ষা। জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি জানিয়েছেন, ১-৩ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায়ও বিদায়ের ভয় তিনি পাননি, ''বিদায় নিতে হবে এটা মাথায় আসেনি। বার্নাব্যুতে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে। এমন ম্যাচে, এমন পরিবেশে যখন আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, আমরা কখনো হাল ছাড়ি না।'' আনচেলত্তি স্বীকার করেছেন ম্যাচে অনেক ভুল করেছে তাঁর দল। তবে ফাইনালে উঠতে পেরে সেসব ভুল আর মনে রাখছেন না ইতালিয়ান এ কোচ, ''আমাদের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। আমরা আরেকটি ফাইনালে। অনেক ভালো কিছু হয়েছে, অনেক ভুলও করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পেরেছি।'' পাঁচ বছর আগে এই বার্নাব্যুতেই কোপা দেল রে কোয়ার্টার ফাইনালে সোসিয়েদাদের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে ৪-৩ গোলে হেরেছিল রিয়াল। সেবার শিরোপা জেতা সোসিয়েদাদ এবার না পারলেও কিন্তু বার্নাব্যুর ইতিহাস লেখা হয়েছে নতুন করে। রিয়ালের মাঠে এটাই প্রথম ৪-৪ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচ। অন্যরকম এক মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন চুয়ামেনিও। রিয়ালের ইতিহাসে ১০ হাজারতম গোলটি তাঁর। জয়ের পর রিয়াল মাদ্রিদ টিভিতে এই ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বলেছেন, ''কেমন লাগছে সেটা কীভাবে বোঝাব ঠিক জানি না। হ্যাঁ আমরা খুশি কারণ ফাইনালে খেলব। কিন্তু ম্যাচে তাকালে পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি হওয়ার সুযোগ নেই।'' কিলিয়ান এমবাপেকে বেঞ্চে বসিয়ে এনদ্রিককে একাদশে খেলান রিয়াল কোচ আনচেলত্তি। ১৯৯৬-৯৭ মরসুমে ডেভর সুকারের পর রিয়ালের নিজের প্রথম মরসুমেই কোপা দেল রে-তে ন্যূনতম ৫ গোল করলেন এই ব্রাজিলিয়ান। এই টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে করলেন ৫ গোল। আর মরসুমে এ পর্যন্ত ৫৬২ মিনিট মাঠে থেকে করলেন ৭ গোল। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে এনদ্রিক বলেছেন, ''মাঠে নামলে আমাকে সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণভাগে বিশ্বের সেরা চারজন থাকায় আমি জানি এখানে খেলা কত কঠিন। তবে সুযোগ পেলে আমাকে দলকে সাহায্য করতে হবে।''

মারাদোনাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে, দাবি আইনজীবীর

বুয়েনস আইরেস, ২ এপ্রিলঃ বুয়েনস আইরেসের সান ইসিদরো আদালতে চলছে মামলার শুনানি। ডিয়েগো মারাদোনার মৃত্যু অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক মৃত্যু, নাকি

অবহেলা ছিল চিকিৎসকদের, তা খতিয়ে দেখছেন আদালত। কিংবদন্তির শেষ দিনগুলোয় তাঁর চিকিসায় নিয়োজিত ছিলেন যে আটজন চিকিৎসক, তাঁদের মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলাজনিত অপরাধের অভিযোগে চলছে বিচার কার্যক্রম। বাদীপক্ষ মারাদোনার দুই মেয়ে দালমা ও জিয়ান্নিনার হয়ে আদালতে লড়ছেন আর্জেন্টাইন আইনজীবী ফের্নান্দো বার্লান্দো। এক টিভি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ''পশুর সঙ্গে যেমন আচরণ করে, দিয়েগোর সঙ্গে সেটাই করা হয়েছে। আদালতে যা কিছু দেখা গেছে, সেটাই প্রমাণ করে।'' আর্জেন্টিনার টিভি চ্যানেল এলত্রেসে প্রচারিত অনুষ্ঠান 'লা নোচে দে মিরথা'য় বার্লান্দো ব্যাখ্যা করেন, ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মারাদোনাকে হত্যা করা হয়েছিল-এটা প্রমাণ করাই তাঁর আইনি দলের লক্ষ্য, ''অবহেলার বিষয়টি আমরা আগেই পেরিয়ে এসেছি। এখন তা বিচারিকভাবে প্রমাণের চেষ্টা করছি।'' বার্লান্দোর দাবি, পরিকল্পনা করে ছিয়াশির বিশ্বকাপ কিংবদন্তিকে মেরে ফেলা হয়েছে। চিকিৎসাজনিত অবহেলা তাঁর মৃত্যুর কারণ নয়, ''আমি একমত, কোনো সন্দেহ নেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'' অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা আর্জেন্টাইন অভিনেত্রী ও সঞ্চালক মিরথা লেগ্রান্দ আইনজীবী বার্লান্দোর কাছে জানতে চান, ''মারাদোনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করা হয়েছে, নাকি হত্যা করা হয়েছে?'' বার্লান্দোর উত্তর, ''মারাদোনার মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা আটজন ইচ্ছাপ্রসূত হত্যার দায়ে জড়িত। কেউ যখন সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, এ ক্ষেত্রে যেটা মৃত্যু এবং তাদের আচরণে মনে হয় কিছুই হয়নি, তখন এটা হত্যা।'' বার্লান্দো দাবি করেন, ''এটা প্রমাণিত, চিকিৎসার দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা কিছু একটা করতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে কথাও হয়েছে, যেখানে আপনি শুনতে পাবেন, তাঁরা বলছেন, এল গোর্দো (ফ্যাট ওয়ানমোটু) চলে যাচ্ছেন। এল গোর্দো মারা যাচ্ছেন।'' বার্লান্দোর দাবি, ''এই পৃথিবীতে দিয়েগোর অনুপস্থিতিতে লাভটা তৃতীয় পক্ষের, যারা তাঁর উত্তরাধিকার নয়। কিছু লোক আছে, যারা কিছু সন্দেহজনক চুক্তিপত্র সইয়ের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর পরও লাভবান হচ্ছে, এমনকি তাঁর ওপর ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে।'' স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, বার্লান্দোর এই মন্তব্য আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির বোনদের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ, যারা মারাদোনা ব্র্যান্ডের কর্ণধার এবং মারাদোনার প্রাক্তন আইনজীবী ও এজেন্ট মাতিয়াস মোরালা, যিনি মারাদোনার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মিরথা এ মন্তব্য শুনে একটু হতবিহ্বল হয়ে বলেন, ''কী বর্বরতা! বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি, সম্মানের পাত্র, ভালোবাসার মানুষকে বর্বরতা!'' টিভি অনুষ্ঠানে বার্লান্দো দাবি করেন, মারাদোনার আশপাশের লোকজন তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, ''দালমা ও জিয়ান্নিনা শুধু একটি বিষয়ই চেয়েছিল, আমি নিশ্চিত যেটা জানা, জুনিয়র ও দেগুইতো ফার্নান্দোও চেয়েছিল, সেটা হলো সবার আগে তাদের বাবার ভালো থাকা। দ্বিতীয়ত, বাবার কাছাকাছি থাকা। তারা সব রকম বাধা দিয়েছে...ধূর্ত ও অন্ধকারচ্ছন্ন পরিবেশ যদি একটি খাঁটি পরিবারের পথে বাধা তৈরি না করত, তাহলে সবকিছু কত অন্য রকম হতো।'' বার্লান্দো বলেছেন, ''অলিভোস ক্লিনিক থেকে দিয়েগো ছাড়পত্র পাওয়ার সময় চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁর এমন একটি পুনর্বাসনকেন্দ্রে যাওয়া উচিত, যেখানে অনেক রকম স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসা হবে। কারণ, দিয়েগোর কিডনিতে সমস্যা, দুরকম সিরোসিস, হৃদরোগ, হাইপারটেনসিভ এবং অ্যালকোহল ও সাইকোট্রপিক ড্রাগের প্রতি আসক্তি ছিল। এমন অবস্থায় তাঁকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার সুযোগ নেই।'' প্রধান কমিশনার ও ময়নাতদন্ত বিশেষজ্ঞ মরিসিও কাসিনেল্লি গত বৃহস্পতিবার আদালতকে বলেন, মৃত্যুর সময় মারাদোনার 'হৃদপিণ্ডের ওজন সাধারণ আকারের দ্বিগুণের বেশি ছিল' এবং 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাধারণ এডেমা ছিল' (ত্বকের নিচের টিস্যু ফুলে যাওয়া)। যন্ত্রণায় ভোগার চিহ্নও ছিল, যেটা সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। মারাদোনার মৃত্যুর সময় সায়েন্টিফিক পুলিশের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন কাসিনেল্লি। তিনি বলেছেন, মারাদোনার 'শরীরে সাড়ে চার লিটার জল' জমেছিল, এর মধ্যে তিন লিটার ছিল পেটে। কাসিনেল্লি যোগ করেন, শরীরে যে জল পাওয়া গেছে, তা 'এক, দুই কিংবা চার দিনে জমেনি। ধীরে ধীরে জমছিল।' তবে কত দিন লেগেছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি কাসিনেল্লি, 'কমপক্ষে ১০ দিন।' সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মারাদোনা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ দুয়েক পর ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মারা যান। বুয়েনস আইরেসের এক অভিজাত এলাকায় ভাড়া করা বাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে তাঁর। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'তীব্র পালমোনারি এডেমা (ফুসফুসে জল জমা) ও হার্ট ফেল মৃত্যুর কারণ।' অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিদের ৮ থেকে ২৫ বছরের জেল হতে পারে। মামলায় প্রায় ১২০ জনের সাক্ষ্যদানের কথা রয়েছে, যা চলতে পারে আগামী জুলাই পর্যন্ত।

মারাদোনার দুই মেয়ে দালমা ও জিয়ানিন্নার পক্ষের আইনজীবী ফের্নান্দো বার্লান্দো।

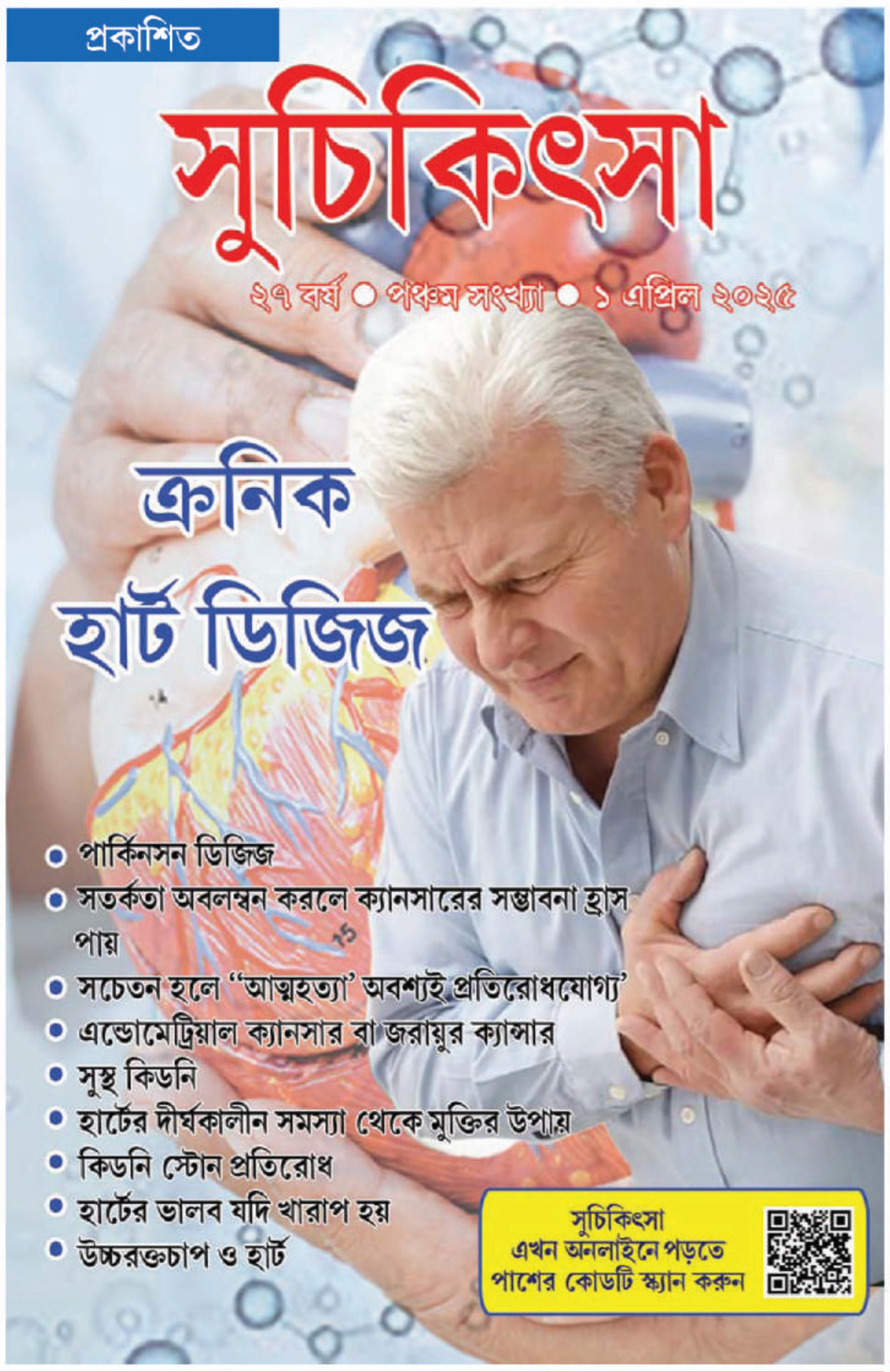

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com